

## সূরা আন্নিসা-৪

### (হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

#### অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এ সূরার নামকরণ যথার্থই ‘আন্নিসা’ (নারী জাতি) করা হয়েছে। কেননা এতে প্রধানত নারী জাতির অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে সমাজে তাদেরই যথাযথ স্থান ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। ওহদের যুদ্ধের পরে হিজরতের তৃতীয় এবং পথওম বছরের মাঝামাঝি সময়ে এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয় এবং বিশেষ করে উক্ত যুদ্ধের কারণে সমাজে যে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিধবা এবং এতীমের উত্তর হয় তাদেরকে নিয়েই এর মূল বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে মুসলমান এবং ইউরোপীয় পন্ডিত সকলেই একমত। একজন বিশিষ্ট জার্মান প্রাচ্যবিদ নলডিক এ সূরার কোন কোন আয়াতকে মক্কী সূরার অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। তাঁর মতে এ ধরনের আয়াতে ইহুদীদেরকে বন্ধুসুলত দুষ্ঠিকোণ থেকে আহ্বান করা হয়েছে। কেননা তারা তখনো মুসলমানদের সাথে কোনৱেশন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়নি। হোয়েরীর মতে এ সূরার ১৩৪ নং আয়াতে উল্লেখিত, ‘হে মানব জাতি’ ধরনের সম্মোধন দেখে মনে হয়, অন্তত এ আয়াতটি (অর্থাৎ ১৩৪ নং আয়াত) মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা এ ধরনের সম্মোধন একমাত্র মক্কী সূরাসমূহে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র একটি আয়াতে ‘হে মানবজাতি’ সম্মোধন দেখেই তা মক্কী সূরার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যেখানে অন্য সমস্ত প্রমাণ এ ধারণার পরিপন্থী। আসল কথা হচ্ছে, মক্কাতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প, যেজন্য তখনো তারা আলাদা কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত হতে পারেনি এবং তখন পর্যন্ত শরীয়তের খুব কম সংখ্যক নির্দেশাবলীই অবতীর্ণ হয়েছিল। ফলে মক্কাতে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকেই ‘হে মানব জাতি’ সম্মোধন করা হয়েছে। কিন্তু মদীনাতে হিজরতের পরে যেহেতু হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্রুত ও অধিক সংখ্যক শরীয়তের নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হতে থাকে এবং অবিশ্বাসী থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যবলীসহ বিশ্বাসীদের একটি সম্প্রদায় সুসংগঠিত হয় তখন তাদেরকে ‘হে যারা ঈমান এনেছ!’ বলে সম্মোধন করা হয়। কিন্তু যেখানে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সাধারণভাবে সকলকেই আহ্বান করা হয়েছে সেখানে ‘হে মানব জাতি’ বলেও সম্মোধন করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সম্পর্ক হলো, পূর্ববর্তী সূরার অন্যতম বিষয় ছিল ওহদের যুদ্ধ প্রসঙ্গ। কিন্তু এ সূরাতে উক্ত যুদ্ধের ফলে সৃষ্টি সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সূরাটিতে মদীনার ইহুদী ও মুনাফিকদের অঙ্গ চক্রান্ত, তৎপরতা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে, যারা ওহদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের প্রক্রিয়া শক্তি ও কার্যক্রমে শক্তি হয়ে ইসলামকে সমূলে উৎপাটনের জন্য তাদের সমস্ত সম্পদ একত্র করে সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এছাড়া এ দিক থেকেও সূরাটিতে পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যায়। কেননা এতে প্রায়শিকভাবে মতবাদকে ধূলিসাং করে এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে হ্যরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেননি।

#### বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ

সূরা আলে ইমরানের মত এ সূরাও অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে খৃষ্টধর্মের মৌলিক মতবাদ। এ সূরাতে ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, বিশেষ করে শেষ যুগে খৃষ্টধর্মের বিস্তার ও উন্নতির উল্লেখ করা হচ্ছে। যেহেতু শেষ যুগে খৃষ্টান লেখক ও বক্তরা নারী জাতির প্রতি অসম্মান ও পুরুষদের তুলনায় তাদেরকে নিম্ন মর্যাদা প্রদানের অভিযোগ তুলে অত্যন্ত সোচ্চার ও উচ্চকগ্নি ইসলামকে দোষারোপ করবে, সেহেতু এ সূরাতে নারীজাতির সমস্যা ও এর সমাধানমূলক বিষয়বালী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের শিক্ষা আসলে নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করে যে খৃষ্টধর্মের তুলনায় এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা উত্তম। তাছাড়া নারী জাতির সাথেই যেহেতু এতীমের বিষয়টি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত, তাই এ সূরাতে এতীমের প্রসঙ্গও বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে এই হলো প্রথম ঐশ্বী বাণী যা এতীম ও নারী জাতির অধিকারের রক্ষাকর্ত্তব্য হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। ইসলামে নারীদেরকে তাদের বৈধ অধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং তাদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। সেই সাথে সম্পত্তির প্রকৃত মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সূরার দ্বিতীয় প্রধান আলোচ্য বিষয় মুনাফিকী বা কপটতা। যেহেতু শেষ যুগে খৃষ্টধর্ম সারা পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করবে এবং খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে ইসলামের সমালোচনার কারণে এবং অনেক মুসলমান খৃষ্টান শাসকদের অধীনস্থ হওয়ার দরুণ নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি কপট মনোভাব পোষণ করবে। এই কপটতার বিষয়টি বর্তমান সূরাতে নারীজাতির অধিকারের পাশাপাশি আলোচিত হয়েছে এবং একজন মুনাফিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের কত অতলে তলিয়ে যেতে পারে সে দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। মুনাফিকদের সতর্ক করা হয়েছে, তারা শীঘ্ৰই লাঙ্ঘিত ও অসম্মানিত হবে। কেননা তারা তাদের স্বষ্টির চাইতে মানুষকেই বেশি ত্যাগ করে। সূরাটির শেষের দিকে হ্যরত ঈসা (আঃ) এর ক্রুশীয় ঘটনার প্রতি কিছুটা আলোকপাত করে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় একটা প্রমাণ দ্বারা এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, ক্রুশে হ্যরত ঈসা (আঃ)

ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶ୍ୱାସ ଜଘନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ଧାରଣା ମାତ୍ର । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନୁଷେର ମତରେ ହ୍ୟରତ ଈସା (ଆଃ) ସ୍ଵାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେଛେ । କୁଶେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଯେଛେ ଏ ବିଶ୍ୱାସେର ମୂଳେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା, ବାଇବେଲେର ସମସ୍ତରେ କୋନଟିଇ ନେଇ । ନବୁଓସତେର ଧାରା ବନୀ-ଇସରାଈଲ ଥେକେ ବନୀ ଇସମାଈଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହବାର ଦରଳ ହ୍ୟରତ ଈସା (ଆଃ)ଏର କୋନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରସୂରୀ ନା ଥାକାଯ ଏକ ଅର୍ଥେ ତିନି ଛିଲେନ 'କାଲାଲାହ' । ଏ ସୂରାଟି କାଲାଲାହର ବିଷୟେ ଫିରେ ଗିଯେ ସମାପ୍ତ ହେଯେ ।

## সূরা আন্নিসা-৪

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ১৭৭ আয়াত এবং ২৪ রূপু

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**১।** আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

**\* ২।** হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রত্ব-প্রতিপালকের তাক্ওওয়া অবলম্বন কর, \*যিনি একই সত্তা<sup>৫৫৬</sup> থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী<sup>৫৫৭</sup> সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহর তাক্ওওয়া অবলম্বন কর, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক। আর তোমরা (বিশেষভাবে) রক্ষসম্পর্কের আত্মায়তার<sup>৫৫৮</sup> ক্ষেত্রে (তাক্ওওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষক।

৩। আর তোমরা \*এতীমদেরকে তাদের ধনসম্পদ দিয়ে দাও। আর তোমরা পবিত্র বস্তুর বিনিময়ে অপবিত্র বস্তু নিও না। আর তোমরা তাদের ধনসম্পদ নিজেদের ধনসম্পদের সাথে একত্র করে গ্রাস করো না। নিশ্চয় এ এক মন্তব্ধ পাপ<sup>৫৫৯</sup>।

يَا يَاهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي  
خَلَقَكُمْ مِنْ نُفْسِسْ وَاحِدَةٌ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
إِنَّهُ وَالْأَزْحَامَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا ①

وَأَتُوا الْيَتَمَّى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا  
الْحَسِيْثَ بِالْطَّيْبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ  
إِلَّا أَمْوَالِكُمْ ۖ رَأَيْهَا كَانَ حُوْبًا كَثِيرًا ②

দেখুন : ক. ৩৩:৭১; ৫৯:১৯ ;খ. ৭:১৯০; ১৬:৭৩; ৩০:২২; ৩৯:৭ ;গ. ৪:১১, ১২৮; ৬:১৫৩; ১৭:৩৫।

৫৫৬। ‘একই সত্তা’ এর তাৎপর্য হতে পারে : (১) আদম, (২) স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত অবস্থা, কারণ যখন দুই বস্তু মিলিতভাবে একই কার্য সাধন করে তখন তাদেরকে একীভূত বা এক বলা যেতে পারে, (৩) একই সত্তা বলতে ‘একই শ্রেণীভূক্ত’ বা ‘একই প্রজাতি’ বুঝিয়েছে (তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)।

৫৫৭। কথাটির অর্থ এ নয় যে স্ত্রীলোক পুরুষের অঙ্গ বিশেষ থেকে সৃষ্টি। এর তাৎপর্য হলো, স্ত্রীলোক ও পুরুষ একই জাতীয়, একই শ্রেণীভূক্ত, একই ধরনের স্বভাব, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি এবং ধী-শক্তির অধিকারী। ‘আদমের পাঁজর থেকে হাওয়ার সৃষ্টি’- এ ধারণাটা মনে হয় হ্যারত রসূলে করীম (সাঃ) এর এ হাদীসটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, ‘স্ত্রীলোকেরা পাঁজর থেকে সৃষ্টি এবং এ অস্ত্রির সর্বেচ স্থানটি সর্বাপেক্ষা বেশি বক্তৃ। এটাকে সোজা করতে গেলে তুমি এটা ভেঙ্গে ফেলবে’ (বুখারী, নিকাহ অধ্যায়)। রসূলে পাক (সাঃ) এর এ বাক্যটিকে যতভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, এ বাক্য ‘হাওয়া’র আদমের পাঁজর থেকে সৃষ্টি’- ধারণার পরিপোষক তো নয়ই, বরং এর বিপরীত। কারণ এ বাক্যে ‘হাওয়া’র কোন নাম গন্ধাই নেই, বরং পূর্বাপর সকল নারীর জন্যই এ বাক্যটি সমভাবে গ্রহণযোগ্য। আর এ কথাও সকলেরই জানা যে প্রত্যেক নারীকে পাঁজার থেকে বানানো হয়নি। নবী করীম (সাঃ) এর বাক্যে যে ‘ফিলউন’ (পাঁজর) শব্দটির ব্যবহার হয়েছে এর তাৎপর্য হলো, ব্যবহার ও চলন-বলনের বক্তৃতা। শব্দটির অর্থও বক্তৃতা (বিহার ও মুহীত)। এ হাদীসটিতে স্ত্রীলোকের স্বভাবের একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা হয়েছে। তাহলো অস্ত্রুষ্টির ভান, বিরাগের ছলনা ইত্যাদি। এই যে বক্তৃতা একে মহানবী (সাঃ) স্ত্রী-চরিত্রের উচ্চতম ও সুন্দরতম গুণ বলেছেন। যারা স্ত্রীলোকের রাগের ভান বা অভিমান করাটাকেই প্রকৃত রাগের প্রকাশ মনে করে তার উপর পাল্টা রেগে যায় এবং কঠোর ব্যবহার শুরু করে দেয় তারা স্ত্রী-ব্যক্তিত্বের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও আত্মী-করণীয় গুণটাকেই নষ্ট করে ফেলে।

৫৫৮। এ আয়াত আল্লাহর তাক্ওওয়া এবং আত্মায়তার বন্ধনের প্রতি সম্মান-এ দু'টি কথাকে পাশাপাশি রেখে আত্মী-স্বজনদের প্রতি উত্তম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি জোর দিয়েছে। কুরআন আত্মায়তার বন্ধনকে অতিশয় সম্মান দান করেছে। মহানবী (সাঃ) বিয়ের খুতবা দিবার প্রারম্ভে সাধারণত এ আয়াতটি পাঠ করতেন। তিনি এ আয়াত পাঠের মাধ্যমে উভয় পক্ষকে তাদের নব আত্মায়তার পবিত্র বন্ধনের কথা অবরুণ করিয়ে দিতেন এবং পরম্পরের মাঝে একাত্মতা সৃষ্টির উপর জোর দিতেন।

- ★ ৪। আর তোমরা (যুদ্ধের পরিস্থিতিতে) যদি এতীমদের ব্যাপারে ন্যায়বিচার করতে না পারার আশঙ্কা কর তাহলে তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী নারীদের দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে<sup>১৩০</sup> বিয়ে কর। আর ক'তোমরা যদি

দেখুন ৪ ক. ৪৮১৩০।

وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى  
فَأَنْكِحُوهُمَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَمْشُنِي  
وَثُلَثَةٌ وَرُبْعَةٌ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا

৫৫৯। আল্লাহ্ তাআলার দু'টি অনুগ্রহ উল্লেখ করার পরে অর্থাৎ একই সত্তা থেকে অনেক পুরুষ-স্ত্রীর উন্নত ও আত্মায়তার বন্ধনের মাধ্যমে তাদেরকে ধৰ্মসের কবল থেকে রক্ষা করার কথা বলার পরে কুরআন এতীমদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

৫৬০। এ আয়াতটি বিশেষ গুরুত্ববহু। কারণ এতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী, সর্বাধিক চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দান করেছে। তবে এর জন্য কোন তাগিদ বা উৎসাহ প্রদান করেনি। যেহেতু এতীমদের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে এই একাধিক বিয়ের কথাটি এসেছে সেহেতু প্রাথমিকভাবে এটাই বুঝতে হবে, সমাজের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত পিতা-মাতাহীন দুঃখীদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এ একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং বিশেষ অবস্থায় অন্যান্য নারীদের থেকেও এক বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। একাধিক বিয়ের বিষয়টি যদিও এতীমদের কথা বলতে গিয়ে এসেছে, তথাপি এমন পরিস্থিতিতেও উন্নত হতে পারে যখন সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য একাধিক বিয়েই একমাত্র পরিদ্রাশের পথ। বিয়ের উদ্দেশ্যের প্রতি তাকালে আমরা দেখতে পাব একাধিক বিয়ের এ অনুমতি যে শুধু ন্যায়-সঙ্গত তা-ই নয় বরং অতি বাঞ্ছনীয়। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে এ অনুমতির সন্দেহবাহার না করলে ব্যক্তির ও সমাজের প্রভৃতি ক্ষতি হতে পারে। কুরআনের মতে বিয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য চারটি: (১) শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি থেকে সুরক্ষা (২৪১৮৮, ৪৮২৫), (২) মনের প্রশান্তি ও ভালবাসাপূর্ণ সাথী লাভ (৩০৮২২), (৩) সন্তানাদি লাভ এবং (৪) আত্মীয়তার পরিধি বৃদ্ধি (৪৮২)। উপরোক্ত উদ্দেশ্যবলীর একটি বা সবক'টি একটি বিয়ের মাধ্যমে সব ক্ষেত্রে অর্জিত হয় না। দ্রষ্টান্তস্বরূপ এক ব্যক্তির স্ত্রী যদি স্থায়ীভাবে অক্ষম বা পঙ্কু হয়ে যায় কিংবা কোন দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে সেক্ষেত্রে যদি সে অন্য মহিলাকে বিয়ে না করে তাহলে সেই ব্যক্তির বিয়ের উদ্দেশ্য বিফল হবে। এক্ষেত্রে অন্য একটি বৈধ বিয়ে করা ছাড়া তার কোন উপায় থাকে না। অন্যথায় সে ব্যক্তি যদি প্রবৃত্তির তাড়নাকে প্রতিহত করার মত শক্তি না রাখে তার স্বাভাবিক কামনা চরিতার্থ করার জন্য সে গর্হিত কাজে লিঙ্গ হবে। তাছাড়া একজন রংগু স্ত্রী কখনো ভাল সঙ্গিণী হতে পারে না। যদিও স্ত্রী সর্বতোভাবে সম্মান ও সহানুভূতির যোগ্য তথাপি তার সঙ্গ স্বামীর মনকে সবদিক দিয়ে শান্তি দিতে পারে না। তেমনিভাবে স্ত্রী বন্ধ্যা হলে স্বামীর ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক সন্তান লাভের স্বাভাবিক বাসনা আচরিতার্থ থেকে যাবে। এসব সন্তান্য অবস্থার মোকাবিলা ও সমাধানের জন্য ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। উপরোক্ত যে কোন পরিস্থিতিতে স্বামী যদি প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে তা হবে তার জন্য লজ্জা ও অপমানের কাজ। প্রকৃতপক্ষে এক বিয়ে ও একাধিক বিয়ে উভয়ই উদ্দেশ্যের দিক থেকে প্রায় এক।

যখন একটি উদ্দেশ্য কিংবা সবগুলো উদ্দেশ্য এক বিয়েতে অপূর্ণ থেকে যায় তখন একাধিক বিয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এছাড়া কোন কোন সময় অন্যান্য কারণে স্বামীর একমাত্র স্ত্রী সব উদ্দেশ্য পূর্ণ করা সত্ত্বেও এবং স্বামী তাকে মনেপ্রাণে ভালবাসা সত্ত্বেও স্বামীর পক্ষে একাধিক বিয়ে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়তে পারে। এ কারণগুলো হচ্ছে: (১) এতীমের রক্ষা, (২) বিবাহযোগ্য বিধবাদের স্বামী-লাভ এবং (৩) কোন পরিবারের বা সম্প্রদায়ের হাসপ্তাশ জন-সংখ্যার বৃদ্ধি সাধন। আলোচ্য আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, অর্থিত এতীমদের রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ উদ্দেশ্য একাধিক বিয়ে প্রথার অশ্রয় নেয়া যেতে পারে। আয়াতটির নিগুঢ় উদ্দেশ্য হলোঃ কোন পিতৃহীন শিশুর দায়িত্ব যার ওপর সরাসরি বর্তাবে সেই শিশুর মাকে সে ব্যক্তির পক্ষে বিয়ে করে ফেলাই শ্রেয়। এভাবে সম্পর্কের মাধ্যমে সে অধিক নিকটবর্তী হয়ে তাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে পারে যা অন্যভাবে সম্ভব নয়। বিধবার জন্য স্বামী-লাভের ব্যবস্থা (২৪৩৩) একাধিক বিয়ের অন্য উদ্দেশ্য। মুসলমানেরা নবী করীম (সাঃ) এর সময় ক্রমাগত যুদ্ধে লিঙ্গ ছিল। অনেকেই এসব যুদ্ধে শহীদ হয়। তারা অনেকেই স্ত্রী ও সন্তানকে অসহায় অবস্থায় রেখে যায়। যুদ্ধের ফলে পুরুষের সংখ্যার চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অসহায় এতীমদের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মুসলিম সমাজকে নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচানোর তাগিদে একাধিক বিয়ের প্রয়োজন ছিল। গত দু'টি মহাযুদ্ধ ইসলামের একাধিক বিয়ের যথার্থতা প্রমাণ করেছে। এ বিশ্বযুদ্ধ দু'টি বহু যুবতী মহিলাকে বিধবা করে ছেড়েছে। এ দু'টি যুদ্ধের ফলে অসংখ্য পুরুষের জীবনহানি ঘটায় পাশাপাশে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষের

ন্যায়বিচার করতে না পারার আশঙ্কা কর তাহলে শুধু একজনকেই  
অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (নারীদের<sup>১১</sup> বিয়ে কর)।

فَوَاجِهَةً أَذْمَامَكَثْ آيَمَا كُلْمَهْ دِلْكَ

সংখ্যার তুলনায় অত্যধিক হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই পশ্চিমা সমাজে নেতৃত্বক অবক্ষয় এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে তাদের সামাজিক জীবনে এক বিভাগিকাময় অস্থিরতা নেমে এসেছে। যুবতী বিধ্বার জন্য স্বামীর ব্যবস্থা করা ছাড়াও যুদ্ধের পরিণতিতে যখন সমাজে পুরুষের অভাব প্রকট আকার ধারণ করে এবং জনশক্তি ও শ্রম-শক্তি নিঃশেষিত হয়ে জাতির ধর্মসের উপক্রম হয় তখন এ বহু বিবাহ প্রথার সম্বিহার দ্বারা একাপ ভয়ক্ষণ অবস্থা থেকে জাতি রক্ষা পেতে পারে। কোন জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা যখন কেবল কমতেই থাকে তখন সেই জনগোষ্ঠীকে বাঁচাবার একমাত্র অবলম্বন একাধিক বিয়ে। ভুলবশত অনেকে মনে করে থাকেন, একাধিক বিয়ে জৈবিক কামনা মিটাবার একটা উপায় মাত্র। এ ধারণা ঠিক নয়। বরং একাধিক বিয়েতে আস্ত্র্যাগের মনোভাব কাজ করে। একাধিক বিয়ে ব্যবস্থা পুরুষ ও স্বীলোক উভয়ের ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত ও সাময়িক আবেগ জাতির ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কাছে জলাঞ্জলি দিয়েই একাধিক বিয়ের পদক্ষেপ নিতে হয়।

৫৬১। 'মা মালাকাত্ আইমানুকুম' (তোমাদের অধিকারভুক্তদেরকে) শব্দ-সমষ্টির তাৎপর্য হলো, সেই সব নারী যারা শক্রদের পক্ষে ইসলাম-বিরোধী যুদ্ধে যোগদান করে মুসলমানের হাতে ধৃত ও যুদ্ধবন্দী হয়েছে, যাদেরকে স্বপক্ষীয়রা মুক্তি-পণ দানের মাধ্যমে বা অন্যভাবে মুক্ত করে নেয়নি এবং যুদ্ধে লিঙ্গ হওয়ার অপরাধে যারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে। এ শব্দগুচ্ছটি 'ইবাদ' (কৃতদাসী) বা 'ইমা' (বাঁদী) শব্দের পরিবর্তে এ জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেন এদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ন্যায়-সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্থ হয়। 'মিল্ক ইয়ামীন' (ডান হাতের অধিকার) এর তাৎপর্য ন্যায়ানুগ ও পূর্ণ অধিকার (লিসান)। এর দ্বারা যুদ্ধ-বন্দী ও যুদ্ধ-বন্দীনী উভয়কেই বুঝায়। পূর্বাপর বিষয়ে দৃষ্টি দিলে তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায়। 'তোমাদের অধিকারভুক্ত নারীদেরকে' বলতে সঠিক কী বুঝায় তা নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে এবং ভুল বুঝাবুঝি আছে। অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির এদের উপর কীরণ ও কী পরিমাণ অধিকার আছে তা নিয়েও মতভেদ আছে। তবে ইসলাম কৃতদাস প্রথাকে সর্বতোভাবে ও দৃঢ়তর সাথে মূলোৎপাটন করেছে। ইসলামের মতে, কোন মানুষকে তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা এক মারাত্মক পাপ। তবে ইসলামের বিরুদ্ধে বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিঙ্গ হয়ে যারা নিজেদেরকে সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে তাদের কথা স্বতন্ত্র। কৃতদাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ও ইসলামে মহাপাপ। এ ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা দ্ব্যর্থহীন, পরিষ্কার ও সুদৃঢ়। এ শিক্ষানুযায়ী যে ব্যক্তি অন্যকে নিজের কৃতদাসে পরিণত করে সে আল্লাহ ও মানবতার বিরুদ্ধে গুরুতর পাপ করে, (ব্যাখ্যা, কিতাবুল বায়ে এবং আবু দাউদ, ফত্হুল বারি কর্তৃক উন্নত)। এখানে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যখন জগতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল তখন পৃথিবীর সকল দেশেই কৃতদাস প্রথা মানব সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। প্রত্যেক দেশেই বিরাট সংখ্যক কৃতদাস ছিল। অতএব সমাজ কাঠামোর গভীরে প্রোগ্রাম বহুদিনের একটি প্রথাকে এক কলমের শৌচায় বা একটি আদেশের বলে এক মুহূর্তে তুলে দেয়া সমষ্টিপুর ছিল না আর তা বুদ্ধির কাজ হতো না। সমাজকে রক্ষা করে নৃতন নীতি ও বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কার সাধন করাই ছিল এ প্রথার অবসানের সঠিক পথ। তাই ইসলাম ধীরে ধীরে কার্যকরী পদ্ধতি নিশ্চিতভাবে এর অবসানের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছিল। স্বল্প সময়ের মাঝে কৃতদাস প্রথা বিলোপের জন্য কুরআন-প্রদত্ত অভাস্ত ও কার্যকরী নিয়ম-নীতি হলোঃ (১) কেবল মাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত যুদ্ধের ফলেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীকে বন্দী করা যেতে পারে, (২) যুদ্ধ শেষে যুদ্ধ-বন্দীকে আটক করে রাখা যাবে না, বরং (৩) হয়ত পরম্পর যুদ্ধ-বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে অথবা দয়ার নির্দেশনাক্রমে যুদ্ধ-বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে (৪:১৫)। যে সকল হতভাগ্য বন্দী উপরোক্ত তিনটি উপায়ের মাধ্যমেও মুক্তি না পায়, কিংবা যারা তাদের মুসলমান মনিবকে ছেড়ে যেতে না চায় তারা মনিবের সাথে এক ধরনের চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে পারবে, যাকে বলা হয় 'মুকাতাবাহ' (চুক্তি-পত্র) (২৪:৩৪)। এখন এ ধরনের আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের ফলে যদি কোনও নারী বন্দী হয়ে 'মিল্ক ইয়ামীন' এ পরিণত হয়, এরপর বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে যদি সে মুক্তি লাভ করতে না পারে, বিজয়ী সরকার যদি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অনুগ্রহজনিত মুক্তিদানের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করা বিপজ্জনক মনে করে এবং তার স্বজাতি যদি তাকে মুক্তি-পত্রের মাধ্যমে মুক্ত করে না নেয়, এমন কি সে যদি নিজেও 'মুকাতাবাহ'র সুযোগ গ্রহণ না করে, আর এ অবস্থায় যদি তার অধিকারী তার সম্মতি না নিয়েই নিজের নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য তাকে প্রকাশ্যে বিয়ে করে তাহলে এতে আপত্তি কিসের ?

যুদ্ধ-বন্দীনী কিংবা কৃতদাসীর সাথে বিয়ে ছাড়া কোনরূপ যৌন সম্পর্ক স্থাপন কুরআনের এ আয়াত বা অন্য কোন আয়াত দ্বারাই সমর্থিত হয় না। বিয়ে ছাড়া সর্ব প্রকার যৌন-সম্পর্ক ইসলামে মহাপাপ। তাই কুরআন যুদ্ধ-বন্দীনীকে বিয়ে না করা পর্যন্ত তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি তো দেয়ইনি, বরং কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, এ বন্দীনীদের স্বীকৃতে রাখার পূর্বে স্বাধীনা নারীদের মতই বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। স্বাধীনা রমণী ও যুদ্ধ-বন্দীনী (মিল্কে ইয়ামীন) এর মাঝে পার্থক্য মাত্র এতটুকুই যে স্বাধীনার নিজ সম্মতি ছাড়া বিয়ে হতে পারে না, আর যুদ্ধ-বন্দীনী ইসলামকে ধৰ্ম করার যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কারণে তার সম্মতি দানের অধিকার থেকে সে

ଏ ହଲୋ ତୋମାଦେର ଅବିଚାର ନା କରାର ନିକଟତମ ପଥ୍ର ୫୬୨ ।

ଠାଣ୍ଡା ଆଲା ତମୁଲୁ

ନିଜେକେ ସଂଖ୍ୟତ କରେଛେ । ଅତେବେ ‘ମା ମାଲାକାତ ଆଇମାନୁକୁମ’ ଶଦ୍ଦଗୁଲୋତେ କୋଥାଓ ଏ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟିର ଅବକାଶ ନେଇ, କୁରାଅନ ବା ଇସଲାମ ଉପ-ପତ୍ନୀ ରାଖା ଅନୁମୋଦନ କରେ । ଆଲୋଚ୍ୟ ଆୟାତ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ତତ ଆରୋ ଚାରଟି ଆୟାତେ ଏ ଆଦେଶଇ ରଯେଛେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ-ବନ୍ଦିନୀ କାଉକେଓ ଅବିବାହିତା ରାଖା ଉଚିତ ନଥୀ (୨୫୨୨୨; ୪୫୫; ୪୫୬; ୨୪୫୩୩) । ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ସ୍ୱୟଂ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଶ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିମତ ଦାନ କରେଛେ । ତିନି ବଲେଛେ, ‘ଯାର ଘରେ କୃତଦ୍ସୀ ବାଲିକା ଆହେ ସେ ଯଦି ତାକେ ଶିକ୍ଷା-ଦୀକ୍ଷା ଦିଯେ ପ୍ରତିପାଳନ କରେ ବଡ଼ କରେ ଏବଂ ତାକେ ମୁକ୍ତି ଦିଯେ ଦେୟ, ସେ ଦିଶ୍ରୁଣ ପୁରଙ୍କାରେ ଭୂଷିତ ହେବ’ (ବୁଝାରୀ, କିତାବୁଲ ଇଲମ) । ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ଏର ବାକ୍ୟଟିତେ ଏ କଥାଇ ବଲା ହେଯେ, କୌନ ମୁସଲମାନ ସ୍ଵୀୟ କୃତଦ୍ସୀକେ ବିଯେ କରତେ ଚାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ତାକେ ଦାସତ୍ୱମୁକ୍ତ କରବେ, ଏରପର ବିଯେ କରବେ । ତାର ଏ ଉପଦେଶ ତିନି ସ୍ୱୟଂ (ସାଃ) ନିଜେର ଜୀବନେ ବାନ୍ତବାଯିତ କରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥାପନ କରେଛେ । ହୁଯୁର (ସାଃ) ଏର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଜୋଯାଇରିଯା ଓ ସାଫିୟା ଯୁଦ୍ଧ-ବନ୍ଦିନୀଙ୍କେଇ ତାର (ସାଃ) ହାତେ ଏଲେନ । ତାରା ଛିଲେନ ତାର ‘ମିଲ୍କ ଇଯାମୀନ’ । ତିନି ତାଦେରକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସଲାମୀ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ବିଯେ କରଲେନ । ମିଶରେର ବାଦଶାହ ଉପଟୋକନରକ୍ରମେ ନବୀ କରୀମ (ସାଃ)କେ ବହୁ ପାଠାଲେନ, ଏର ମଧ୍ୟେ ‘ମାରୀଯା’ ନାମୀ ଏକଜନ କୃତଦ୍ସୀଓ ପାଠାଲେନ । ତିନି ତାକେ ବିଯେ କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଵାଧୀନା କ୍ରିଗଣେର ମାଝେ ତାକେଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେଛିଲେନ । ମାରୀଯାଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଦେର (ରାଃ) ମତ ପଦ୍ମ ପାଲନ କରତେନ । ତାକେ ‘ଉତ୍ସୁଲ ମୁମିନୀନ’ ଏର ମର୍ଯ୍ୟାଦାୟ ଉତ୍ସୁତ କରେ ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରଲେନ । କୁରାଅନ ଶ୍ପଷ୍ଟ କରେ ବଲେ ଯେ ବିଯେ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ‘ଯାରା ତୋମାଦେର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ’ ତାଦେର ଉପରେ ଓ ସେଇପରାବେ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ଯେଇପରାବେ ମେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ଏର ଫୁଫାତୋ ଖାଲାତେ ମାମାତୋ ଓ ଚାଚାତୋ ବୋନଦେର ବେଳାୟ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ । କ୍ରୀର ମତ ବ୍ୟବହାରେ ପୂର୍ବେ ଉପରୋକ୍ତ ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ନାରୀକେଇ ବିଯେ ବନ୍ଦମେ ଆବନ୍ଦ କରତେ ହେବ । ରସ୍ତେ ପାକ (ସାଃ) ସ୍ୱୟଂ ଉପରୋକ୍ତ ସକଳ ଶ୍ରେଣୀର ନାରୀକେ ବିଯେର ମାଧ୍ୟମେ କ୍ରୀରପେ ସଞ୍ଚଣୀ କରେଛେ (୩୩୫୧) । ତଦୁପରି ‘ତୋମାଦେର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ନାରୀଦେର ଛାଡ଼ା ସଧବା ମହିଳାରା ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ନିୟିନ୍ଦା’ (୪୫୨୫) ବାକ୍ୟଟି ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆୟାତ (୪୫୨୪) ସେଇ ସବ ନାରୀଦେର କଥା ବଲେ, ଯାଦେରକେ ବିଯେ କରା ନିଷିଦ୍ଧ । ଏ ନିଷିଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀର ମାଝେ ରଯେଛେ ବିବାହିତା ମହିଳାରା । କିନ୍ତୁ ଏ ବିବାହିତା ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ-ବନ୍ଦୀ ମହିଳାଦେରକେ ବାଦ ଦେୟ ହେଯେ । କେନନା ଏ ଯୁଦ୍ଧ-ବନ୍ଦୀ ମହିଳାରା ଇସଲାମ-ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେ ମୁସଲମାନଦେର ହାତେ ବନ୍ଦୀ ହୁଁ ଏବଂ ତାଦେର ସ୍ଵଜୀତିର ତାଦେର ଯୁଦ୍ଧକର୍ତ୍ତା ନା କରାର କାରଣେ ତାରା ନିଜ ନିଜ ମୁସଲମାନ ମନିବେର ଅୟିମେ ଥିଲେ ଯେତେ ଚାଯ । ଅତେବେ ତାଦେରକେ ଦାସୀରପେ ନା ରେଖେ ବିଯେ କରେ ରାଖାଇ ନୈତିକତାର ଦିକ ଦିଯେ ଶ୍ରେୟ । ତାଦେର ପୂର୍ବ-ସ୍ଵାମୀର କାହେ ଯେତେ ନା ଚାଓଯା ଏବଂ ପୂର୍ବ-ସ୍ଵାମୀର ପକ୍ଷ ଥିଲେ ତାଦେରକେ ମୁକ୍ତ କରେ ନା ନେଯା ବସ୍ତୁତ ପୂର୍ବ-ବିବାହ ଭଙ୍ଗ ହେବ ଯାଓଯାର ଶାମିଲ ।

ଏଥାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଯାଏ, ଯୁଦ୍ଧ-ବନ୍ଦିନୀ (ଦାସୀ) କ୍ରୀଦେର ସେଇ ସବ ଆୟୀମେର ସାଥେ ବିଯେଓ ସମଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ ଯେତାବେ ସ୍ଵାଧୀନା କ୍ରୀର ଆୟୀମେର କାରୋ କାରୋ ସାଥେ ବିଯେ ନିଷିଦ୍ଧ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ଦାସୀ-କ୍ରୀର ମାତା, ଭଣୀ, କନ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିର ସାଥେ ବିଯେ ନିଷେଧ । ଏଥାନେ ଆରୋ ବଲା ପ୍ରୟୋଜନ କୁରାଅନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେୟାର ସମୟକାର ଅବଶ୍ୱଦି ବିବେଚନା କରେ ଏ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ରୀଲୋକେର ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କିଛିଟା ତାରତମ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଯେଛିଲ । ତାରତମ୍ୟ ଏତୁକୁଇ ଛିଲ ଯେ ସ୍ଵାଧୀନା କ୍ରୀକେ ବଲା ହତୋ ‘ଯାଉଜ’ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ-ବନ୍ଦୀ କ୍ରୀକେ ବଲା ହତୋ ‘ମିଲ୍କ ଇଯାମୀନ’ । ‘ଯାଉଜ’ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଵାମୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାରଣୀ ବୁଝାଯାତୋ । ଆର ‘ମିଲ୍କ ଇଯାମୀନ’ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଵାମୀର ଚାଇତେ କିଛିଟା ଖାଟୋ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କ୍ରୀ ବୁଝାଯାତୋ । ତବେ ତା ଛିଲ ଏକଟା ସାମଯିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ । କୁରାଅନ ଏବଂ ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ଏ ଚିନ୍ତା ଧାରାର ବିପରୀତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ସହ ବଲେଛିଲେନ, ଯୁଦ୍ଧ-ବନ୍ଦିନୀ ଦାସୀକେ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତ କରିବା ଅନୁମତି ଦେଇଲାମି । ବନ୍ଦିନୀ ଦାସୀକେ ତାର ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ତରବାରୀର ଜୋରେ ମୁସଲମାନଦେରକେ ଧର୍ମଭାରିତ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଧୃତ ଓ ବନ୍ଦୀ ମୁସଲମାନଦେରକେ କ୍ରୀ-ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷେ କୃତଦ୍ସ-ଦାସୀ ବାନାବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ମୁସଲମାନଦେର ଉପର ଚାପିଯେ ଦିଯେଛିଲ । ଇସଲାମେର ଏ ନିର୍ଦେଶଟି ଛିଲ ପ୍ରତିକାର ଓ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଏବଂ ସେଇ କାରଣେ ନିତାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ । ତବେ ଏ ବ୍ୟବଶ୍ଵା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦିନୀ ଦାସୀଦେର ନୈତିକତାକେ ନିରାପଦ କରା ହେଯେଛି । ଏ ଅବଶ୍ଵା ଆଜକେର ବିଷେ ନେଇ । ଆଜ ବିଷେର କୋଥାଓ ନିଚକ ଧର୍ମ ନିଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଚେ ନା । ତାଇ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦିଦେରକେ ଦାସ-ଦାସୀ ବାନାବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ ।

୫୬୨ । ‘ଆଉଲ’ (ଅବିଚାର) ‘ଆ’ଲା’ ଥିଲେ ଉତ୍ସନ୍ନ । ଆ’ଲା ଅର୍ଥ : (୧) ବଡ଼ ପରିବାର ଛିଲ, (୨) ସେ ପରିବାର ପାଲନ କରତୋ, (୩) ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଯେ ପଡ଼ିଲୋ, (୪) ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଜ କରିଲୋ, ନ୍ୟାଯେର ପଥ ଥିଲେ ସରେ ପଡ଼ିଲୋ (ଲେଇନ) ।

৫। আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের ক্ষমহরানা<sup>৫৩০</sup> খুশীমনে দাও। এরপর তারা নিজেরা সন্তুষ্টচিত্তে<sup>৫৪</sup> তা থেকে কিছু তোমাদের দিয়ে দিলে তোমরা নিঃসঙ্কোচে তা আনন্দের সাথে ভোগ কর।

\* ৬। আর তোমরা তোমাদের সেই ধনসম্পদের<sup>৫৫</sup> দায়িত্ব অবুবাদের<sup>৫৬</sup> হাতে তুলে দিও না (যারা এ ধনসম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের সামর্থ্য রাখে না)। (এ ধনসম্পদ) আল্লাহ তোমাদের (ভরণ পোষণের) উপায় করে দিয়েছেন। অতএব (এ থেকে যথাযথভাবে) তাদের খাওয়াও পরাও এবং তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বলো।

\* ৭। আর বিয়ের বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা এতীমদের (বিচারবুদ্ধি) যাচাই করতে থেকো। এরপর তোমরা তাদের মাঝে যদি বিচারবুদ্ধির<sup>৫৭</sup> পরিপক্ষতা লক্ষ্য কর তাহলে তাদের ধনসম্পদ তাদের হাতে তুলে দিও। আর তাদের বড়<sup>৫৮</sup> হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তোমরা তা অপব্যয় ও তাড়াহুড়ো করে সাবাড় করো না। আর যে (অভিভাবক) ধনী সে যেন এ থেকে (সম্পূর্ণ) বিরত থাকে। আর যে

দেখুন : ক. ৪৪২৫-২৬; ৬০১১।

৫৬৩। 'সাদুকাত' শব্দটি 'সাদাকা' এর বহুবচন। 'সাদুকা' অর্থ মহরানা (যে পরিমাণ অর্থ স্বামী স্ত্রীকে দাবী করা মাত্র দিতে অঙ্গীকারাবাদ হয়ে বিয়ে করে)-বিয়ে উপলক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীকে যা দান করে (লেইন)।

৫৬৪। এ আয়াতটি একাধারে বরের উপর এবং কনের অভিভাবকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কনের অভিভাবক রা আল্লাহদের ক্ষেত্রে প্রয়োগে এর অর্থ হবে তারা যেন নিজেদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য কনের মহরানার টাকা খরচ না করে, বরং সর্বদাই কনের হাতে অর্পণ করে। প্রাথমিকভাবে আয়াতটি স্বামীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। স্বামী যাতে চুক্তি ও অঙ্গীকার মোতাবেক মহরানার টাকাটা স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় বিনান্বিধায় ও সন্তুষ্ট চিঠে প্রদান করে, আয়াতটিতে সেই নির্দেশই দেয়া হয়েছে। 'মহরানা খুশীমনে দাও' বাক্যটি এ কথার দিকে ইঙ্গিত করে, মহরানার অক্ষ যেন স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে না হয় এবং তা পরিশোধ করতে স্বামীর যেন প্রাণান্তর অবস্থার সৃষ্টি না হয়, বরং স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পরিশোধ করতে পারে।

\* ৫৬৫। [এ আয়াতে গোটা সমাজকে সম্বোধিত করা হয়েছে। এখানে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তি নয় বরং তা এতীমদের সম্পত্তি বুঝানো হয়েছে। এসব এতীমের সংখ্যা যুদ্ধকালে অনেক বেড়ে যায়। নিঃসন্দেহে এ ধরনের ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে জাতীয় সম্পদের বড় এক অংশ ব্যয় হবে। জাতিগতভাবে এরূপ সম্পত্তির তদারকীর ব্যবস্থা না করে সম্পত্তি তদারকীর কাজে অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ শিশুদের হাতে এসব সম্পত্তির দায়দায়িত্ব হস্তান্তর করলে তা নিশ্চিতভাবে গোটা জাতীয় অর্থনৈতিকভাবে বিরুপ প্রভাব ফেলবে। এ সমস্যার নিরসনে গোটা জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে এবং এসব এতীমের সম্পত্তির সঠিক তদারকীর দায়িত্ব এমনভাবে জাতিকে দেয়া হয়েছে যেন তা জাতীয় সম্পত্তি। কিন্তু এ ধরনের এতীমদেরকে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার বা মালিকানা থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা হয়নি। এ সূরার প্রবর্তী আয়াতটি ও ১১ নম্বর আয়াত আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সূম্প্ত করছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজিতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হয়রত খলীফাতুল মসৌত্র রাবে' (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]]

৫৬৬। 'অবুবাদের' দ্বারা এ আয়াতে এতীমদের কথা বুঝানো হয়েছে বটে, তবে সাধারণভাবে এ আয়াতের নীতি-নির্দেশনা অন্যান্য অপরিপক্ষ বুদ্ধির লোকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা নিজেদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে অক্ষম, উপযুক্ত বয়সেও যারা নির্বোধ ও বোকা থেকে যায়, যে কারণে তারা নিজ সম্পত্তির দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বুদ্ধি রাখে না। তাদের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ রাষ্ট্রের প্রতি প্রযোজ্য বলে মনে করতে হবে, যাতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বহন করতে পারে।

৫৬৭। এতীমেরা যে পর্যন্ত প্রাণবয়স্ক না হয় আর নিজেরাই নিজেদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মত বুদ্ধি অর্জন না করে সে পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দেয়া উচিত হবে না।

৫৬৮। এ আয়াত অভিভাবকদের সাবধান করে দিচ্ছে তারা যেন তাদের দায়িত্বাধীন এতীমদের টাকা-কড়ি অপব্যয় না করে এবং প্রাণবয়স্ক হয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই যথেচ্ছ খরচ করে ঘাটতি সৃষ্টি না করে। তবে অভিভাবক যদি নিজে গরীব হয় তাহলে সে সম্পত্তি-সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের শ্রম অনুযায়ী সম্পত্তির উৎপাদন থেকে ন্যায্য ভাতা গ্রহণ করতে পারে।

وَأَنْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ بِحَلَةٍ فَإِنْ طَبَنَ لِكُمْ عَنْ شَيْءٍ إِمْنَهُ نَفْسًا كُلُّهُ هِنْيَةً مَرِيَّةً ①

وَلَا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَإِذْ قُوْهُمْ فِيهَا أَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ②

وَابْتَلُوا الْيَتَمَّى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْشَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِشْرَافًا وَإِذَا رَأَاهُمْ أَنْ يَكْبُرُوا مَوْهَمًا مَنْ كَانَ عَنِيَّا فَلْيَسْتَعْفِفُ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا

(অভিভাবক) অভাবী সে যেন (এ থেকে) পরিমিতভাবে ভোগ করে। আর তোমরা যখন তাদের ধনসম্পদ তাদের কাছে হস্তান্তর কর (তখন) তাদের (অর্থাৎ এতীমদের) উপস্থিতিতে সাক্ষী<sup>৫৬৯</sup> রেখো। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

৮। পিতামাতা ও নিকটাঞ্চীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে ক-পুরুষদের এক অংশ রয়েছে। আর পিতামাতা ও নিকটাঞ্চীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও এক অংশ রয়েছে। এটি অল্প হোক বা বেশি হোক (আল্লাহর পক্ষ থেকে) এ এক নির্ধারিত<sup>৫৭০</sup> অংশ।

৯। আর (রেখে যাওয়া সম্পত্তির) ভাগবন্টনের সময় (অন্যান্য) আঞ্চীয়, এতীম এবং অভাবীরা<sup>৫৭১</sup> উপস্থিত হলে তাদেরও এ থেকে কিছু দিও। আর তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত কথা বলো<sup>৫৭১-ক</sup>।

১০। আর যারা নিজেদের রেখে যাওয়া দুর্বল সন্তানসন্তির কী হবে বলে শক্তি তারা যেন (অন্যান্য এতীমদের বিষয়েও আল্লাহকে) ভয় করে। অতএব তারা যেন আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সহজ সরল<sup>৫৭২</sup> কথা বলে।

১১। নিশ্চয় অন্যায়ভাবে যারা এতীমদের ধনসম্পদ গ্রাস করে [১১] তারা কেবল আগুন দিয়েই তাদের উদর পূর্তি করছে। আর [১২] তারা অবশ্যই লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে।

দেখুন : ক. ৪৩৩ ; খ. ৪৩৩।

৫৬৯। দায়িত্বাধীন এতীমকে তার সম্পত্তি বুঝিয়ে দেয়ার সময় মু'মিন ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর উপস্থিতিতে তা সম্পন্ন করতে হবে।

৫৭০। এ আয়াত ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তি। এটা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সামাজিক সম-মর্যাদার সাধারণ নীতি ঘোষণা করেছে। উভয়েই সম্পত্তির যথাযোগ্য অংশ উত্তরাধিকারকে পাওয়ার অধিকার রাখে। পরবর্তী আয়াতে উত্তরাধিকারের বিস্তারিত আইন-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে।

৫৭১। অন্যান্য আঞ্চীয়, এতীম ও অভাবী দ্বারা এমন আঞ্চীয়, এতীম ও দরিদ্রকে বুঝিয়েছে, যারা উত্তরাধিকারী না হওয়ায় মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অংশ পাওয়ার দাবীদার হতে পারে না। আয়াতটি মুসলমানদেরকে উপদেশ ও উৎসাহ দিচ্ছে, সম্পত্তি বন্টনের ‘উইল’ করার সময় সম্পত্তির একটা অংশ তাদেরকেও যেন দেয়া হয়।

৫৭১-ক। ‘লাহুম’ অর্থ ‘তাদের পক্ষে’ বা সাথে হতে পারে।

৫৭২। এ আয়াত এতীমদের সমক্ষে এক জোরালো ভাষার আবেদন।

فَلَيْأَكُلْ بِالْمَغْرُوفِ ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ  
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشِدُّ وَاعْلَيْهِمْ ، وَكَفَى  
بِاللَّهِ حَسِينًا①

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَ  
إِنَّ قَرْبَوْنَ وَلِلِّيَّاسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَإِنَّ قَرْبَوْنَ مِمَّا قَاتَلَ  
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا②

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَ  
الْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُونَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ  
فُلُوْلَ الْهُمَّ قَوْلًا مَغْرُوفًا③

وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ  
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافِرًا  
عَلَيْهِمْ فَلَيَتَّقُوا اللَّهَ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا  
سَدِيدًا④

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى  
ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ  
نَارًا وَسَيَأْصِلُونَ سَعِيرًا⑤

১২। আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানসন্তির বিষয়ে তোমাদের তাগিদপূর্ণ আদেশ দিচ্ছেন।<sup>ক</sup> (এক) পুরুষের জন্য দুই নারীর অংশের সমান (অংশ নির্ধারিত)। কিন্তু তারা যদি কেবল নারীই হয় এবং হয় দু'য়ের বেশি, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য তার (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির) রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-ত্তীয়াংশ (নির্ধারিত)। আর যদি সে নারী হয় একজনই তাহলে তার জন্য (সম্পত্তির) অর্ধেক। আর তার (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির) যদি সন্তান<sup>৫৩</sup> থাকে তাহলে তার পিতামাতার<sup>৫৪</sup> প্রত্যেকের জন্য তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ। আর তার সন্তান যদি না থাকে এবং পিতামাতাই তার উত্তরাধিকারী হয় সেক্ষেত্রে তার মায়ের জন্য এক-ত্তীয়াংশ এবং তার (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির) ভাই (বোন) থাকলে তার মায়ের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। (এসব বন্টন) হবে তার (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির) সম্পাদিত ওসীয়ত আদায়ের বা খণ্ড পরিশোধের পর (অবশিষ্ট সম্পদ থেকে)। তোমাদের বাপদাদা এবং তোমাদের পুত্রদের মাঝে কে তোমাদের বেশি হিতসাধনকারী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ<sup>৫৪-ক</sup> (বিধান) ফরয করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন : ক. ৪৪১৭৭।

৫৭৩। 'ওয়ালাদ' অর্থ : (১) সন্তান, পুত্র, কন্যা, শিশু, (২) সন্তানাদি, পুত্র-কন্যাগণ। শব্দটি একবচন ও বহু বচন এবং স্ত্রী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

৫৭৪। পিতা ও মাতা উভয়েই (লেইন)।

৫৭৪-ক। এ আয়াতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে সকল নিকট-আলীয়ের অংশ নির্দ্দৰণ করে দেয়া হয়েছে। বয়স নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নির্ধারিত অংশ লাভ করবে। অন্যান্য আলীয় বিশেষ অবস্থায় অংশ পেতে পারে। একজন পুরুষকে একজন নারীর অংশের দ্বিগুণ দেয়ার কারণ হলো, পুরুষকে পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব বহন করতে হয় (রহুল মাআনী, ২য় অংশ, পৃঃ ৩২)। পুত্র ও কন্যার প্রাপ্য অংশের অনুপাত নির্ধারণ করে আয়াতটি বন্টন-ব্যবস্থার কথা শুরু করেছে। একজন পুত্র দু'জন কন্যার সমান পাবে। যে ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যা উভয়ই বিদ্যমান থাকবে সেখানেই এ নিয়ম কার্যকরী হবে। যেখানে কেবল কন্যা থাকবে পুত্র থাকবে না, সেখানে যদি তারা সংখ্যায় দু-এর অধিক হয়, কন্যারা সকলে মিলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-ত্তীয়াংশ পাবে, আর যদি একমাত্র সন্তান কন্যাই হয় তাহলে সে পাবে সম্পত্তির অর্ধেকাংশ। যদি পুত্রহীন পিতার মাত্র দু'টি কন্যা সন্তান থাকে তাহলে দুই কন্যা মিলে পিতৃসম্পত্তির কত অংশ পাবে তা সুস্পষ্টভাবে বলা হ্যানি। তবে বাক্যাংশটিতে (কিন্তু) অব্যয় 'ফা' ব্যবহার করা হয়েছে যথা- 'কিন্তু তারা যদি কেবল নারীই হয়, আর হয় দু'য়ের বেশি' এতে বুরো যায় পূর্ববর্তী বাকে 'দুই কন্যার' উল্লেখের প্রতি 'ফা' (কিন্তু) অব্যয়ের সম্পর্ক রয়েছে, সেখানে দুই কন্যার অংশ নির্ধারিত হয়েছে। তাছাড়া দুই কন্যার অংশ আমরা এ আয়াতের প্রথমে পেয়ে যাই, যেখানে স্ত্রী-পুরুষের অংশের অনুপাত নির্ধারণ করে বলা হয়েছে কন্যা দু'জন মিলে এক পুত্রের সমান। অতএব যদি কোন ক্ষেত্রে এক পুত্র ও এক কন্যা থাকে তাহলে পুত্র দুই-ত্তীয়াংশ পাবে আর কন্যা এক-ত্তীয়াংশ। কিন্তু যেহেতু দুই কন্যা এক পুত্রের সমান পাবে, সেহেতু এ ক্ষেত্রে দুই কন্যার অংশও হবে দুই-ত্তীয়াংশ। দুই বা ততোধিক কন্যার জন্য অপুত্রক পিতার সম্পত্তিতে দুই-ত্তীয়াংশ উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয়েছে। শুধু মাত্র দুই কন্যা থাকাবস্থায় তারা কত অংশ পাবে, এ কথা না বলাই যদি কুরআনের উদ্দেশ্য হতো তাহলে এ বাক্যাংশটি উক্ত প্রকারে ব্যক্ত না হয়ে বরং এরপ হতো, একজন পুরুষের জন্য দু'জন নারীর অংশের সমান। পিতামাতা অংশ প্রাপ্তির ব্যাপারে তিন অবস্থায় তিনটি শর্তের অধীনে তিন ধরনের অংশ হতে পারেঃ (১) যদি কোন ব্যক্তি এক বা একাধিক সন্তান রেখে যায় তাহলে পিতামাতা থাকলে তাদের প্রত্যেকে পাবে এক ষষ্ঠাংশ, (২) সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে এবং স্ত্রী-স্বামী কেউ না থাকলে পিতা-মাতাই একমাত্র উত্তরাধিকারী হবেন। সে ক্ষেত্রে মাতা সম্পত্তির এক-ত্তীয়াংশ এবং পিতা দুই-ত্তীয়াংশ পাবেন, (৩) ত্তীয় অবস্থাটি একটি বিশেষ অবস্থা, যা দ্বিতীয় অবস্থার ব্যতিক্রম মাত্র। উপরোক্ত (২) এ এই মৃতের ভাই-বোনের উল্লেখ নেই। যদি মৃতের ভাই-বোন থাকে তা হলে মৃতের মাতা এক-ষষ্ঠাংশ

টাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يُوصِيْكُمْ اللَّهُ فِي آوَالِدِكُمْ لِلذِّكْرِ  
وَشُلْحَظُ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ شُلْثَامًا تَرَكَ جَوَانِ  
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلَا بَوْيَشَ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ  
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ  
وَلَدٌ وَرَثَةً أَبَوَاهُ فَلِإِمْمَوْهِ الشُّلْثُ  
فَإِنْ كَانَ لَهُ رَخْوَةً فَلِإِمْمَوْهِ السُّدُسُ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَ بِهَا أَوْ دَيْنِ،  
أَبَأْ وَكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ  
أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيْضَةً مِنْ  
اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَرِيْمًا<sup>১১</sup>

\* ১৩। আর তোমাদের স্ত্রীরা যা রেখে যায় তাদের সন্তান না থাকলে এ (রেখে যাওয়া সম্পদের) অর্ধেকাংশ হবে তোমাদের। কিন্তু তাদের সন্তান থাকলে তারা যা রেখে যায় এর এক-চতুর্থাংশ হবে তোমাদের। এ (বন্টন) হবে তাদের সম্পাদিত ওসীয়ত আদায়ের বা খণ্ড পরিশোধের পর। আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তোমরা যা রেখে যাও এর এক-চতুর্থাংশ হবে তাদের। কিন্তু তোমাদের সন্তান থাকলে তোমরা যা রেখে যাও এর এক-অষ্টমাংশ হবে তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের)। এ (বন্টন) হবে তোমাদের সম্পাদিত ওসীয়ত আদায়ের অথবা খণ্ড পরিশোধের পর। \*আর যার এক ভাই বা এক বোন রয়েছে এমন কালালাহ<sup>৫৪</sup> পুরুষ বা নারীর সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে এক-ষষ্ঠাংশ হবে তাদের প্রত্যেকের। কিন্তু তারা যদি (সংখ্যায়) এর চেয়ে বেশি হয় তবে তারা সবাই (সম্পত্তির) এক তৃতীয়াংশের (সমান) অংশীদার হবে। এ (বন্টন) হবে সম্পাদিত ওসীয়ত আদায়ের পর বা খণ্ড পরিশোধের পর, কারো ক্ষতি সাধন<sup>৫৫</sup>-ক করার উদ্দেশ্যে নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ (বিধান) হলো তাগিদপূর্ণ আদেশ এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম সহিষ্ণু।

১৪। এসব হলো আল্লাহ-নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে এমনসব জান্মাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এ হলো মহা সফলতা।

দেখুন : ক. ৪১১৭৭; খ. ৩১১৩৩; ৮১২১; ৩৩৪৭২; গ. ২৪২৬।

পাবেন এবং পিতা পাবেন পাঁচ-ষষ্ঠাংশ। পিতাকে এ ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে বেশি দেয়ার কারণ হলো মৃতের ভাই-বোনের লালন পালনের ভার তার পিতার উপরেই বর্তায়। এ ক্ষেত্রে মৃতের ভাই-বোনের উত্তরাধিকার সুত্রে কিছুই সরাসরি পাচ্ছে না। পরবর্তী আয়াতেও উত্তরাধিকারের বিষয় রয়েছে।

৫৭৫। ‘কালালাহ’ অর্থ : (১) যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে পিতা, মাতা বা সন্তান থাকে না, (২) যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে পিতা ও পুত্র সন্তান থাকে না। ইবনে আবাসের মতে পিতা জীবিত থাকা বা না থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে পুত্রসন্তান থাকে না, সে-ই কালালাহ। এটা ‘কালালাহ’ তৃতীয় সংজ্ঞা (লেইন, মুফবাদাত)। ‘কালালাহ’ ভাই বোন তিনি ধরনের হতে পারে। প্রথম, একই পিতা-মাতার সন্তান যাদেরকে ‘আয়ানী’ বলা হয়। দ্বিতীয়, পিতার সন্তান বটে, তবে সহোদর নয়। তাদেরকে ‘আল্লাতী’ বৈমাত্রেয় বলা হয়। তৃতীয়, এক মাতার সন্তান, তবে পিতা ভিন্ন, তাদেরকে বলা হয় ‘আখ্রিয়াফী’। এ আখ্রিয়াফী ভাই-বোনদের কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে। যাদের অংশ ‘আয়ানী’ ও ‘আল্লাতী’ ভাই-বোনদের অংশের তুলনায় কম। কারণ তারা কেবল মৃতের মাতার দিক থেকে এবং অপর দুই শ্রেণী মৃতের পিতার দিক থেকে উদ্ভৃত। ‘কালালাহ’ ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ভাই-বোনের অংশ সমান-সমান। সাধারণ অনুপাত ২৪। ‘কালালাহ’ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না।

৫৭৫-ক। ‘কারো ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে নয়’ শব্দগুলো গুরুত্ববহু। এর অর্থ ওসীয়তের (উইলের) বা সাধারণ বন্টনের নীতি পালন করতে গিয়ে খণ্ড-পরিশোধের কথা যেন বাদ না পড়ে। কেননা খণ্ড-পরিশোধকে প্রাধান্য দিতে হবে।

وَكُمْ نَصْفٌ مَّا تَرَكَ أَزْوَاجُهُمْ إِنْ  
خَيْكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ  
فَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصَيَنْ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ  
رُبْعٌ مِمَّا تَرَكُنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كُمْ  
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
شُمْنُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
شُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ  
يُؤْتُ كُلَّهُ أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَحَدٌ أَوْ حَثَّ  
فِيلِكَ دَاجِي وَنِهْمَا السُّدُسُ ۝ فَإِنْ  
كَانَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ  
فِي الشُّتُّتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى  
بِهَا أَوْ دَيْنِ، غَيْرُ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنْ  
إِسْمٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيلٌ ⑭

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ بُطِّعَ اللَّهَ وَ  
رَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلُنَّ فِيهَا وَذَلِكَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑭

- ১৫। আর <sup>৯</sup>যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে এবং  
 ২ তাঁর নির্ধারিত সীমাগুলো লংঘন করে তিনি তাকে এমন এক  
 [৪] আগুনে প্রবেশ করাবেন যেখানে সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর  
 ১৩ তাঁর জন্য রয়েছে এক লাঞ্ছনিকায়ক আয়ার।

১৬। <sup>১</sup>আর তোমাদের নারীদের মাঝে যারা অশ্লীল<sup>১৭</sup> কাজ করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন সাক্ষী তলব কর। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে তোমরা এদেরকে (অর্থাৎ অপরাধী নারীদেরকে) বাড়ীতে অবরুদ্ধ কর যতদিন এদের মৃত্যু না ঘটে অথবা আল্লাহ্ এদের জন্য (অন্য) কোন পথ খুলে না দেন।

১৭। আর তোমাদের যে দু'জন পুরুষ<sup>১৯</sup> (অশ্লীলতাতে) লিপ্ত হয় তাদের উভয়কে (দৈহিক) শাস্তি দাও। কিন্তু তারা তওবা করলে এবং নিজেদের শুধরে নিলে তাদের (অতীত কর্ম) উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৮। আল্লাহ্ কেবল তাদের তওবাই গ্রহণ করেন, <sup>১</sup>যারা অজ্ঞতাবশত<sup>২০</sup> মন্দ কাজ করে ফেলার পরপরই<sup>২১</sup> তওবা করে। আল্লাহ্ অনুগ্রহভরে এদেরই তওবা গ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন : ক. ৭২:২৪ ; খ. ৪:২০, ২৬; ২৪:২০ ; গ. ৬:৫৫; ১৬:১২০; ২৪:৬।

৫৭৬। 'ফাহিশাহ' শব্দটি যেভাবে কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে (৭৪:২৯, ৩০:৩১, ৬৫:২) তাতে এর অর্থ হলো এ ধরনের অবৈধ যৌন-সংগম বা ব্যভিচারকে বুঝায় না যার জন্য ২৪:৩ আয়াতে শাস্তির বিধান রয়েছে। শব্দটি প্রকাশ্য বা এমন অপকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যা সমাজের সংহতি বিনাশ করে ও শাস্তি ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ আয়াতে এ ধরনের অপরাধী নারীর উল্লেখ করা হয়েছে যারা কুরসিত ও নৈতিকতা বর্জিত কার্যকলাপ করে, যা অবৈধ যৌন মিলন বা ব্যভিচারের পর্যায়ে পৌঁছায়নি এবং তা এর নিচে রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে নির্দিষ্ট শাস্তির উল্লেখ ছাড়া একই ধরনের অপরাধী পুরুষদ্বয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ অভিমত হলো আবু মুসলিম ও মুজাহিদের। এসব নারীকে অন্যান্য নারীদের সাথে মেলামেশা থেকে দূরে রাখতে হবে, যে পর্যন্ত তারা আত্ম-সংশোধন না করে অথবা বিবাহিত হয়ে চলে না যায়। বিয়ে একটি পথ যা আল্লাহ্ তাদের জন্য খুলে দেন। যেহেতু অপরাধের গুরুত্ব ও অভিযোগের প্রকৃতি তয়ানক, সেহেতু চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন যাতে অভিযুক্ত নারীর প্রতি কোন অবিচার করা না হয়।

\* [‘আল্লাহ্ এদের জন্য (অন্য) কোন পথ খুলে না দেন’ কথাটি দিয়ে দু’টি বিষয় বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। প্রথমত স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী স্বাধীন হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত স্বামী তালাক দিয়ে দিলে সে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে):] কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৫৭৭। এ ক্ষেত্রে শাস্তির কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু শাস্তির নির্দিষ্ট কোন রূপ বা ধরন বলা হয়নি। সেটা কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে এমন ধরনের অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে, যার জন্য কোন নির্দিষ্ট ধরনের শাস্তির উল্লেখ করা হয়নি। কর্তৃপক্ষ সমসাময়িক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক যথাযথ শাস্তি দিবেন। এ আয়াতে ব্যক্ত অপরাধ দু'জন পুরুষের অঙ্গাভাবিক যৌনতা বা এর কাছাকাছি কিছু হতে পারে।

\* [১৬-১৭ আয়াতে যৌনচারের সীমা লংঘনের কথা বলা হয়েছে যা আজকাল Gay Movement (অর্থাৎ সমকামী আন্দোলন) নামে অভিহিত। এর অর্থ হলো, নারী নারীর সাথে পুরুষ পুরুষের সাথে অশ্লীল যৌনাচরণ করা। নারীদের ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর শর্তাবলোপ করা হয়নি। এটি নারীদের সতীত্ব রক্ষা ও অভিযোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্য করা হয়েছে।]

\* টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ৫৭৮ ও ৫৭৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَمَن يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ  
 حُدُودَهُ بِذَلِكُهُ تَأْخِيلًا فِيهَا سُرُّهُ  
 عَذَابٌ مُّهِينٌ<sup>১৫</sup>

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاجِشَةَ مِنْ تِسَارِكُمْ  
 فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ  
 فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ  
 حَتَّىٰ يَتَوَفَّفُهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ  
 كَهْنَ سَيِّئًا<sup>১৬</sup>

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهُمْ مِنْكُمْ فَادْعُهُمْ  
 فَإِنْ تَابُوا وَأَصْلَحُوكُمْ فَأَغْرِصُوكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا<sup>১৭</sup>

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ  
 يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ  
 مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ إِلَهُ  
 عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا حَكِيمًا<sup>১৮</sup>

১৯। আর যারা মন্দ কাজে রত থাকে তাদের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি তাদের কারো মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে তখন সে বলে উঠে, ‘নিশ্চয় আমি এখন তওবা করলাম’। আর যারা কাফির অবস্থায় মারা যায় তাদের (তওবাও গ্রহণযোগ্য) নয়। এদের জন্যই আমরা এক যন্ত্রণাদায়ক আয়াব প্রস্তুত করে রেখেছি।

২০। হে যারা ঈমান এনেছ! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী বনে যাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তোমরা তাদের যা দিয়েছ এর একাংশ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের কষ্ট দিও না। তবে তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায়<sup>৫৮০</sup> লিপ্ত হলে (এর শাস্তি ভিন্ন)। আর তাদের সাথে সন্তাবে<sup>৫৮১</sup> বসবাস কর। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর সেক্ষেত্রে হয়তো তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ যার মাঝে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

২১। আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের একজনকে প্রচুর সম্পদ<sup>৫৮২</sup> দিয়ে থাক তবে তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে ও প্রকাশ্য পাপাচার করে তা ফিরিয়ে নিবে?

দেখুন : ক. ২৫৬২; ৩৫৯২; খ. ৪৪১৬ ; গ. ২৪২১৭।

আর যেসব মহিলার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাদের বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রাখো -এর অর্থ এই নয় যে তাদের বন্দী করে রাখা এবং ঘর হতে বের হতেই না দেয়া। বরং এর অর্থ হলো তাদের একাকী ও বিনা অনুমতিতে বাইরে যেতে দিওনা যাতে তাদের মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়িয়ে না পড়ে।

প্রশ্ন উঠে, পুরুষদের ক্ষেত্রে একপ বাধ্যবাধকতা কেন আরোপ করা হলো না। এর কারণ সুম্পত্তি। কুরআন করীম গৃহপরিচালনা ও পরিবারপরিজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষদের ওপর ন্যস্ত করেছে। পুরুষদের ঘরে বন্দী করে রাখা হলে তাদের পরিবারের ভরণপোষণের কাজ কিভাবে চলবে এবং দৈনন্দিনের প্রয়োজন কিভাবে মিটবে? এক্ষেত্রে কুরআন পুরুষদের দৈহিক শাস্তি দিতে বলে। কিছু ৮০-১০০ বেত্রাঘাতের শাস্তির কথা বলা হয়নি। বরং অবস্থান্বয়ী এ শাস্তি নির্ধারণ করতে হবে। ধরা পড়লে তাদের পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। এরপর তারা তওবা করলে ও সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিলে তাদের ক্রমাগত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে, তবে কড়াকড়ি করে তাদের উত্যক্ত করা যাবে না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৫৭৮। ‘অজ্ঞতাবশত’ কথাটি দ্বারা বুবায় না, অপরাধী যে কুর্কর্ম করে তা সে কুর্কর্ম বলে জানে না। বস্তুত প্রত্যেক দুক্ষর্মই অজ্ঞতা-প্রসূত, পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞানের অভাব থেকেই তা জন্মালাভ করে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, এমন অনেক প্রকারের জ্ঞান আছে, যা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতা। অর্থাৎ সেইরূপ জ্ঞানার্জন মানুষের ক্ষতির কারণ হয় (বিহার)। অতএব ‘অজ্ঞতাবশত’ শব্দ পাপের প্রকৃত তত্ত্ব ও দর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক মানুষকে সঠিক ও উপকারী সৎ জ্ঞান লাভ করে পাপ-মুক্তির উপায় বলে দিচ্ছে।

৫৭৯। ‘পরপরই’ অর্থ ‘মৃত্যুর পূর্বে’। পরবর্তী আয়াতের বাক্যাংশ ‘যারা মন্দ কাজে রত থাকে এমনকি (যখন) তাদের কারো মৃত্যু ঘনিয়ে আসে’ এ অর্থ সমর্থন করে।

৫৮০। মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীকে নূতনভাবে বিয়ে করা থেকে মৃতের আস্তীয়রা সম্পত্তির লোভে বাধা দিতে পারে না, তবে চরিত্রহীন লোকের সাথে বিয়ে থেকে তাকে বারণ করতে পারে। এ বাক্যটি যদি স্বামীদের প্রতি আহ্বান বলে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, যেসব স্ত্রী স্বামীর সাথে আর বসবাস করতে চায় না, বরং ‘খোলা’র মাধ্যমে স্বামী থেকে পৃথক হতে চায়, স্ত্রীর অর্থ বা সম্পদের লোভে স্বামী যেন এ কাজে তাকে বাধা না দেয়। তবে সে একটি মাত্র কারণে স্ত্রীকে বাধা দিতে পারে- যদি প্রতিপন্থ হয় যে গর্হিত ও অপরাধমূলক অপকর্মের উদ্দেশ্যে স্ত্রী খোলা চাচ্ছে।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
السَّيِّئَاتِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ  
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي نَبْذَتُ الشَّنَوْنَ وَلَا إِلَهَ  
يَمُوْتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۖ وَلَيْكَ آعْتَدْنَا  
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا<sup>⑯</sup>

يَا يَهَا إِلَّذِينَ أَمْنُوا لَا يَجِدُ لَهُمْ آنَّ  
تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلَا تَعْضُلُهُنَّ  
لِتَدْهِبُوا بِعَصْبِ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ  
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَ  
عَشْرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>⑰</sup>

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ  
زَوْجٌ، وَأَتَيْتُمْ إِحْدَى مُهْنَّ قَنْطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُهُ ۖ وَإِمْنَهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ  
بِهَمَّتَانِي ۖ وَإِلَّا شَمَّا مُمِينَ<sup>⑱</sup>

২২। আর কিভাবে তোমরা তা নিতে পার যখন তোমরা একে অপরের সাথে (একান্তে) মিলিত হয়েছ<sup>৮০</sup> এবং তারা (অর্থাৎ স্ত্রীরা) তোমাদের কাছ থেকে (বিশ্঵স্ততার) সুদৃঢ় অঙ্গীকার<sup>৮১</sup> নিয়েছে?

২৩। আর তোমাদের বাপদাদারা যে নারাদের বিয়ে করেছে  
তোমরা তাদের বিয়ে করোনা, তবে পূর্বে যা হবার হয়েছে<sup>১৮</sup>।  
৩ [৮] নিশ্চয় এ এক চরম অশ্লীল ও ঘৃণিত ব্যাপার এবং এক নিকৃষ্ট  
১৪ পথ।

২৪। তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো তোমাদের মা<sup>৮৮</sup> এবং তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতিজী, ভাণ্ণী, তোমাদের সেই সব মা যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে<sup>৮৯</sup> এবং তোমাদের দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের ঘরে লালিতপালিত তোমাদের সৎ মেয়ে যারা তোমাদের সেই স্ত্রীদের গর্ভজাত যাদের সাথে তোমরা মিলিত হয়েছ। কিন্তু তোমরা যদি এসব (স্ত্রীর) সাথে মিলিত না হয়ে থাক (তবে সৎ মেয়েদের বিয়ে করলে) তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর তোমাদের ওরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে (বিয়ে করা নিষিদ্ধ) এবং দুই বোনকে (বিয়ের মাধ্যমে) একত্র করাও (তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ), অবশ্য পূর্বে যা হবার হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৫৮১। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে-ই, যে তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করে। ‘আশির়ভূত্তা’ ‘মুফাআলা’র ওজনে বা মাত্রায় থাকায় এর দ্বারা পারম্পারিকতা বুঝায়, স্বামী ও স্ত্রীকে পরম্পর মিলে মিশে থাকা ও পরম্পর ভালবাসা বিনিময়ের মধ্যেমে বাস করার তাগিদ দেয়া হচ্ছে।

৫৮২। বিশেষ কারণে যদি কোনও ব্যক্তি এক স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায় তাহলে সে সেই স্ত্রীকে যা দিয়েছিল তা আর্থিক মাপকাঠিতে যত বেশিই হোক না কেন তা ফেরত চাইতে পারবে না।

৫৮৩। এ কথা দ্বারা প্রথমে মনে হয় স্বামী-স্ত্রীর ঘোন-মিলনের কথাই বলা হয়েছে, তবে তা নাও হতে পারে। তারা কাছাকাছি বসবাস করে থাকতে পারে, একাত্তে ও নিঃভূতে অন্তরঙ্গতার সাথে ভাব-মিনিময় করে থাকতে পারে। এ আয়ত অনুযায়ী কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে টাকাকড়ি, সম্পত্তি ও উপহারাদি যা কিছু দিয়েছে তা স্ত্রী থেকে ফেরেৎ নিতে পারে না, সে যদি স্ত্রী সহবাস নাও করে থাকে।

৫৮৪। স্তুরা স্বামীদের খেয়ালীপনা ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহারের পাত্রী নয়। উভয়ই পবিত্র চুক্তিতে বাঁধা। স্তুর প্রতি স্বামীর বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যা সম্পাদন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাদের পরম্পরের সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা বলতে গেলে সমান সমান। পুরুষদেরকে এখানে কড়াভাবে সর্তক করে দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের সেই পবিত্র বিবাহ-চুক্তিকে খাটো করে না দেখে, যার কারণে তারা তাদের স্তুর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

ଫେବୃଆରୀ ମାତ୍ରରେ କଥା ବୁଝାଯାଇଲୁ ଏହି ପୂର୍ବେ ବିମାତାକେ ବା ଦୁଇ ବୋନକେ ଯାରା ବିଯେ କରେଛେ ତାରା ତାଦେରକେ ଏ ଆଯାତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଯାଇଲୁ ଏହି ପରେବେ ଶ୍ରୀ ହିସାବେ ରାଖିତେ ପାରିବେ । ଏ ଶବ୍ଦଗୁଲୋ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଏତୁଟିକୁଇ ବୁଝାନ୍ତୋ ହେଯେଛେ, ପୂର୍ବେ ଏକଥିବା କାଜ କରେ ଯାରା ଭୁଲ କରେଛେ ତାରା ଯଦି ଏକନ ସେ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରେ ନେଇ ତାହିଁଲ ପୂର୍ବକୃତ ଅନ୍ୟାଯ କାଜର ଜନ୍ୟ ତାଦେର କୋନ କ୍ଷତି ହବେ ନା । ଅତିତେର ଭୁଲ ମାଫ କରା ହବେ, ତବେ ବେଆଇନ୍ମି ବିଯେଶଗୁଲେ ସାଥେ ସାଥିକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ହେବେ । ସେଗୁଲୋ ଆର ଏକ ମୁହଁତ୍ତଓ କାର୍ଯ୍ୟକରନ ଓ ବଲବ୍ୟ ଥାକିବେ ନା ।

৫৮৬। হ্যরত নবী করীম (সা:) বলেছেন, আপন মায়ের যেসব আঝীয়ের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ, দুধ-মাতার সেই সব আঝীয়ের সাথেও তা নিষিদ্ধ অর্থাৎ দধ-মায়ের বোন কন্যা প্রভতি বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضَى  
بِعَضُكُمْ إِلَى بَغْضٍ وَّ أَخَذْنَ مِنْكُمْ  
مِّيشَا قَاغْلِيظَا ⑩

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَا وَلِمٌ مِّن  
النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ  
فَاحِشَةً وَمُقْتَنًا، وَسَاءَ سَيِّئًا<sup>ۖ</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَّتُكُمْ وَبَنِتُكُمْ  
وَأَخْوَشُكُمْ وَعَمْشُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنْتُ  
الْأَخْرَ وَبَنْتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَّتُكُمْ الَّتِي  
أَدْضَغَنَكُمْ وَأَخْوَشُكُمْ مِنَ الرَّضَا عَةَ  
وَأُمَّهَّتْ نِسَاءُكُمْ وَرَبَّا يَبِكُمُ الَّتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِنْ تِسَائِكُمُ الَّتِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ رَفَانَ لَمْ تَكُونُ تُؤَدِّ خَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلَّ إِذْلُ  
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَ آنَ  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ لَآمَّا قَدْ سَلَفَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّاجِيَمَاً<sup>١٢</sup>

২৫। তোমাদের অধিকারভুক্ত নারীদের<sup>১৮৮</sup> ছাড়া সধবা মহিলারাও<sup>১৮৯</sup> (তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ)। এ হলো তোমাদের জন্য আল্লাহর বিধান। এসব (উল্লেখিত নারী) ছাড়া অন্যান্য (নারীকে) অর্থ ক্ষয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, অবৈধ সঙ্গের জন্য নয়। আর যেহেতু তোমরা তাদের মাধ্যমে উপকৃত<sup>১৯০</sup> হয়ে থাক তাই তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মহরানা দাও। আর মহরানা নির্ধারণের পর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এতে (কোন পরিবর্তন) করলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। নিচয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

২৬। আর তোমাদের কেউ স্বাধীন মু'মিন মহিলাদের বিয়ে করার সামর্থ্য না রাখলে সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মু'মিন দাসীদের<sup>১৯১</sup>

وَالْمُحَصَّنُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَأَجْلَ لَكُمْ مَا وَرَأْتُمْ ذِلْكُمْ أَن  
تَبْتَغُوا إِيمَانَكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
مُسَافِحِينَ، فَمَا اشْتَمَتْعَتْمُ بِهِ  
مِنْهُنَّ قَاتُلُونَ أَجْوَاهُنَّ فَرِيزَةٌ  
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَأَضَيْتُمْ  
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيزَةِ، رَبَّ اللَّهِ كَانَ  
عَلَيْهِمَا حَكِيمًا<sup>④</sup>

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا  
يَنْكِحَ الْمُحَصَّنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَا

দেখুন : ক. ৪১২৬; ৫১৬ ; খ. ৪১৫; ৬০১১।

৫৮৭। কতবার, কতদিন, কি পরিমাণ স্তন্য পান করলে এ নিয়েধাজ্ঞা বিয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর বিবেচিত হবে ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।

৫৮৮। একজন স্বাধীন বিবাহিতা মহিলাকে স্বামীর বর্তমানে অন্য কেউ বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু যে স্ত্রীলোক ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধৰ্মস্কারী যুদ্ধে লিঙ্গ হয়ে বন্দী হয়েছে এবং স্বপক্ষের লোক তাকে মুক্ত করতে আসেনি, সেই বন্দিনী দাসীর ক্ষেত্রে স্বাধীনা বিবাহিতা মহিলার আইন প্রযোজ্য হবে না। স্বামী বা স্বামীতি তাকে মুক্ত না করায় সে এখন সহায়-সহিত তাকে বিয়ে দিয়ে স্বামী ও সম্পত্তি দান করা কর্তব্য। এ কারণে তাকে বিয়ে করতে তার পূর্বস্বামী ও তার সম্মতি ইত্যাদি বিবেচনার প্রয়োজন নেই। ‘মা মালাকাত আইমানুরুম’-এর তাৎপর্য এটাই। এ যুদ্ধ-বন্দিনী মহিলারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং পূর্বের অমুসলমান স্বামীর কাছে যেতে না চায় তাহলে মুসলমানের সাথে তাদের বিয়ে হতে পারে। ৫৬১ টাকা দেখুন।

৫৮৯। ‘মুহসানাহ’ শব্দের বৃহৎচন্ত ‘মুহসানাত’। এর অর্থ বিবাহিতা মহিলা, স্বাধীন স্ত্রীলোক, সতী-সাধী নারী (লেইন)।

৫৯০। ‘তামাতাতা বিল মারতাতি’ অর্থ সে স্ত্রীলোকটি থেকে সাময়িকভাবে উপকার পেল। ‘ইস্তামতাতা বি কায়া,’ অর্থ সে এর দ্বারা দীর্ঘদিন উপকার পেয়েছে। স্ত্রীলোকের সাথে অস্থায়ী সম্পর্ক অর্থে ‘ইস্তামতাতা’ এর ব্যবহার আরবী বাগ্ধারা একেবারেই সমর্থন করে না (লিসান)। এটা লক্ষ্যণীয়, ‘তামাতু’ বিশেষ্যটি যখন স্ত্রীলোকের সাথে অস্থায়ী সম্পর্ক বুবিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এর পরে ‘বা’ অব্যয়টি ও ব্যবহৃত হয়, যেমন ওপরের উদাহরণে দেখানো হয়েছে। একজন আরব কবি বলেছেন, ‘তামাতু’ বিহা মা আ সা-আফাত্কা ওয়ালা তাকুন আলায়কা শাজান্ন ফিল হাল্কি হীনা ‘তাবীনু’ (হামাসাহ) অর্থাৎ যতদিন স্ত্রীলোকটি সম্মত থাকে ততদিন তার কাছ থেকে উপকৃত হও। কিন্তু সে যখন তোমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে দূরে চলে যায় তখন এমন যেন না হয় যে গলায় কাঁটা বিধার মত যন্ত্রণায় ভুগতে থাক। কিন্তু এ আয়াতে স্ত্রীলোক বুঝাতে যে ‘হুম্রা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এর সাথে (পূর্বে) ‘মিন’ অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। ‘মুত্তাহ-’ এর ব্যাপারে যে ভুলের উৎপত্তি হয়েছে তা দু’টি শব্দ ‘তামাতু’ ও ‘ইস্তিমতা’-এর প্রভেদ না বুঝার কারণে। লিসানের গ্রন্থকার যাজাজের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আরবী ভাষার সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে কিছু লোক মনে করেছেন, মুত্তাহ (মুততাহ) শরীয়ত-সিদ্ধ। কিন্তু ধর্ম বিশারদগণের ঐক্যমত হচ্ছে, মুত্তাহ শরীয়ত-বিরুদ্ধ কাজ। ‘ফামাস্তামতা’-তুম বিহি মিনহন্না’র অর্থ উপরোক্ত শর্তগুলো পালনের মাধ্যমে বিয়ে।’ এ আয়াতে যদি মুত্তাহ এর কথাই বলা হতো, তাহলে অব্যয়টি ‘মিন’ না হয়ে ‘বা’ হতো। তদুপরি এখানে ‘ইস্তিমতা’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, ‘তামাতাতা’ শব্দ নয়, আর এ দুই শব্দে অর্থের প্রভেদ রয়েছে। ‘উজুরাহন্না’ (তাদের মহরানা) শব্দটির ব্যবহার থেকেও মুত্তাহ-’র স্বপক্ষে কিছু বের হয় না। কুরআনের ৩৩:৫১ আয়াতেও শব্দটি মহরানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব কুরআন মুত্তাহকে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করেছে। কেননা বিবাহ-বন্ধন বহির্ভূত যৌন-মিলন কুরআন অনুযায়ী ব্যভিচার বৈ আর কিছু নয়।

৫৯১ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(কাউকে) বিয়ে করবে। আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি জানেন। তোমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং যারা সতী, ব্যক্তিগত নয় এবং গোপন বন্ধু গ্রহণকারী<sup>৫১</sup>-ক নয় তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে তোমরা তাদের বিয়ে কর এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের মহরানা দাও। আর তারা যখন বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ হয় ক্ষেত্রে তারা অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে স্বাধীন নারীদের জন্যে নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক তাদের প্রাপ্তি<sup>৫২</sup>। এ (বিধান) তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তির জন্য, যে পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে। আর ধৈর্য ধরাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৪  
[৩]  
১

২৭। <sup>৪</sup>আল্লাহ তোমাদের কাছে (তাঁর শিক্ষা) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে চান। আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের (উত্তম) নিয়মনীতিতে তোমাদের পরিচালিত করতে এবং তোমাদের তওবা গ্রহণ করতে (চান)। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

২৮। <sup>৫</sup>আর আল্লাহ তওবা গ্রহণ করে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা যেন প্রবল বেগে (কুপ্রবৃত্তির দিকে) ঝুঁকে পড়।

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّتِكُمْ  
الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ،  
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّكُمْ  
يَرَاذِنَ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجْوَاهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنِتْ غَيْرَ مُسْفَحِتْ  
وَلَا مُتَخَذِّلِتْ أَخْدَانِ، فَإِذَا أَخْصَنَ  
فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ  
مَا عَلَى الْمُحْصَنِتِ مِنَ الْعَذَابِ،  
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ، وَأَنَّ  
تَصْبِرُوا خَيْرًا لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ<sup>৫৩</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ  
سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ  
عَلَيْكُمْ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ<sup>৫৪</sup>

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ  
يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ  
تَمْنَلُوا مَيْلًا عَظِيمًا<sup>৫৫</sup>

দেখুন ৪ ক. ৪৪১৬, ২০; ২৪৪২০; খ. ৪৪১৭৭; গ. ৯৪১০৪।

৫৯১। একজন বিশ্বাসী দাসীর মর্যাদাতে দোষের বা হীনতার কিছু আছে বলে ইসলাম স্বীকার করে না। তবে আঘায়, পরিজন, পরিবেশ ও সংসর্গের প্রভাবে সে একজন স্বাধীন রমণীর মত সর্বশুণী সঙ্গী নাও হতে পারে।

৫৯১-ক। এতে বুঝা যায়, কেবলমাত্র সতী-সাক্ষী ও গুণবর্তী দাসীরাই বিয়ের যোগ্যতা রাখে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে তাদেরকেও স্বাধীনা স্ত্রীলোকের মতই ‘মহরানা’ দিতে হবে।

৫৯২। এ আয়াত তিনটি শক্তিশালী নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে : (১) বন্দী-দাসীকে স্ত্রীরূপে রাখতে হলে প্রথমে তাকে রীতি মাফিক বিয়ে করতে হবে। ২৪২২২, ৪৪৪, এবং ২৪৪৩৩ আয়াতগুলোতেও তা-ই ব্যক্ত হয়েছে। অতএব ইসলাম উপ-পত্নী প্রথার মূলোৎপাটন করেছে, যা ইসলাম-পূর্ব যুগে সর্বত্র বিশেষত আরব ভূমিতে প্রচলিত ছিল, (২) কৃতদাসী যদি অবৈধ যৌন অপরাধ করে তবে তার শাস্তির পরিমাণ হবে স্বাধীনা স্ত্রীলোকের অপরাধের শাস্তির অর্ধেক। স্বাধীনার জন্য একাপ অপরাধের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত আর কৃতদাসীর জন্য ৫০ বেত্রাঘাত। এতে সাব্যস্ত হয় যে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান যৌন-অপরাধের শাস্তি নয়। এটা এক ভুল ধারনা। কারণ মৃত্যুদণ্ডকে অর্ধেকে রূপান্তর করা সম্ভব নয় এবং (৩) প্রসঙ্গত আরব সমাজে স্বাধীনা স্ত্রীর চেয়ে কৃতদাসী শ্রেণীর স্ত্রী নিম্ন মর্যাদার অধিকারী ছিল। সম্ভবত এর কারণ হলো কৃতদাসী ইসলামী রাষ্ট্র ধর্মসের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

২৯। আল্লাহ তোমাদের বোৰা হালকা করতে চান। আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে<sup>১৩৩</sup>।

৩০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ক্ষেত্রে তোমাদের ধনসম্পদ পরম্পরের মাঝে (ভাগভাগি করে) অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরম্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (অর্থ উপার্জন করা) বৈধ। আর তোমরা (অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে) নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বার বার কৃপাকারী।

৩১। আর কেউ সীমালজ্ঞনপূর্বক ও অন্যায়ভাবে এ কাজ করলে (অর্থাৎ অন্যের ধনসম্পদ গ্রাস করলে) আমরা অটীরেই তাকে এক আগুনে নিষ্কেপ করবো এবং তা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।

৩২। তোমরা যদি সেসব গুরুতর পাপ<sup>১৩৪</sup> থেকে বিরত থাক যা করতে তোমাদের নিষেধ করা হচ্ছে তাহলে আমরা তোমাদের দোষক্রটি তোমাদের কাছ থেকে দূর করে দিব এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো।

৩৩। আর আল্লাহ তোমাদের একাংশকে অন্য অংশের ওপর যে শ্রেষ্ঠতু দান করেছেন তোমরা এর প্রতি লালায়িত হয়ে না। পুরুষরা যা অর্জন করেছে এতে তাদের অংশ রয়েছে। আর নারীরা যা অর্জন করেছে এতে তাদের অংশ রয়েছে<sup>১৩৫</sup>। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।

দেখুন : ক. ২১৮৯; খ. ৪২৪৩৮; গ. ২৪২২৯; ৪৩৫।

৫৯৩। আল্লাহ এ কারণে শরীয়ত পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ সঠিক পথ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে। মানুষ দুর্বল। সে নিজে আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান পেতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে স্বয়ং এ ব্যবস্থা করেছেন এবং তার দায়িত্ব লাঘব করেছেন। এ আয়াত খৃষ্ট-ধর্মের প্রায়শিত্বাদের অযৌক্তিকতা সাব্যস্ত করে। খৃষ্টানরা বলে, মানুষ দুর্বল। তাই শরীয়ত বা ধর্মীয় আইন-পালন তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং তারা শরীয়ত বাতিল করে প্রায়শিত্বকেই মুক্তির পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে। অপরদিকে ইসলাম বলে, মানুষের এ দুর্বলতা আল্লাহর করুণা আকর্ষণ করেছে এবং আল্লাহ তাআলা দুর্বল মানুষের উদ্ধারের উপায় হিসেবে শরীয়ত দান করেছেন যাতে শরীয়তের সিঁড়ি বেয়ে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে করতে স্বীয় অভিষ্ঠ গন্তব্যে পৌছে যায়। অতএব শরীয়ত ‘অভিশাপ’ তো নয়ই, বরং মানুষের জন্য পরম সাহায্য ও আশীর্বাদ।

৫৯৪। কুরআন শরীফে বড় পাপ, ছোট পাপ বা গুরুতর পাপ ও লম্বু পাপ বলে কোন শ্রেণী বিভাগ নেই। এটি একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্র যে কোন কাজই পাপ এবং সর্বপ্রকার পাপ যা কোন ব্যক্তির মজ্জাগত হয়ে দাঁড়ায় তা ত্যাগ করা সেই ব্যক্তির জন্য কষ্টসাধ্য। এ আয়াতের বক্তব্যটি এরূপ বলে মনে হয়। যে ব্যক্তি সেই পাপসমূহ বর্জন করে, যেগুলো বর্জন করা তার জন্য কষ্টসাধ্য, সেক্ষেত্রে তার জন্য অন্যান্য পাপ থেকে মুক্তি লাভ সহজতর হয়ে যায়। আলেমগণের মাঝে অনেকে মনে করেন, ‘কাবায়ের’ (গুরুতর পাপ) এর অর্থ হলো কোনও পাপের চরম মাত্রার কাজ। এ চরম মাত্রার কাজটা না করলে, আনন্দঙ্গিক ও পূর্বপ্রস্তুতির কাজের পাপগুলো ক্ষমা করে দেয়া হয়।

৫৯৫। কর্মের ফলাফলের দিক থেকে এ আয়াত স্তু-পুরুষকে সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ  
خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا<sup>১৩৬</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا  
آمَنَّا لَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَفْتَنُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا<sup>১৩৭</sup>

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَذَوَانًا وَظُلْمًا  
فَسَوْفَ نُضْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ  
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا<sup>১৩৮</sup>

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ  
عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ  
نُذْخُلُكُمْ مَذْخَلًا حَرِيْمًا<sup>১৩৯</sup>

وَلَا تَشَمَّنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَغْضَكُمْ  
عَلَى بَغْضٍ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ وَمَا  
أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ وَمَا  
أَكْتَسَبْنَ وَشَلَوْا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا<sup>১৪০</sup>

৫  
[৮]  
২

৩৪। আর পিতামাতা ও নিকটাঞ্চীয়ের রেখে যাওয়া<sup>৫৯৬</sup> (ধনসম্পদে) আমরা \*প্রত্যেকের জন্য উত্তরাধিকারী বানিয়েছি<sup>৫৯৭</sup> এবং যাদের সাথে তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছ তাদেরকেও তাদের অংশ দিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে পর্যবেক্ষক।

৩৫। \*আল্লাহ্ কর্তৃক তাদের (অর্থাৎ নর ও নারীর) একাংশকে আরেক অংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার দরকন <sup>গ</sup>পুরুষ নারীর অভিভাবক<sup>৫৯৮</sup>। আর তাদের ধনসম্পদ (নারীর জন্য) খরচ করার কারণেও (পুরুষরা অভিভাবক)। অতএব পুণ্যবর্তী মহিলারা হলো (তারা, যারা) আনুগত্যকারী, (এবং স্বামীর) অগোচরেও সেসব কিছুর সুরক্ষাকারী যেসবের সুরক্ষা করতে আল্লাহ্ তাগিদ দিয়েছেন। আর যেসব স্ত্রীর দিক থেকে তোমরা বিদ্রোহী আচরণের<sup>৫৯৯</sup> আশঙ্কা কর (প্রথমে) তাদের উপদেশ দাও<sup>৬০০</sup>, এরপর বিছানায় তাদের একা ছেড়ে দাও এবং (প্রয়োজনে) তাদের দৈহিক শাস্তি দাও<sup>৬০১</sup>। তবে তারা তোমাদের আনুগত্য করলে তাদের বিরুদ্ধে কোন অজুহাত খুঁজে বেড়িও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী (ও) মহা গৌরবান্বিত।

দেখুন : ক.৪৪৮ ; খ. ২৪২২৯ ; গ. ২৪২৩৮; ৪৩৩।

৫৯৬। মূল অনুবাদে যা লিখিত হয়েছে তা ছাড়াও শব্দগুলোর অর্থ নিম্নরূপও হতে পারেঃ প্রত্যেক ব্যক্তির পরিত্যক বিভেদে জন্য আমরা উত্তরাধিকারী রেখেছি- পিতা-মাতা, আঞ্চীয়-স্বজন এবং শপথযুক্ত চুক্তি-নামার অধিকারী ব্যক্তিগণ। অতএব তাদের প্রাপ্য অংশ তাদেরকে দান কর। শব্দগুলোকে আরো একভাবে অনুবাদ করা যায়, যেমন-যা পিতা ও আঞ্চীয়রা ছেড়ে গেছে এর সবকিছুই উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছি ইত্যাদি।

৫৯৭। ‘মাওয়ালী’, ‘মাওলা’র বহুবচন, যার (অন্যান্য অর্থ ছাড়াও) একটি অর্থ হলো উত্তরাধিকারী।

৫৯৮। ‘কাউয়ামুন’ কা-মা থেকে উৎপন্ন। ‘কা-মা আলাল মার্যাদা’ অর্থ সে স্ত্রীলোকটির ভরণ-পোষণের বা রক্ষার দায়িত্ব নিল। অতএব কাওয়ামুন অর্থ ভরণ-পোষণকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও ব্যবস্থাপক (লিসান)। পুরুষকে দুটি কারণে পরিবারের কর্তা বানানো হয়েছে বলে এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ (ক) পুরুষের মানসিক ও শারীরিক শক্তির আধিক্য এবং (খ) রুজি-রোজগার ও পরিবার পালনের সার্বিক দায়িত্ব বহন। এটাই স্বাভাবিক, যে ব্যক্তি রোজগার করে এবং পরিবারের প্রতিপালনে ও রক্ষণাবেক্ষণে নিজের উপর্যুক্ত ও শারীরিক-মানসিক শক্তি নিয়োজিত করে সে-ই পরিবারের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক হয়ে থাকে।

\* [‘আর রেজালু কাওয়ামুন’ এর একটি বাহ্যিক অর্থ হলো, পুরুষ নারীর চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে এবং তারা এদেরকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখে। পুরুষ যদি ‘কাওয়ামুন’ না হতো তবে নারীদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিক সংগ্রাম থাকতো। শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ হলো, সেই পুরুষ ‘কাওয়াম’, যে নিজ স্ত্রীর ব্যবহার বহন করে। যে নিষ্কর্মা স্বামী স্ত্রীর আয় দিয়ে জীবন যাপন করে সে ‘কাওয়াম’ হয় না।]

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, তুমি যদি ‘কাওয়াম’ হও এবং এরপরও তোমার স্ত্রী চরম বিদ্রোহাত্মক মনোভাব পোষণ করে তাহলে এমতাবস্থায় তাকে সাথে সাথেই দৈহিক শাস্তি দেয়ার অনুমতি নেই। বরং প্রথমে তাকে উপদেশ দাও। সে যদি উপদেশ না মানে তবে কিছু কালের জন্য তার সাথে দাস্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন কর (আসলে এ শাস্তি স্ত্রীর চেয়ে স্বামীই বেশি পেয়ে থাকে)। এতদ্সন্দেশে তার বিদ্রোহাত্মক মনোভাব দূর না হলে তার গায়ে হাত তোলার স্বামীর অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আগামাটি যেন তার মুখমত্তলে না করা হয় এবং এমন না হয় যাতে তার শরীরে দাগ পড়ে যায়’। এ আয়াতে কর্মীর সূত্র ধরে অনেকে লোক তাদের স্ত্রীদেরকে অন্যায়ভাবে মারধোর করে। তাদের যুক্তি হলো, স্ত্রীকে মারধোর করার অনুমতি স্বামীর রয়েছে। অথবা উপরোক্ত শর্ত পালন করলে যথেষ্ট সংগ্রাম রয়েছে যে এর প্রয়োগের প্রয়োজনই পড়বে না। মারধোর যদি বৈধ হতো তাহলে রসূলে কর্মীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনে স্ত্রীদের দৈহিক শাস্তি দেয়ার অস্তত একটি দৃষ্টান্তও দৃষ্টিগোচর হতো যদিও তাঁর (সা:) কোন কোন স্ত্রী কোন কোন সময় তাঁর অসন্তুষ্টির কারণও হয়ে পড়তো। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৫৯৯। ‘নাশায়াতিল মার্যাতু আলা যাওজিহা’ অর্থ স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করলো, স্বামীকে প্রতিহত করল, পরিত্যাগ করল (লেইন এবং তাজ)।

وَ لِكُلِّ جَعْلَنَا مَوَالِيٍّ مِمَّا تَرَكَ  
أَوْالِدُنَ وَ أَلَّا قَرْبُونَ ، وَ الَّذِينَ  
عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأُشْوِهُمْ  
نَصِيبَهُمْ دَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ شَهِيدًا<sup>①</sup>

الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ  
اللَّهُ بِعَصْمَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ، فَالصِّلَاحُ قَنِيتُ حَفِظَتْ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ، وَ الَّتِي تَحْمِلُ فَوْنَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَ اهْجَرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ هَنَّ  
أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>②</sup>  
اللَّهُ كَانَ عَلَيْهَا كَيْرًا<sup>③</sup>

\* ৩৬। আর <sup>ক</sup>-তোমরা<sup>৬০২</sup> যদি তাদের উভয়ের (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর) মাঝে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে তার (অর্থাৎ স্বামীর) পক্ষের একজন ও তার (অর্থাৎ স্ত্রীর) পক্ষের একজনকে সালিস নিযুক্ত কর<sup>৬০৩</sup>। তারা যদি উভয়ে আগোষ মীমাংসা করতে চায় তাহলে আল্লাহ<sup>ع</sup> উভয়ের মাঝে তা কার্যকর করে দিবেন। নিচ্য আল্লাহ<sup>ع</sup> সর্বজ্ঞ (ও) পুরোপুরি অবহিত।

৩৭। আর <sup>খ</sup>-তোমরা আল্লাহ<sup>ع</sup> ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্ত্বীয়, এতীম, অভাবী, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয়<sup>৬০৪</sup> প্রতিবেশী, সঙ্গীসহচর, পথচারী ও তোমাদের অধিকারভূক্তদের<sup>৬০৫</sup> সাথেও (সদয় ব্যবহার কর)। নিচ্যই অহংকারী ও দাঙ্কিককে আল্লাহ<sup>ع</sup> পছন্দ করেন না,

৩৮। (অর্থাৎ) <sup>গ</sup>-যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং লোকদেরও কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ<sup>ع</sup> নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে। আর কাফিরদের জন্য আমরা এক লাঞ্ছনিক আয়ার প্রস্তুত করে রেখেছি।

৩৯। আর <sup>ঘ</sup>-যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধনসম্পদ খরচ করে এবং আল্লাহ<sup>ع</sup> ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না (তাদের পরিণতি হবে মন্দ)। আর <sup>ঝ</sup>-শয়তান যার সঙ্গী হয় (তার মনে রাখা উচিত) সঙ্গী হিসাবে সে খুব মন্দ।

৪০। আর তারা যদি আল্লাহ<sup>ع</sup> ও শেষ দিবসে ঈমান আনতো এবং আল্লাহ<sup>ع</sup> তাদের যা দিয়েছেন তা থেকে খরচ করতো তাহলে তাতে তাদের কি ক্ষতি হতো? আর আল্লাহ<sup>ع</sup> তাদের

দেখুন ৪ ক. ৪১২৯; খ. ৬১১৫২; ৭১৩৪; ১৭১২৪, ২৫; ২৩১৬০; গ. ৩১১৮১; ১৭১৩০; ২৫১৬৮; ঘ. ২৪২৬৫; ঙ. ৪৩১৩৭; ৩৯।

৬০০। এ বাক্যটির অর্থ এরপও হতে পারে : (ক) স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকা, (খ) পৃথক বিছানায় শয়ন করা, (গ) কথা-বার্তা না বলা। তবে এরপ ব্যবস্থা সাময়িক ধরনের মাত্র, অনিদিষ্ট কালের জন্য নয়। কেননা স্ত্রীকে দোদুল্যমান অবস্থায় রাখা নিষেধ (৪:১৩০)। কুরআন অনুযায়ী সর্বাধিক চারমাস পর্যন্ত উপরোক্ত (ক), (খ) ও (গ) এর ব্যবস্থাদি চলতে পারে (২:১২৭)। স্বামী যদি সত্যই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুতর মনে করে তাহলে ৪:১৬ অনুযায়ী তাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬০১। মহানবী (সা:) বলেছেন, কোন মুসলমান কদাচিত্ত যদি তার স্ত্রীকে অগত্যা প্রহার করতে বাধ্যই হয় তাহলে এমনভাবে প্রহার করবে যাতে স্ত্রীর গায়ে কোন দাগ না পড়ে (তিরমিয়ী ও মুসলিম)। কিন্তু যে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে, সে ভাল মানুষ নয় (কাসীর)।

৬০২। ‘তোমরা যদি তাদের উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর’-এ বাক্যাংশে ‘তোমরা’ সর্বনামটি দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্র, মুসলিম সমাজ বা গোষ্ঠী অথবা সাধারণ সমাজকে বুঝানো হয়েছে।

৬০৩। মধ্যস্থতাকারী সালিসগণকে বিবদমান স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন থেকে নেয়া ভাল। কেননা তারা স্বামী-স্ত্রীর মতপার্থক্যের সম্বন্ধে সবিশেষ ওয়াকিফহাল থাকার কথা। তাছাড়া স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তাদের কাছে সহজে ও নিঃসঙ্গে নিজেদের বিভেদের কারণাদি বলতে পারবেন।

৬০৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে স্ত্রীর প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল থাকার উপদেশ দানের পর কুরআন একজন মুসলমানকে তার দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিধিকে সব মানুষের মাঝে বিস্তৃতিদানের ও প্রসারিত করার তাগিদ দেয়, নিকটতম আত্মীয় হতে দূরতম অজানা ব্যক্তিও যেন তার দয়া-দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত না হয়।

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا  
حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ  
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُؤْتِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَبِيرًا<sup>(৩)</sup>

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ  
بِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَبِزِيْدِ الْقُرْبَى وَ  
إِيْتَمِنِي وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِيِ الْقُرْبَى وَ  
الْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا<sup>(৪)</sup>

إِلَّا ذِيْنَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ  
بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَنْتُمْ<sup>م</sup> أَنْتُمْ مِنْ  
فَضْلِهِ وَأَعْتَذْنَا لِلْكُفَّارِينَ عَذَابًا  
مُهِينًا<sup>(৫)</sup>

وَالَّذِينَ يُنِفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِءَاهُ  
النَّاسُ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِإِلَهِهِ وَلَا يَأْلِمُونَ  
الْآخِرَةِ وَمَنْ يَكُنْ الشَّيْطَنُ لَهُ قَرِينًا  
فَسَاءَ قَرِينِنَا<sup>(৬)</sup>

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ أَمْنَوْا بِإِلَهِهِ وَأَلْيَوْرِ  
الْآخِرَةِ أَنْفَقُوا وَمَمَارَزَ قَمْمُ أَنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ  
وَكَانَ

সম্বন্ধে পুরেপুরি অবগত।

৪১। নিশ্চয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ (কারো প্রতি) অগু পরিমাণ ৬০০ অবিচার করেন না। আর (কারো কোন) পুণ্যকাজ থাকলে তিনি তা বাড়িয়ে দেন। আর তিনি নিজ পক্ষ থেকে এক মহা পুরক্ষার দান করেন।

৪২। অতএব আমরা যখন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকেও তাদের সবার বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো তখন (তাদের) কী দশা হবে<sup>৩০৭</sup>?

৪৩। যারা অঙ্গীকার করেছে এবং এ রসূলের অবাধ্যতা করেছে সেদিন তারা চাইবে, হায়! তাদের যদি মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হতো। আর তারা আল্লাহ্ কাছে কোন কথা<sup>৩০৮</sup> গোপন করতে পারবে না।

\*৪৪। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা চেতনাচ্ছন্ন<sup>৩০৯</sup> অবস্থায় নামায়ের কাছে যেয়ো না যতক্ষণ তোমরা কী বলছ তা স্পষ্টভাবে বুঝতে না পার। আর অপবিত্র<sup>৩১০</sup> অবস্থাতেও (নামায়ের কাছে যেয়ো না) যতক্ষণ তোমরা গোসল করে না নাও। তবে তোমরা পথচারী অবস্থায় থাকলে সে কথা ভিন্ন<sup>৩১১</sup>। আর তোমরা পীড়িত বা সফরে থাকলে বা তোমাদের

اللَّهُ يَعْلَمُ عَلَيْهِمَا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِّفُهَا وَإِنْ يُؤْتَ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا<sup>১)</sup>

فَلَيْكَفَ إِذَا جَئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَإِنْ يَعْلَمْ  
جَئْنَا بِكَ عَلَى هُوَ لَاءُ شَهِيدًا<sup>২)</sup>

يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا  
الرَّسُولَ لَوْنَسْتُرِي بِمِمْلَازْضُ ، وَلَا  
يَكُنْمُونَ اللَّهَ حَوْيَشًا<sup>৩)</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا  
الصَّلْوَةَ وَآتُنْتُمْ سَحَارِي حَتَّى  
تَعْلَمُوا مَا تَقْرُبُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا  
عَابِرِي سَيِّئِلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ

দেখুন : ক. ১০৪৪৫; ১৮৪৫০; ২৮৪৮৫ ; খ. ১৬৪৯০ ; গ. ৭৮৪৪১।

৬০৫। দাস, দাসী-বাঁদি, চাকর-চাকরাণী ও নিম্ন-পদস্থ অধীনস্থ কর্মচারী।

৬০৬। মানুষের এমন কোন কাজ নেই যার প্রতিফল দেয়া হবে না। যেখানে কুরআন এ কথা বলে যে অবিশ্বাসীদের কাজ-কর্ম সব বিফল হবে, সেখানে এ অর্থেই কথাটি বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যত কিছুই করুক না কেন তারা কৃতকার্য হবে না। তাদের অসদুদ্দেশ্য কখনো সফল হবে না।

৬০৭। বিচারের দিন প্রত্যেক নবী তাঁর নবুয়তের আওতার লোকদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করবেন। মু'মিন, কাফির সকলের সম্বন্ধেই সাক্ষ্য নেয়া হবে, যদিও সাক্ষ্যের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা থাকবে।

৬০৮। 'হাদীস' অর্থ কথা, তাজা ফল, ঘোষণা, সংবাদ বা সুখবর (লেইন, মুফ্রাদাত)।

৬০৯। 'সুকারান'-এর বহুবচন, যার অর্থ, মাতাল, রাগোন্নত, ভালবাসায় বিমোহিত, তীতি-বিহুল, নির্দ্বাবিষ্ট, যেকোন পরিস্থিতি যা তাকে অচেতন বা সংজ্ঞাচ্ছয় করেছে (লেইন)।

৬১০। 'তোমরা চেতনাচ্ছন্ন অবস্থায় নামায়ের কাছে যেয়ো না' অর্থ, যখন একজন লোক সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় না থাকে, নামায পড়া তার জন্য সে অবস্থায় যেমন নিষেধ, সেরূপ অপবিত্র অবস্থায় থাকাকালেও তার জন্য নামায পড়া নিষেধ।

\* [অপবিত্র] কথাটি বুঝতে হবে। আরবী শব্দ 'জুনুবান' এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে স্ত্রীগমন করেছে অথবা সাধারণ অবস্থায় যার বীর্যস্থল হয়েছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে নামায পড়ার আগে ভালভাবে গোসল করা তার জন্য অপরিহার্য। মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬১১। "তোমরা পথচারী অবস্থায় থাকলে সে কথা ভিন্ন" এ বাক্যাংশটি দ্বারা বুঝায়ঃ সাধারণ অবস্থায় 'অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন' হলে গোসলের মাধ্যমে পরিস্কৃত হয়ে নামায পড়তে হয়। 'তবে কেউ যদি সফরের অবস্থায় 'অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন' হয়ে যায় সেক্ষেত্রে গোসলের পরিবর্তে সে 'তায়াম্বুম' করে নামায পড়তে পারে। 'তায়াম্বুম' করার পদ্ধতিও এ আয়াতেরই শেষ দিকে বলা হয়েছে।

কেউ শৌচকর্ম সেবে এলে অথবা তোমরা স্নাগমন করে থাকলে<sup>৬১২</sup> এবং (এসব অবস্থায়) তোমরা পানি না পেলে পবিত্র শুকনো মাটি দিয়ে ‘তায়াস্মু’ কর। এ উদ্দেশ্যে তোমাদের মুখমণ্ডলে ও তোমাদের হাতে ‘মাসাহ’ কর। নিচয় আল্লাহ পরম মার্জনাকারী (ও) পরম ক্ষমাশীল।

৪৫। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে কিতাবের অংশ দেয়া হয়েছিল? তারা নিজেরা পথভূষিতা ক্রয় করে এবং তারা চায় তোমরাও যেন (সোজা) পথ থেকে বিচ্ছুত হও।

৪৬। আর আল্লাহ তোমাদের শক্রদের ভাল করেই জানেন। আর ক্ষবদ্ধ হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট।

\* ৪৭। যারা ইহুদী হয়েছে তাদের এক শ্রেণী (আল্লাহর) বাণীকে যথাস্থান থেকে বিচ্ছুত করে। আর তারা বলে, ‘আমরা শুনলাম<sup>৬১৩</sup> ও আমান্য করলাম’। আর (তারা আরো বলে), তুমি (আমাদের) কথাই শুন, (অন্য কারো কথা) যেন তোমাকে শুনানো না হয়। আর তারা তাদের জিহ্বাকে মোচড় দিয়ে এবং ধর্মে খোঁচা দিয়ে ‘‘রায়েনা’ বলে’। আর তারা যদি বলতো, ‘আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম এবং (আরো বলতো) তুমি শুন এবং আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দাও তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য উত্তম ও অধিক সঙ্গত হতো। কিন্তু আল্লাহ তাদের অস্বীকারের দরুণ তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। অতএব তারা ঈমান আনে না বললেই চলে।

দেখুন : ক. ৪৪১৭৪; ৩৩৪১৮; খ. ২৪৭৬; ৩৪৭৯; ৫৪৪২; গ. ২৪১০৫।

৬১২। বৃগ্ন, মুসাফির, শৌচাগার থেকে প্রত্যাগত, স্তৰ্ণ-গমন থেকে প্রত্যাগত-এ চার শ্রেণীর মাঝে শেষোক্ত দু’শ্রেণী যখন অশুটী অবস্থায় থাকে তখন তাদের নিজেদেরকে অবস্থান্যায়ী ধোত করতে হয় বা গোসল করতে হয়। কিন্তু পানির অভাবে বা পানির দুষ্প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে তারা ‘তায়াস্মু’ করতে পারে। তবে প্রথম দুই শ্রেণীর লোক পানি পাওয়া-না পাওয়ার শর্ত ব্যতিরেকেই তায়াস্মু করতে পারে। এজন্যই ‘তোমরা পীড়িত বা সফরে থাক’ কথাটির পরে ‘অপবিত্র অবস্থায়’ শব্দ দু’টি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ‘সফরে থাক’ এবং ‘তোমরা মুসাফির অবস্থায় থাক’, এ দু’টি বাক্যাংশই সমার্থক, অর্থাৎ সফরের অবস্থায় থাক। ধূলিকে পানির স্তুলবর্তী করা হয়েছে। কারণ পানি যেমন মানুষকে তার সৃষ্টির মল উপাদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তার নগণ্য উৎপত্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে (৭৭৪২১), তেমনি ধূলি ও তাকে তার সৃষ্টির দ্বিতীয় নগণ্য উপাদানটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (৩০৪২১)।

\* ৬১৩। [আক্ষরিক অনুবাদ দিয়ে এ আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম বুঝা পাঠকের কাছে দুষ্কর মনে হতে পারে। কারণ মহানবী (সাঃ) কে অপমান করার উদ্দেশ্যে মুনাফিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু বিশিষ্ট শব্দগুচ্ছকে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করতো। মু’মিনরা সাম’না ওয়া আতা’না শব্দগুচ্ছ বাক্যটি ‘আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম’ অর্থে ব্যবহার করতেন। মুনাফিকরা ‘আ’তানা’ শব্দটির পরিবর্তে ‘আসায়ন’ শব্দটি বলতো যার অর্থ দাঁড়াতো আমরা শুনলাম ঠিকই কিন্তু অমান্য করলাম। তথাপি তারা এ কথাকে এমন বিকৃতভাবে উচ্চারণ করতো যেন শ্রেতারা মনে করে তারা ‘আসায়ন’ এর পরিবর্তে ‘আ’তানা’ শব্দটিই বলছে। তবে একজন মনোযোগী শ্রেতার কাছে তাদের ইচ্ছাকৃত দুষ্টামী আর তাদের গোপন অপমানমূলক আচরণ নিশ্চয় ধরা পড়তো। তারা আরেকটি শব্দ ‘রায়েনা’কে মুখ বিকৃত করে উচ্চারণ করতো। ‘রায়েনা’ শব্দের অর্থ হলো, আমাদের প্রতি খেয়াল রাখুন। এ শব্দটিকে তারা ‘রায়েনা’ ও রাস্তা শব্দের মাঝামাঝি করে এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করতো যার অর্থ দাঁড়াতো ‘হে আমার মেষ পালক! এ আচরণও বিকৃত উচ্চারণের আড়ালে মহানবীকে (সাঃ)কে অপমান করার অপচেষ্টা ছিল। [(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসিহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

كُنْتُمْ مَرْضِيَّ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ  
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمْ شُتِّمْ  
النِّسَاءَ قَلَمْ تَحْدُّهَا مَاءٌ فَتَيَمَّمُوا  
صَعِينَدًا طَبِيبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَ  
آيَهُ يُكْمِمُهُ رَبَّ اللَّهِ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا<sup>⑥</sup>

أَلْمَهْرَإِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نِصَبِيَّاً مِنْ  
الْكِتَبِ يَشْرُؤُونَ الصَّلَةَ وَيَرِيدُهُونَ  
أَنْ تَضْلُّوا السَّيِّئَلَ<sup>⑦</sup>

وَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِإِعْدَادِكُمْ ، وَكَفَ  
إِيمَانُ دَلِيلًا وَكَفَ إِيمَانُ نِصَبِيَّاً<sup>⑧</sup>

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ  
عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَ  
عَصَيْنَا وَأَشْمَعْغَيْرَ مُشَمِّعٍ وَرَأَيْنَا لَيْسَ  
بِالْسِنَتِهِمْ وَطَخَنَّا فِي الْخَيْرِ<sup>⑨</sup>  
أَنَّهُمْ قَاتُلُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَ  
أَشْمَعْ وَأَنْظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  
آقْوَمَهُ وَلِكِنْ لَعْنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا  
يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا<sup>⑩</sup>

\* ৪৮। হে সেইসব লোক, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে! তোমাদের কোন কোন ক্ষেত্রাকে আমাদের পক্ষ থেকে লাঞ্ছিত করে তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার আগে বা ‘সাবাত’ লংঘনকারীদের মত তাদের অভিশঙ্গ<sup>৬১৪</sup> করার পূর্বেই তোমাদের কাছে যা আছে এর সত্যায়নকারীরূপে আমরা যা অবতীর্ণ করেছি তোমরা এর প্রতি স্বীকার আন। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত অবশ্যই কার্যকরী হয়ে থাকে।

৪৯। নিচয় <sup>۶</sup>আল্লাহ তাঁর শরীক করাকে<sup>৬১৫</sup> ক্ষমা করেন না। এছাড়া যত (পাপ) আছে তা তিনি যার জন্য চান ক্ষমা করে দেন। আর যে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে সে নিচয় মহাপাপের উত্তোলন করেছে।

৫০। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা নিজেদের পবিত্র বলে দাবী করে? বরং আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করেন। আর তাদের ওপর খেজুর বীচির আঁশ পরিমাণও অন্যায় অবিচার করা হবে না।

[৭] ৫১। দেখ! তারা <sup>۷</sup>আল্লাহর প্রতি কিভাবে মিথ্যা আরোপ করছে<sup>৬১৬</sup>। আর সুস্পষ্ট পাপ হিসাবে এটাই যথেষ্ট।

৫২। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল? তারা ‘প্রতিমা’<sup>৬১৭</sup> ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, ‘ধর্মাদর্শের দিক

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৮৯; খ. ২৪৬৬; ৪৪১৫৫; ৭৪১৬৪; ১৬৪১২৫.; গ. ৪৪১১৭;; ঘ. ৪৪৭৮, ১২৫; ১৭৪৭২;; ঙ. ৫৪১০৪; ১০৪৭০; ১৬৪১১৭।

৬১৪। কথাগুলোর অর্থ বা তাৎপর্য হলোঁ: (১) দুটি শাস্তির উভয়টিই ইহুদীদের উপর নেমে আসবে, (২) ইহুদীদের মাঝে অনেকে এক ধরনের শাস্তির শিকার হবে এবং অনেকে অন্য ধরনের শাস্তির শিকার হবে।

৬১৫। ‘শিরক’ আধ্যাত্মিক পরিভাষায় বিদ্বোহের সমান। এ পরিভাষা অনুযায়ী শব্দটির অর্থ হলো কোন বস্তুকে বা অস্তিত্বকে এমনভাবে ভালবাসা বা বিশ্বাস করা, যেভাবে আল্লাহকে ভালবাসতে বা বিশ্বাস করতে হয়। আল্লাহর প্রাপ্য ভয়-ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস ও ভালবাসাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত না করে অন্যকে দান করার নাম ‘শিরক’। ‘লা ইয়াগফিরু’ কথাটি এখানে পারলোকিক ব্যাপারে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ‘শিরকের’ অবস্থায় জীবন কাটিয়ে মৃত্যুর দরজা দিয়ে পরপরে উপস্থিত হয় তাকে ক্ষমা করা হবে না।

৬১৬। ইহুদীদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপের সমতুল্য একটি কথা হলো, আল্লাহ আর নবী প্রেরণ করবেন না। কেননা তারা মনে করে তারাতো পবিত্র আছেই। অতএব তাদের জন্য নবীর কোন প্রয়োজন নেই। আসলে তারা পবিত্র অবস্থায় নেই। যখনই মানুষ সর্বপ্রকার অনাচারে-অত্যাচারে লিঙ্গ হয় তখনই নিশ্চিতভাবে আল্লাহর নবীর অভুদয় হয় এবং এক অন্ধকার যুগেই নবী করীম (সাঃ) এর শুভাগমন হয়েছিল।

৬১৭। ‘আল জিব্ত’ অর্থ প্রতিমা, এমন বস্তু যার মাঝে কোন মঙ্গল নেই, বৃথা বস্তু, দানব, গণক (মুফরাদাত, লেইন)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوذُوا إِنَّكُمْ بِمَا نَعْمَلُ مُنَذَّلُونَ  
نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ آنَّ  
نَطْمَسَ وَجْهًا فَنَرِدُهَا عَلَى آذَارِهَا أَوْ  
نَلْعَنْهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبِّتِ  
وَكَمَّانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا<sup>৬১৮</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ  
يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن  
يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَأَى رَاثِمًا  
عَظِيمًا<sup>৬১৯</sup>

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُرَبُّونَ أَنْفُسَهُمْ  
يَلْهَلُ اللَّهُ يُرْبِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ  
فَتَبِّلَ<sup>৬২০</sup>

أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ  
وَكَفِيْهِ رَاثِمًا مُبِينًا<sup>৬২১</sup>

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوذُوا نَصِيبًا مِنْ  
الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْرِ وَالْطَّاغُوتِ

দিয়ে যারা ঈমান এনেছে<sup>৬১৮</sup> এরা তাদের চেয়ে বেশি হেদায়াতপ্রাপ্ত'।

৫৩। <sup>ك</sup>এদের ওপরই আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। আর আল্লাহ্ যার ওপর অভিসম্পাত করেন তুমি কখনো তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

৫৪। শাসনক্ষমতায় তাদের কি কোন অংশ আছে? সেক্ষেত্রে তারা (এ থেকে) মানুষকে খেজুর বীচির ক্ষুদ্র ছিদ্র পরিমাণও কিছু দিবে না।

৫৫। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সেই কারণেই কি তাদেরকে তারা হিংসা করছে? তাহলে (জানা উচিত) নিশ্চয় আমরা ইব্রাহীমের বংশধরকেও কিতাব এবং প্রজ্ঞা দান করেছিলাম। আর আমরা এক বিশাল সাম্রাজ্যও তাদের দিয়েছিলাম।

৫৬। <sup>ك</sup>এরপর তাদের কিছু লোক তাতে ঈমান আনলো এবং তাদের কিছু লোক তা থেকে বিরত থাকলো। আর (এরপ লোকদের) পোড়ানোর জন্য জাহান্নাম যথেষ্ট।

৫৭। নিশ্চয় যারা আমাদের নির্দশনাবলী অঙ্গীকার করেছে আমরা অচিরেই তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করাবো। তাদের তুক যখনই গলে যাবে আমরা এর পরিবর্তে তাদেরকে ভিন্ন তুক<sup>৬১৯</sup> দিব যাতে তারা আয়াব ভোগ করতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপ্রাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

<sup>১০০</sup>  
<sup>১০১</sup>  
<sup>১০২</sup>  
★  
৫৮। আর <sup>ك</sup>যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমরা অবশ্যই তাদের এমনসব জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে (আমাদের দ্বারা) পবিত্রকৃত সঙ্গী। আর আমরা <sup>ك</sup>ঘন স্নিগ্ধ ছায়ায় তাদের প্রবেশ<sup>৬২০</sup> করাবো।

দেখুন : ক. ২৪১৬০; ৩৪৮৮, ৮৯; খ. ২৪২৫৪; ১০৪৪১; ৬১৪১৫; গ. ৪৪১২৩; ১৩৪৩০; ১৪৪২৪; ২২৪২৪. ২৪২৬; ঘ. ১৩৪৩৬; ৫৬৪৩১।

৬১৮। মুসলমানরা বাইবেলে বর্ণিত সকল নবীকে বিশ্বাস করে এবং এও বিশ্বাস করে যে মুসা (আঃ)কে ঐশী-বিধান দেয়া হয়েছিল। তথাপি এ মুসলমানদের প্রতি ইহুদীদের ঘৃণা ও বিদ্রোহ এত বেশি যে তারা মুসলমান থেকে ঐসব পৌত্রিক আবরদেরকেও বেশি সংপথপ্রাপ্ত বলে ঘোষণা করে, যারা ইহুদীদের নবীগণকে ও গ্রন্থাবলীকে মোটেই মানে না বা স্বীকার করে না।

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُؤُلَاءِ أَهْدِي  
مِنَ الَّذِينَ أَمْنُوا سَبِيلًا<sup>৬১</sup>

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، وَمَن  
يَتَلَعَّنَ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَلَهُ نَصِيرًا<sup>৬২</sup>

أَفَلَهُمْ نَصِيرٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا  
يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا<sup>৬৩</sup>

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَيْنَاهُمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ، فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَّا يَزَهِّبُ  
الْكِتَبَ وَالْعِكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُمْ مُلْعَنًا  
عَظِيمًا<sup>৬৪</sup>

فَمِنْهُمْ مَنْ أَمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ  
عَنْهُ، وَكُفِّرَ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا<sup>৬৫</sup>

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا يَتَّبِعُونَ سَوْفَ  
نُصْلِيهِمْ نَارًا، كُلَّمَا نَضَجَتْ  
جُلُودُهُمْ بَذَلَنْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا  
لِيَتَذَوَّقُوا الْعَذَابَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَزِيزًا حَكِيمًا<sup>৬৬</sup>

وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيفَتْ  
سَنُذَخِّلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ  
فِيهَا أَرْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُذَخِّلُهُمْ ظَلَّاً  
ظَلِيلًا<sup>৬৭</sup>

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ‘আমানতসমূহ<sup>১১</sup>’ এর যোগ্য ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত করার আদেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা যখন শাসন কাজ পরিচালনা কর তোমরা মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন<sup>১২</sup> করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ উপদেশ করতই চমৎকার! আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ।

\* ৬০। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ আনুগত্য কর,<sup>১৩</sup> তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্তৃপক্ষেরও (আনুগত্য কর)। কিন্তু (কর্তৃপক্ষের সাথে) কোন বিষয়ে<sup>১৪</sup> তোমরা মতভেদ করলে এ বিষয়টি আল্লাহ্ ও রসূলের সমীপে উপস্থাপন কর, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখ। এ হলো সর্বোত্তম (পস্তা) এবং পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে ভাল।

[১]  
৫

৬১। তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি যারা দাবী করে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল এর প্রতি তারা ঈমান এনেছে? তারা শয়তানকে দিয়ে মীমাংসা করাতে চায়। অথচ তাকে অঙ্গীকার করার জন্যই তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল। আর শয়তান তাদের চরম পথভৃষ্টতায় দিশেহারা করে দিতে চায়।

দেখুন : ক. ৮৪২৮; খ. ৮৪৮৪.; গ. ৮৪৬৬।

৬১১। চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন এ সত্য প্রতিষ্ঠা করেছে যে মাংস থেকে তৃক অধিক অনুভূতিশীল। কেননা তৃকে অনেক বেশি স্নায় থাকে। মাংস বদল করার কথা না বলে কুরআন দোষখবাসীদের গলে যাওয়া তৃকের স্থলে পুনরায় তৃক সংযোজন করার কথা বলার মাধ্যমে এ সত্যটি ‘চৌদশ’ বছর পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছে।

৬১২। ‘ঘন স্নিফ্ফ ছায়া’ এর তাত্পর্য হলো, দুঃখ-যাতনা ও দুষ্পিত্তা-দুর্ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, শান্তি ও প্রসন্নতার একটা নির্মল পরিবেশ। ৬২১। শাসন-ক্ষমতা বা কর্তৃত্বকে এখানে জনগণের ‘আমানত’ বলা হয়েছে। এ দিয়ে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে আমানতের অধিকর্তা হলো জনগণ, কোন ব্যক্তি বা বাদশাহ বা বংশ-বিশেষ নয়। কুরআন কোন নির্দিষ্ট বংশ দ্বারা দেশ-শাসন, কিংবা বংশানুকরণিক শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ সমর্থন করে না। বরং এর বিপরীত জনগণের প্রতিনিধির দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকেই অনুমোদন করে। রাষ্ট্রের প্রধান হবেন নির্বাচিত ব্যক্তি, আর সেই পদে নির্বাচনের জন্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিকে ভোট দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম পদের আকাঙ্ক্ষা করতে নিষেধ করেছে (বুখারী : কিতাবুল আহকাম)।

৬২২। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানগণকে এবং শাসন কার্যে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিজেদের কর্তৃত্বের সম্বুদ্ধার করেন।

\* ৬২৩। [কোন কোন লোক ‘উলীল আমরে মিনকুম’ (অর্থাৎ তোমাদের কর্তৃপক্ষ) আরবী অভিযান্তি সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। বিশেষভবে লক্ষণীয় ‘মিনকুম’ শব্দটি দু’টি উক্তির সমন্বয়ে গঠিত। একটি হলো ‘মিন’ এবং অন্যটি হলো ‘কুম’। ‘মিন’ এর অর্থ হলো ‘হতে’ এবং ‘কুম’ এর অর্থ হলো ‘তোমরা’। আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করতে গিয়ে কোন কোন অনুবাদক এ বাক্যাংশটি ‘তোমাদের মাঝে থেকে’ অর্থে বুঝেছেন। সেফলে এর অর্থ হলো, ‘তোমরা কেবল সেই কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করবে যারা তোমাদের মাঝে থেকে হবে’। এতে কেবল মুসলিম কর্তৃপক্ষকে বুঝায়। এ বিশেষ ক্ষেত্রে ‘মিন’ উক্তি কেবল ‘উলীল আমর’ শব্দবয়ের সাথে ‘কুম’ উক্তির মাধ্যমে সম্বন্ধিত।]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْذِنُوا الْأَمْنِيَةَ  
إِلَى أَهْلِهَا وَلَاذِ حَكْمَتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَعِمَّا  
يَعْظُلُكُمْ إِنْ دَرَأَ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا<sup>১৫</sup>

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ مِنْكُمْ هُوَ  
شَنَازٌ عَثْمٌ فِي شَيْءٍ قَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ  
الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِإِيمَانِ  
الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ  
تَأْوِيلًا<sup>১৬</sup>

أَلْمَتَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْجُونَ أَنْهُمْ  
آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ لَأَنِّي لَكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ  
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى  
الْطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا  
بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلُهُمْ  
ضَلَالًا بَعِيدًا<sup>১৭</sup>

৬২। আর তাদের ক্ষয়খন বলা হয়, ‘আল্লাহ্ যা অবর্তীর্ণ করেছেন এর দিকে এবং এ রসূলের দিকে আস’ তখন তুমি মুনাফিকদেরকে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে পড়তে দেখবে।

\* ৬৩। এটা কেমন কথা, তাদের কৃতকর্মের দরুণ তাদের ওপর কোন বিপদ নেমে এলে তারা তোমার কাছে এসে আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে থাকে, ‘আমরা যে কেবল কল্যাণ সাধন ও পারম্পরিক সম্প্রীতিই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম’।

৬৪। এদের অন্তরে যা রয়েছে আল্লাহ্ তা ভাল করেই জানেন। সুতরাং তুমি এদের উপেক্ষা কর, সদুপদেশ দাও এবং এদেরকে মর্মস্পর্শ কথা বল<sup>৬২৪</sup>।

৬৫। আর আমরা প্রত্যেক রসূলকে কেবল এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যেন আল্লাহর আদেশে তার আনুগত্য করা হয়<sup>৬২৫</sup>। আর তারা যখন খনিজদের প্রতি যুলুম করেছিল তখন তারা যদি তোমার কাছে আসতো ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতো এবং এ রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতো তাহলে তারা নিশ্চয় আল্লাহকে অধিক তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী হিসেবে দেখতে পেত।

৬৬। কিন্তু না, তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম, যেসব বিষয়ে তাদের মাঝে বিবাদ হয়ে থাকে ‘সেইসব বিষয়ে

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
وَإِنَّمَا الرَّسُولُ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ  
يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا<sup>২১</sup>

فَكَيْفَرَادَآ أَصَا بِئْهُمْ مُصِبَّيَةً بِمَا كَفَدَ مَثَّ  
أَيْدِيهِمْ شُمَّ جَاءُوكَ يَخْلُفُونَ هَذِهِ  
لَانَ أَرَدْ نَارًا لَّا إِخْسَانًا وَتَوْفِيقًا<sup>২২</sup>

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي  
قُلُوبِهِمْ فَأَغْرِضُ عَنْهُمْ وَعَظِيمُهُمْ  
قُلْ لَهُمْ فِي آنفِسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا<sup>২৩</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ  
بِرِّادِنَ اللَّهِ وَلَئِنْ أَنْهُمْ إِذْ  
أَنْفَسُهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ  
وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجُدُوا  
اللَّهُ تَوَابًا رَّحِيمًا<sup>২৪</sup>

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى  
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ شُمَّ لَا

দেখুন : ক. ৬৩৯৬; খ. ৪৪১১; গ. ৪:৬০

পদের সাথে সংযোগ সাধন করে। অতএব অনুবাদটি হবেঃ ‘তোমাদের কর্তৃপক্ষ’। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজিতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহেঃ) কর্তৃক প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য)]

৬২৪। হ্যরত নবী করীম (সা:) মুনাফিকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ পেয়েছিলেন। কারণ তারা তখনো একেবারে পুনরঞ্চারের বাইরে চলে যায়নি বা অপরিবর্তনীয় অবস্থায় পৌঁছে যায়নি। হ্যরতে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হবে। তাই তাদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি।

৬২৫। এ আয়াতের প্রথম বাক্যটি থেকে অনেকেই এরপ ব্যাখ্যা করতে চান যে নবী যাদের মাঝে আবির্ভূত হন, সেই নবীকে মান্য করা তাদের অবশ্য কর্তব্য কিন্তু সে নবীর জন্য অন্য নবীকে মান্য করার আবশ্যিকতা নেই, এরপ ধারণা স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত ভাস্তিপূর্ণ। নবী অন্যান্য সকলের জন্য বাধ্যতামূল্কভাবে অনুসরণযোগ্য হওয়ার কারণে তাঁর অন্য নবীর অনুসারী হওয়ার সঙ্গবনা নেই, এ ধারণা সঠিক নয়। হাকম (আঃ) নবী হওয়া সত্ত্বেও মুসা নবী (আঃ) এর অধীনস্থ ছিলেন (২০:৯৪)।

যতক্ষণ তারা তোমাকে বিচারক না মানবে, এরপর তোমার মীমাংসায় তাদের অন্তর দিখাহীন না হবে এবং তারা পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করবে<sup>৬২৬</sup> ততক্ষণ তারা মু'মিন হবে না।

\* ৬৭। আর আমরা যদি তাদের এ (বলে) আদেশ দিতাম, ক.'তোমরা নিজেদের হত্যা কর'<sup>৬২৭</sup> অথবা নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বের হয়ে পড়' তাহলে তাদের খুব কম লোকই তা পালন করতো। আর তাদের যে উপদেশ দেয়া হয় তারা তা পালন করলে তাদের পক্ষে তা অবশ্যই অতি মঙ্গলজনক এবং (ঈমানের) দৃঢ়তার কারণ সাব্যস্ত হতো।

৬৮। আর আমরা নিশ্চয় সেক্ষেত্রে নিজ পক্ষ থেকে তাদের এক মহা প্রতিদান দিতাম।

৬৯। আর নিশ্চয় আমরা \*তাদেরকে সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করতাম।

৭০। আর \*যে (সব ব্যক্তি) আল্লাহ ও এ রসূলের আনুগত্য করবে এরাই তাদের<sup>৬২৮</sup> অন্তর্ভুক্ত হবে, \*যাদের আল্লাহ পুরক্ষার দান করেছেন (অর্থাৎ এরা) নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্দের (অন্তর্ভুক্ত হবে)। আর এরাই সঙ্গী হিসাবে উভয়<sup>৬২৯</sup>।

**يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَشْكِيمًا**

**وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ افْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ أَخْرُجُوهَا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤْعَظِّونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ أَشَدُّ تَشْكِيمًا**

**وَإِذَا لَأْتَنَّاهُمْ مِّنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا**

**وَلَهُمْ يَنْهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا**

**وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّابِقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِيدَاءُ وَالصَّلِيْحِينَ وَ حَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا**

দেখুন : ক. ৬৪৮; ; খ. ১৯৩৭; ৩৬৬২; ৪২৫৩,৫৪; গ. ৪৪১৪; ৮৪২৫; ঘ. ১৪৭; ৫৪২১; ১৯৫৯।

৬২৬। এ নির্দেশ মুসলমান রাষ্ট্রপতিকে মহানবী (সাঃ) এর স্বপক্ষে প্রযোজ্য। অতএব এটা রাশেদ (পথ-প্রাণ্ত) খলীফাগণের স্বপক্ষেও প্রযোজ্য।

৬২৭। 'উক্তুলু আনফুসাকুম' দ্বারা 'তোমরা নিজেদের হত্যা কর' বুঝায় না, বরং 'নিজেদের কু-প্রবৃত্তিগুলোকে হত্যা কর' বুঝায় (২৪৫৫) অথবা 'আল্লাহর পথে আগোংসর্গ কর' বুঝায়।

\* [এ অভিব্যক্তিটির সঠিক অনুবাদ হলো, 'তোমরা নিজেদের হত্যা কর'। এর অর্থ কখনো এ নয় যে তাদেরকে আত্মহত্যা করতে বলা হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো, তাদের অমিত্বুকে হত্যা করতে এবং আল্লাহর ইচ্ছার সমীক্ষে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন কুরামের পরিশিষ্টে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬২৮। 'মাআ' অব্যয়টি দ্বারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র সন্নিবেশ, এক সময়ে সন্নিবেশ, একই পদে বা মর্যাদায় সন্নিবেশ বুঝায়। 'সাহায্য' অর্থটি ও শব্দের মধ্যে নিহিত আছে, যেমন ৯৪০-এ দৃষ্ট হয় (মুফ্রাদাত)। কুরআনে 'মাআ' শব্দটি বহুস্থলে 'ফি' (অন্তর্ভুক্ত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন- ৩১১৯৪ এবং ৪৪১৪৭।

৬২৯। এ আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে বলা হয়েছে, মুসলমানদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির সকল দরজা খোলা আছে। চারটি আধ্যাত্মিক পদ-মর্যাদা যথা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ- এ চারটি আধ্যাত্মিক পদমর্যাদাই হ্যারত রসূলে আকরম (সাঃ) এর অনুসরণের ফলে লাভ করা যায়। একমাত্র হ্যারত রন্ধন নবী (সাঃ) এর জন্যই এ অনন্য মহাসম্মান সংরক্ষিত রয়েছে।

এ সশ্মান অন্য কোন নবী লাভ করেননি। হ্যারত নবী করীম (সাঃ) এর ক্ষেত্রে এবং তাঁর অনুসারীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত অর্থ যে সত্য তা কুরআনের ৫৭১২০ আয়াত পাঠেও উপলব্ধি করা যায়, যেখানে সাধারণভাবে নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে তারা তাদের প্রভুর নিকট সিদ্দীক ও শহীদগণের পর্যায়ভুক্ত। এ দু'টি আয়াতকে (৪৪৭০ এবং ৫৭১২০) একত্রে মিলিয়ে পাঠ করলে দেখা যায়, অন্যান্য নবীগণের অনুসারীরা যে স্থলে সিদ্দীকের, শহীদের এবং সালেহদের মর্যাদায় ভূষিত হতে পেরেছেন, এর উপরের মর্যাদায় যেতে পারেননি, সে স্থলে হ্যারত নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারীরা নবীর মর্যাদা লাভ করতে পারেন। আলু 'বাহুরূল মুহাইত' (৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৭) এ ইমাম রাগেবের একটি উদ্বৃত্তি সন্নিবেশিত হয়েছে, 'আল্লাহ এ আয়াতে মুসলিম উম্মতকে চার শ্রেণীতে ভাগ করে তাদের জন্য চারটি স্তর নির্ধারণ করেছেন। এ স্তরগুলোর কোন কোনটি কেন কোনটির নিচে এবং আল্লাহ চেয়েছেন, মু'মিনরা যেন নিচের স্তরে থেকে না যায় বরং উচ্চতম স্তরে পৌছাব চেষ্টা করে।' তাতে আরো বলা হয়েছে, 'নবুওয়ত দুই প্রকারের- সাধারণ ও বিশেষ। বিশেষ প্রকারের নবুওয়ত, যা শরীয়তবাহী, তা লাভ করা যাবে না অর্থাৎ তা লাভের পথ রুদ্ধ, কিন্তু সাধারণ নবুওয়ত লাভের পথ খোলা রয়েছে।' অর্থাৎ কেবল আঁ হ্যারত (সাঃ) এর পূর্ণ অনুকরণ এবং অনুসরণের মাধ্যমে শরীয়ত-বিহীন উম্মতি নবুওয়তের পুরক্ষারের দরজা খোলা রয়েছে।

[১] ৭১। এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ। আর সর্বজ্ঞ  
[১] ৬ হওয়ার দিক থেকে আল্লাহই যথেষ্ট।

৭২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের নিরাপত্তার<sup>৩০০</sup>  
ব্যবস্থা গ্রহণ কর। এরপর তোমরা ছোট ছোট দলের আকারে  
বের হতে পার<sup>৩১</sup> অথবা সশ্রিতভাবেও বের হতে পার।

৭৩। আর তোমাদের মাঝে নিচয়ই এমন লোকও আছে, যে  
গড়িমসি করবে এবং তোমাদের কোন বিপদ ঘটলে সে বলবে,  
'আল্লাহ আমার ওপর অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন। কারণ আমি  
তাদের সাথে (এ বিপদে) উপস্থিত ছিলাম না'<sup>৩২</sup>

৭৪। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কোন অনুগ্রহ  
হলে সে অবশ্যই বলবে, 'হায়! আমি যদি তাদের সাথে  
থাকতাম তাহলে আমিও মহা সাফল্য অর্জন করতাম।' ভাবটা  
এমন যেন তার সাথে তোমাদের কোন সুসম্পর্কই ছিল না।

৭৫। সুতরাং<sup>৩৩</sup> যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন  
বিসর্জন দেয় আল্লাহর পথে তাদের যুদ্ধ করা উচিত। আর যে  
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক,  
অবশ্যই আমরা তাকে এক মহা পুরক্ষার দিব।

৭৬। আর তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং  
<sup>৩৪</sup> সেইসব অসহায় দুর্বল<sup>৩২-ক</sup> নরনারী ও শিশুদের উদ্ধারের  
জন্য কেন যুদ্ধ করছ না<sup>৩৩</sup>, যারা বলে 'হে আমাদের প্রভু-  
প্রতিপালক! তুমি এ শহর থেকে আমাদের বের করে নাও।  
(কেননা) এর অধিবাসীরা বড়ই যালেম। আর তুমি নিজ পক্ষ থেকে

দেখুন ৪ ক. ১৯১১; খ. ৪৯৯।

\* [এ আয়াতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। প্রথমত 'আর রসূল' বলতে মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অর্থাৎ এ বিশেষ  
রসূলকে বুবায়। দ্বিতীয়ত তোমরা এ রসূলের আনুগত্য করলে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যাদের মাঝে নবীও রয়েছেন, সিদ্ধীকও  
রয়েছেন, শহীদও রয়েছেন এবং সালেহ্তও রয়েছেন।]

এর অর্থ হলো, মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে নবীও আসতে পারে। এস্তে 'মাআ' শব্দটির অর্থ করতে গিয়ে কোন কোন  
আলেম এই বলে হঠকারিতা দেখান যে তাঁরা তাঁদের সাথে থাকবেন, কিন্তু তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আলেমরা এর সমর্থনে বলেন, 'হাসুনা  
উলাইকা রাফিকু' তে বলা হয়েছে তাঁরা উত্তম সাথী হবে অর্থাৎ তাঁরা নবীদের সাথে থাকবেন, কিন্তু নিজেরা নবী হবেন না। এ আয়াতের এই  
অনুবাদ করা হলে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকারীরা নবীদের সাথে থাকবেন, কিন্তু নিজেরা নবী হবেন না। তাঁরা  
সিদ্ধীকদের সাথে থাকবেন, কিন্তু নিজেরা সিদ্ধীক হবেন না। তাঁরা শহীদদের সাথে থাকবেন, কিন্তু নিজেরা শহীদ হবেন না। তাঁরা সালেহদের  
সাথে থাকবেন, কিন্তু নিজেরা সালেহ হবেন না। কুরআন করীমের অনেক আয়াতে 'মাআ' শব্দটি 'মিন' অর্থাৎ 'অন্তর্ভুক্ত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।  
উদাহরণস্বরূপ সুরা আলে ইমরানের ১৯৪, সুরা নিসার ১৪৭ এবং সুরা আল হিজরের ৩২ আয়াত দ্রষ্টব্য।

এছাড়া 'মাআল্লায়ীনা আনআমাল্লাহু আলায়হিম' এর পরে 'মিনাল্লায়ীসনা' বলা হয়েছে। (আরবী ব্যাকরণে এ) 'মিন'কে বায়নিয়া বলা হয়। এর  
অর্থ হলো তাদের অন্তর্ভুক্ত। (হয়রত খলীফাতুল মসাইত রাবে) (রাহে): কর্তৃক উদ্বৃত্তে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য।)

৬৩০। 'হিয়র' মানে সর্তকতা, পূর্ব সর্তকতা, পাহারা, সদা-প্রস্তুত অবস্থা, অথবা ত্বরের অবস্থা (লেইন)। প্রতিরক্ষার জন্য যতসব সর্তকতা  
ও প্রস্তুতির প্রয়োজন, 'হিয়র' শব্দ দ্বারা এর সবটাকেই বুবায়, এমন কি আত্মরক্ষার অন্ত পরিধান করা পর্যন্তও বুবায়।

৬৩১। 'সুবাহ' অর্থ একদল লোক, নির্দিষ্ট কোন দল, একদল অশ্বারোহী (লেইন)।

৬৩২, ৬৩২-ক এবং ৬৩৩ টীকা পরবর্তী পঞ্চায় দ্রষ্টব্য।

ذِلِّكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفَى بِالشُّوْعَرَ  
عَلَيْهِمَا<sup>④</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَذِّرُوا حَذِّرُوا حَذِّرُوا  
فَإِنْفِرُوا أَثْبَاتٍ أَوْ إِنْفِرُوا جَوَيْنِعًا<sup>④</sup>

دَرَانَ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيْبَطَئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتْكُمْ  
مُّصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ رَأْلَمَ  
أَكُنْ مَعْهُمْ شَهِيدًا<sup>④</sup>

وَلَيْسَنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ  
كَانَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوْدَةٌ  
يُلَيْسِيَنِي كُنْتُ مَعْهُمْ فَأَفْوَزَ فَوْزًا  
عَظِيمًا<sup>④</sup>

فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ  
نُؤْتِيَهُ أَجْرًا عَظِيمًا<sup>④</sup>

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
وَالْوُلَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا  
آخِرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَّةِ الظَّالِمِ

আমাদের জন্য কোন অভিভাবক নিযুক্ত কর এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও নিযুক্ত কর।

১০  
[৬]  
৭

৭৭। যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আর যারা অস্বীকার করেছে তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। শয়তানের চক্রান্ত নিশ্চয় দুর্বল হয়ে থাকে।

৭৮। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদের বলা হয়েছিল তোমরা নিজেদের নিবৃত্ত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও'। এরপর তাদের জন্য 'যখন যুদ্ধ বাধ্যতামূলক করে দেয়া হলো তখন তাদের এক দল আল্লাহকে ভয় করার ন্যায় মানুষকে ভয় করতে লাগলো বা এর চেয়েও বেশি (ভয় করতে লাগলো)। আর তারা বললো, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের জন্য কেন যুদ্ধ বাধ্যতামূলক করলে?' কেন তুমি আরো কিছু সময়ের জন্য আমাদের অবকাশ দিলে না?'<sup>৬৩৪</sup> তুমি বল, 'পার্থিব কল্যাণ অতি তুচ্ছ। কিন্তু যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে পরকাল তার জন্য অধিক উত্তম। আর 'তোমাদের ওপর খেজুর বীচির আঁশ পরিমাণও অন্যায় অবিচার করা হবে না।'

৭৯। তোমরা যেখানেই থাক, এমনকি তোমরা এক সুরক্ষিত দুর্গে<sup>৬৩৫</sup> থাকলেও 'মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। আর তাদের কোন কল্যাণ হলে তারা বলে, 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে'। আর তাদের কোন অনিষ্ট হলে তারা বলে, '(হে মুহাম্মদ!) এটা তোমার দরংন ঘটেছে।' তুমি বল, 'সব আল্লাহরই পক্ষ থেকে হয়ে থাকে'<sup>৬৩৬</sup>। অতএব এ লোকগুলোর হয়েছে কী, এরা যে কথা মোটেও বুঝতে চায় না?

أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَرِبِّيًّا  
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا<sup>①</sup>

أَلَّذِينَ أَمْتُوا يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  
الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَنِ حَرَثَ  
كَيْدَ الشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا<sup>②</sup>

أَللَّهُ تَرَاهُ إِلَى الَّذِينَ رَقِيمَ لَهُمْ كُفُوا  
أَيْدِيهِمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُثْوَ  
الزَّكُوْهَةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ  
إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ  
كَخْشِيَةً اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً وَقَالُوا  
رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَاهُ  
آخِرُتْنَا إِلَيْ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ  
الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ  
أَتَقِنَ سَوْلَا تُظْلَمُونَ فَتَيَّلَ<sup>③</sup>

آئِنَّ مَا تَكُونُوا مِذْرَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ  
كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَلَوْ  
تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ  
عِنْدِ اللَّهِ وَلَوْنَ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا  
هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ  
اللَّهِ فَمَا لَهُؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ  
يَفْقَهُونَ حَدِيثًا<sup>④</sup>

দেখুন : ক. ২১২৪৭; ৪৪৬৭; খ. ১৪৪৪৫; ৬৩৪১১; গ. ৯৯৩৮; ৫৭৪২১; ঘ. ৪৪৫০; ঙ. ৬২৯৯।

৬৩২। এ আয়াত মুনাফিকদের কথা ও তাদের দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছে। তারা ইসলামের অভ্যন্তরীণ শক্র।

৬৩২-ক। মুসলমানরা কখনো যে যুদ্ধ শুরু করেনি এ আয়াতটি তার একটি জুলন্ত প্রমাণ। তারা কেবল আত্মরক্ষার জন্য ধর্মকে সংরক্ষণ করার জন্য এবং দুর্বল স্বধর্মীগণকে অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করেছিল।

৬৩৩। এ বাক্যাংশটির অনুবাদ এরপও হতে পারে, তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর না।

৬৩৪। এ আয়াতটি ঐ শ্রেণীর লোকদের কথা বলছে, যারা যুদ্ধ করার প্রয়োজনের সময়ে নানা অজুহাতে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে, কিন্তু যখন যুদ্ধ করার কেন প্রয়োজন থাকে না তখন যুদ্ধ করার জন্য বড় অগ্রহ দেখায়। এতে স্পষ্ট বুরা যায়, তাদের এ আগ্রহ, হয় কপটা না হয় সাময়িক উদ্দেশ্যনামাত্র।

৬৩৫। এ বাক্যটি একদিকে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে মৃত্যু যে একটি অবশ্যভাবী সত্য এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। অপর দিকে মুনাফিকদেরকে বিশেষভাবে বলে দিচ্ছে, তারা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ প্রদত্ত যুদ্ধের আদেশকে অমান্য করছে।

৮০। তুমি যে কল্যাণই লাভ কর তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এবং তোমার যে অকল্যাণ হয় তা তোমার নিজের কারণেই হয়<sup>৩০৭</sup>। আর আমরা তোমাকে মানবজাতির জন্য রসূল করে পাঠিয়েছি। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

৮১। যে-ই এ রসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করে। আর যে মুখ ফিরিয়ে রাখে (সে ক্ষেত্রে স্মরণ রেখো) আমরা তোমাকে তাদের রক্ষক হিসাবে পাঠাইনি।

৮২। আর তারা আনুগত্যের কথা (কেবল মুখেই) বলে। কিন্তু তারা যখন তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে আসে তখন তাদের একদল তুমি যা বলেছ এর বিরুদ্ধে<sup>৩০৮</sup> গোপন পরামর্শ করে রাত কাটায়<sup>৩০৯</sup>। আর তারা রাতে যেসব গোপন পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিখে রাখেন। অতএব তুমি তাদের উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর ওপর ভরসা কর। আর কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

\* ৮৩। তবে কি<sup>\*</sup> তারা এ কুরআনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করে না? আর এ (কুরআন) যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে এসে থাকতো তাহলে নিশ্চয় তারা এর মাঝে অনেক স্ববিরোধিতা<sup>৩১০</sup> খুঁজে পেত।

\* ৮৪। আর তাদের কাছে যখন শান্তি বা ভীতির কোন সংবাদ আসে তখন তারা তা বলে বেড়ায়<sup>৩১১</sup>। অথচ তারা যদি (বলে না বেড়িয়ে) তা রসূলের কাছে অথবা<sup>\*</sup> নিজেদের কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করতো তাহলে তাদের মাঝে যারা তথ্য উদঘাটনে সক্ষম তারা অবশ্যই এর (প্রকৃত) বিষয়টি জানতে পারতো।

দেখুন : ক. ৪৪১০; খ. ৪৭৪২৫; গ. ৪৯৬০।

৬৩৬। 'সব আল্লাহরই পক্ষ থেকে' এ কথার অর্থ হলো, আল্লাহই সব কিছুর সর্বশেষ নিয়ন্তা। বিশ্বের যেখানে যখনই মানুষের জীবনে ভাল বা মন্দ ঘটে তা প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম অনুসারেই ঘটে অথবা আল্লাহর কোন না কোন বিশেষ আদেশের অধীনে ঘটে।

৬৩৭। আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বাভাবিক শক্তি ও কর্মক্ষমতা দ্বারা ভূষিত করেছেন। এগুলোর সঠিক ব্যবহারের ফলে মানুষ জীবনে কৃতকার্য্য লাভ করতে পারে। আবার এগুলোর অপ্যবহার দ্বারা জীবনে বিপদাপদও ডেকে আনতে পারে। তাই এখানে মানুষের মঙ্গলকে আল্লাহর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। কারণ মানুষের জন্য আল্লাহ মঙ্গলই চান এবং মানুষের অকল্যাণকে মানুষের নিজের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ মানুষের জন্য অঙ্গল চান না।

৬৩৮। এখানে যে গোপন পরামর্শের কথা বলা হয়েছে তা রাতেও হতে পারে বা দিনেও হতে পারে। যেহেতু সাধারণত রাত্রিকালেই গোপনে যত্নবন্ধুলক সলা-পরামর্শ করা হয়, সেহেতু 'বাইয়াতা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে রাতের গোপনীয়তা ও আচ্ছন্ন অবস্থা বুঝাবার জন্য।

\* ৬৩৯। [‘ইখতিলাফান কাসীরান’ শব্দ দু’টির অর্থ হচ্ছে অনেক স্ববিরোধ। এ আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ যদি এ পবিত্র কুরআনের প্রণেতা হতো তাহলে মানুষ এর মাঝে নিশ্চয় অনেক স্ববিরোধী শিক্ষা ও কথা দেখতে পেত। অর্থাৎ আল্লাহর বাণীতে কোন স্ববিরোধিতা নেই। সুরা আল্ মূলক এর ৪ আয়াতে একই ধরনের একটি দাবী বিশ্বজগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও করা হয়েছে। এতে ঘোষণা করা হয়েছে আল্লাহর কাজে কোন খুঁত বা অসংগতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمَنَّ اللَّهُ بِهِ  
مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمَنْ نَفِقَكَ  
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى  
بِاللَّهِ شَهِيدًا<sup>(\*)</sup>

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ  
تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا<sup>(\*)</sup>

وَيَقُولُونَ طَاعَةً رَفِادًا بَرَزْوًا مِنْ  
عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةَ قَنْمُمْ غَيْرَ الَّذِي  
تَقُولُونَ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ  
فَإِغْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ  
كَفِي بِاللَّهِ وَكَيْلًا<sup>(\*)</sup>

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ  
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ  
الْخِتْلَا فَأَكْثِيرًا<sup>(\*)</sup>

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ أَلَّا مِنْ أَوْلَى  
آدَأَ عُوَاهِهِ وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى  
أُولَئِكَ مِنْهُمْ لَعِلْمَهُ الَّذِينَ

আর তোমাদের ওপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর ক্ষেত্রে থাকতো তাহলে নিশ্চয় তোমরা অঙ্গ সংখ্যক লোক ছাড়া সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে।

৮৫। অতএব তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর<sup>৬৪১</sup>। তোমার নিজের (দায়ভার) ছাড়া অন্য কারো দায়ভার তোমার ওপর চাপানো হবে না। আর তুমি ক্ষমামিনদের উদ্বৃদ্ধি করতে থাক। যারা অঙ্গীকার করেছে আল্লাহ তাদের যুদ্ধ সম্ভবত থামিয়ে দিবেন। আর আল্লাহ যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রবল এবং শিক্ষণীয় শাস্তি প্রদানেও অতি কঠোর।

\* ৮৬। যে কেউ উত্তম সুপারিশ করে তার জন্য এর এক অংশ থাকবে। আর যে কেউ মন্দ সুপারিশ করে তার জন্য এর (মন্দ ফলাফল) থেকে তদ্বপ অংশ<sup>৬৪২</sup> থাকবে। আর আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

\* ৮৭। আর তোমাদেরকে যখন সালাম ও শুভেচ্ছার উপহার দেয়া হয় তখন তোমরা এর চেয়ে উত্তম (সালাম ও শুভেচ্ছার) উপহার দিবে অথবা (কমপক্ষে) এর অনুরূপই দিবে<sup>৬৪৩</sup>। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

দেখুন ৪ ক. ৮৪৬৬।

৬৪০। এখানে নিরাপত্তা বিষয়ক শুভ সংবাদের কথা প্রথমে বলার পর ভীতি-বিষয়ক সংবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কুরআন এখানে যুদ্ধের বিষয়ে কথা বলছে। যুদ্ধের সময়ে কেন কেন অবস্থায় শাস্তি-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আনন্দসূচক সংবাদাদি ছড়ানোও যুদ্ধ-ভীতির সংবাদাদি ছড়ানো হতে অধিক বিপজ্জনক হয়। সাধারণ অবস্থায়ও কোন সংবাদ শুনেই তা প্রচার করতে থাকা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। কেননা সংবাদটি গুজবও হতে পারে এবং শক্রের উদ্দেশ্যমূলক কারসাজিও হতে পারে। ‘উলীল আম্র’ (আদেশ দেয়ার অধিকারী কর্তৃপক্ষ) বলতে মহানবী (সা:)কে কিংবা তাঁর খলীফাবৃন্দ কিংবা তাঁদের নিয়োজিত আয়ীরগণকে বুঝায়।

৬৪১। ‘যুদ্ধ কর’ এ আদেশটি কেবল নবী করীম (সা:) এর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে প্রযোজ্য নয়। যদি তা হতো তাহলে পরবর্তী বাক্যাংশটি হতো ‘ইল্লা নাফসুকা’ তুমি ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। কিন্তু পরবর্তী বাক্যটি হচ্ছে ‘ইল্লা নাফসাকা’ (তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারো দায়ভার তোমার উপর চাপানো হবে না)। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াত বলছে, প্রত্যেক ব্যক্তি এমন কি নবী করীম (সা:) ও ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে দায়ী। তবে মহানবী (সা:) এর এ বিষয়ে দায়িত্ব দু'টি-একটি দায়িত্ব নিজে যুদ্ধ করা, অন্য দায়িত্বটি তাঁর অনুসারীদেরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করা, যদিও তিনি তাদের জন্য দায়ী নন।

৬৪২। এ আয়াতের তাৎপর্য হলো, সুপারিশ করার কাজটি হালকা মনে করা ঠিক নয়। যে ব্যক্তি অন্যের জন্য কোন সুপারিশ করে সে পুরস্কৃত হবে। অন্যথায় তার সুপারিশের খারাপ ফলাফলের জন্য সে দায়ী হবে। এ কথাটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ‘উত্তম সুপারিশের’ ক্ষেত্রে ‘নসীব’ (অংশ) শব্দ দ্বারা পুরস্কারের ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং ‘মন্দ (কাজের) সুপারিশের’ ফলক্ষণতি ‘কিফল’ (সমান অংশ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে বুঝানো হয়েছে, মন্দ-সুপারিশের শাস্তি সম-পরিমাণের হবে। কিন্তু উত্তম সুপারিশের পুরস্কার হবে অনেক বেশি। আল্লাহ তাআলা এর ন্যূনতম পরিমাণ বলেছেন দশগুণ।

\* ৬৪৩। [কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচ্য আয়াতটির শাস্তি অনুবাদ বিষয়টিকে কেবল মৌখিক শুভেচ্ছা প্রকাশে সীমাবদ্ধ করে দেয়, অথচ এতে যে তাগিদপূর্ণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে এর গভী অনেক ব্যাপক। প্রকৃতপক্ষে এ দিয়ে কেবল মৌখিক শুভেচ্ছা বুঝানো হয়নি বরং সব ধরনের উপহার উপটোকনের ক্ষেত্রেও এ শিক্ষা প্রযোজ্য। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

يَسْتَبِّطُونَهُمْ وَأَتَوْلَافَضْلُ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُنَّ الشَّيْطَنَ  
إِلَّا قَلِيلًا⑦

فَقَاتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكَفُّرَ إِلَّا  
نَفْسَكَ وَحْرِضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى  
اللَّهُ أَن يَكْفُفَ بَأْسَ الظَّيْنَ كَفَرُوا  
وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا شَدَّ تَنْكِيلًا⑧

مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً يَكُن لَّهُ  
نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً  
سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كَفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ  
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيمًا⑨

وَلَا ذَا حِيَّتُم بِتَحْيَيَةٍ قَحِيُّوا بِأَحْسَنِ  
مِنْهَا أَوْ زَدُوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ حَسِيبًا⑩

[১১] ৮

৮৮। তিনি আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি অবশ্যই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমাদের একত্র করতে থাকবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ অপেক্ষা কথায় অধিক সত্যবাদী আর কে?

৮৯। তোমাদের হয়েছে কী, (তোমরা) মুনাফিকদের<sup>৬৪৪</sup> বিষয়ে কেন দু'দলে বিভক্ত? অথচ আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের দরজন তাদের বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেছেন তোমরা কি তাকে হেদায়াত দিতে চাচ্ছ? আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তুমি তার জন্য কোন পথ খুঁজে পাবে না।

৯০। <sup>ك</sup>তারা চায় তোমরাও যেন সেভাবে অস্বীকার কর যেভাবে তারা অস্বীকার করেছে যাতে তোমরা সবাই একই রকম হয়ে যাও। অতএব যতক্ষণ তারা আল্লাহর পথে হিজরত না করে ততক্ষণ তাদের কাউকেও<sup>৬৪৫</sup> বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এরপর তারা ফিরে গেলে তোমরা যেখানেই তাদের নাগাল পাও তাদের ধর ও হত্যা কর<sup>৬৪৬</sup>। আর তাদের কাউকে বন্ধুরূপে বা সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করো না।

৯১। তবে তাদের কথা ভিন্ন যারা এমন লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, অথবা তারা তোমাদের কাছে এমতাবস্থায় আসে যে তাদের হন্দয় তোমাদের বা তাদের নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সংকোচ বোধ করে। আর আল্লাহ্ চাইলে অবশ্যই তিনি তোমাদের ওপর তাদের

آتَهُنَّ لَرَبِّهِمْ إِلَّا هُوَ لَيَعْلَمَ مَعْنَاتُكُمْ إِلَى يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ لَا رَبِّ يَرِبِّ فِيهِ، وَمَنْ أَصْدَقُ  
مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا<sup>৬৪৭</sup>

فَمَا كُمْ فِي الْمُنْفَقِينَ فَنَتَّيْنِ وَإِنَّ  
أَذْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا هُمْ أَتْرَيْدُونَ أَنَّ  
تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهَ  
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سِيرًا<sup>৬৪৮</sup>

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا  
فَتَكُونُونَ سَوَاءٌ فَلَا تَتَخَذُوا  
مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَا جِرْوَا فِي  
سَيِّئِ اللَّهِ وَفَإِنْ تَوَلُّوْنَا فَنَحْذُوْهُمْ  
وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدُّمُوْهُمْ وَلَا  
تَتَخَذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا<sup>৬৪৯</sup>

إِلَّا الَّذِينَ يَصْلُوْنَ إِلَى قَوْمٍ  
بَيْنَنَّكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيَّاً أَوْ  
جَاءُوكُمْ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ أَنَّ

দেখুন : ক. ২৪১১০; ৪৪৪৫; ১৪৪১৪।

৬৪৪। মদ্দিনার আশ্পাশের অধিবাসী মুনাফিকদের (পার্শ্ববর্তী এলাকার বেদুঈনদের) প্রতি কীরণ ব্যবহার করা উচিত, এ বিষয়ে মুমিনরা মতভেদ করছিল। একাংশ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের প্রতি নরম ব্যবহার করার সুপারিশ করলেন। তাঁরা মনে করলেন, নরম ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে তারা সংশোধিত হয়ে যাবে। অন্যেরা তাদেরকে ইসলামের জন্য এক গুরুতর বিপদ মনে করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করলেন। আল্লাহ্ র শক্তি এ বেদুঈনদের কথা নিয়ে মুসলমানদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। এখানে মুসলমানদেরকে এ উপদেশই দেয়া হচ্ছে।

৬৪৫। এখানে মরুভূমির বিশেষ বেদুঈনদের কথা বলা হয়েছে। কুরআন মুসলমানদেরকে সেইসব বেদুঈনের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করে বলছে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা কিংবা তাদের সাহায্য চাওয়া ঠিক হবে না।

৬৪৬। 'কতল' শব্দটি সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা অর্থেও ব্যবহৃত হয় (২৪৬২)। অতএব 'উকতুলুহম' এর অর্থ হতে পারে, তাদের সাথে সকল সম্পর্ক পরিহার কর। পরবর্তী বাক্য 'তাদের কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না' এ অর্থ সমর্থন করে।

কর্তৃত দান করতেন। সেক্ষেত্রে তারা অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। অতএব তারা যদি তোমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব করে তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে (ব্যবস্থা গ্রহণের) কোন পথ রাখেননি।

৯২। তোমরা আর এক ধরনের লোক দেখতে পাবে যারা তোমাদের কাছে নিরাপদ থাকতে চায় এবং তাদের নিজেদের লোকদের<sup>৬৪৭</sup> কাছেও নিরাপদ থাকতে চায়। যখনই ফেতনার<sup>৬৪৮</sup> দিকে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় তখনই তাদেরকে এতে বিপর্যস্ত করে ফেলা হয়। সুতরাং তারা যদি তোমাদের পথ থেকে সরে না দাঁড়ায়, তোমাদেরকে শান্তি প্রস্তাব না দেয় এবং নিজেদেরকে (যুদ্ধ থেকে) নির্বত্ত না করে তাহলে তোমরা যেখানেই তাদের নাগাল পাবে তাদের ধর এবং তাদের হত্যা কর। আর এদেরই বিরুদ্ধে আমরা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট কর্তৃত দিয়েছি।

১২  
[৪]  
৯

\* ৯৩। একজন মু'মিনের পক্ষে একজন মু'মিনকে হত্যা করা মোটেই বৈধ নয়। তবে ভুলক্রমে<sup>৬৪৯</sup> তা ঘটে গেলে সে কথা ভিন্ন। আর কেউ ভুলবশত কোন মু'মিনকে হত্যা করলে (তাকে) একজন মু'মিন দাস মুক্ত করতে হবে এবং তার পরিবার পরিজনকে (স্থিরকৃত) রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে। তবে তারা ক্ষমা করে দিলে (তা) ভিন্ন কথা। কিন্তু সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শক্ত পক্ষের হলে এবং সে মু'মিন হলে (সেক্ষেত্রেও) একজন মু'মিন দাস মুক্ত করতে হবে। আর সে<sup>৬৫০</sup> যদি এমন এক সম্প্রদায়ের লোক হয় যাদের সাথে তোমাদের কোন

يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُونَا قَوْمٌ هُنَّ وَلَوْ  
شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتُوكُمْ  
فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ  
آلُقَوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ هُنَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ  
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا<sup>④</sup>

سَتَحْدُدُونَ أَخْرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ  
يَأْمُوْكُمْ وَيَأْمُوْقُمْ كُلَّمَا رُدُّوا  
إِلَى الْفِتْنَةِ أَذْكُسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ  
يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ  
يُكْفُوا إِيْدِيْهُمْ فَخُذُّهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ  
حَيْثُ ثَقْفَتُمُهُمْ وَأَوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا  
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا<sup>⑤</sup>

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا لَا  
خَطَا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ  
رَقْبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى  
أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَضْدَأْ قُوَّا فَإِنْ كَانَ مِنْ  
قُوَّمٍ عَدُوًّا لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ  
رَقْبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قُوَّمٍ

দেখুন : ক. ৩৩৪১৫ ; খ. ১৪৫।

৬৪৭। এখানে মনে হয় দু'টি উপজাতি আসাদ ও গাঢ়ফানদের কথা বলা হয়েছে, যাদের সাথে মুসলমানদের কোন মৈত্রীচূড়ি ছিল না। তারা ছিল দিয়ুরী নীতি দ্বারা পরিচালিত সুযোগ-সন্ধানী। যখন তাদের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানালো সাথে সাথে তারা সে আহ্বানে সাড়া দিল। এ আয়াতগুলোর উপদেশাবলী যুদ্ধচলাকালীন সময়ে কিংবা মুসলিম জাতির বিপদের আশঙ্কার সময়ে পালনীয়।

৬৪৮। ‘ফেনা’ শব্দটি দ্বারা এখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বুঝিয়েছে।

৬৪৯। যুদ্ধের অবস্থা চলাকালীন সময়ে কিংবা সমরাঙ্গণে এমনও সম্ভাবনা আছে যে একজন মুসলমান ভুলক্রমে অন্য একজন মুসলমানকে বধ করতে পারে। তাই এ আয়াতে এ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই মুসলমানদেরকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দেয়া হয়েছে যাতে তারা একেপ দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

৬৫০। নিহত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে যদি শক্তপক্ষীয় লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে হত্যাকারীকে কেবল একজন কৃতদাস মুক্ত করতে হবে, ক্ষতি-পূরণস্বরূপ অর্থ দিতে হবে না। কেননা সেই অর্থ শক্তপক্ষের সমর শক্তিকেই বৃদ্ধি করবে। ‘কিন্তু সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শক্ত পক্ষের হলে’ বাক্যাংশের পরে এবং সে যদি মুসলমান হয় কথাটির পুনরঞ্জেখ করা হয়নি। কারণ

চুক্তি রয়েছে তাহলে তার পরিবার পরিজনকে রক্তপণ পরিশোধ করা এবং একজন মু'মিন দাস<sup>৬১</sup> মুক্ত করা বিধেয়। কিন্তু যার এ সামর্থ্য নেই তাকে 'একটানা দু'মাস রোয়া রাখতে হবে। এ হলো আল্লাহ'-নির্ধারিত তওবার ব্যবস্থা। আর আল্লাহ'-সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

১৪। \*আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে এর প্রতিফল হবে জাহানাম। সেখানে সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর আল্লাহ'-তার প্রতি রাগার্বিত। তিনি তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য এক মহা আয়াব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১৫। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন আল্লাহ'-র পথে (অভিযানে) বের হও তখন তোমরা 'ভালভাবে অনুসন্ধান করে নিও। আর যে তোমাদের সালাম দেয় তাকে 'তুমি মু'মিন নও' একথা বলো না<sup>৬২</sup>। তোমরা পার্থিব জীবনের<sup>৬৩</sup> সামগ্রী চাও। তাহলে (জেনে রাখ) আল্লাহ'-র কাছেই রয়েছে প্রচুর ধনসম্পদ। তোমরা এর আগে এমনই ছিলে। কিন্তু আল্লাহ'-তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। তাই তোমরা ভালভাবে অনুসন্ধান করে নিও। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ'-সে সম্বন্ধে পুরোপুরি অবগত।

দেখুন : ক. ৫৮:৫; খ. ২৫:৬৯, ৭০; গ. ৪৯:৭।

'যিষ্মীদের' (মুসলমানদের দায়িত্বে সুরক্ষিত অধীকারকারীদের) এবং মু'য়াহীদগণের (মুসলমানদের সাথে মিত্রতা-চুক্তিভুক্ত অধীকারকারীরা) সমবেদে সে আইনই প্রযোজ্য, যা মুসলমান-মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৬৫। এখানে বিশেষ লক্ষ্যগীয় বিষয় হলো, মুসলমানদের সাথে যারা মৈত্রী-চুক্তিবদ্ধ তাদেরকে কেবল মুসলমানদের সম পর্যায়েই ফেলা হয়নি, বরং তাদের স্বপক্ষে একটু বিশেষত্ত্ব দেখানো হয়েছে। মুসলমানকে হত্যা করার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অর্থ দানের কথা বলা হয়েছে 'কৃতদাস' মুক্ত করার আদেশের পরে। কিন্তু সঙ্গি-বন্ধদের কাউকেও হত্যা করার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের কথা বলা হয়েছে প্রথমে, আর কৃতদাস মুক্তির কথা বলা হয়েছে পরে। মৈত্রী ও সঙ্গির মূল্য ও মর্যাদার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদর্শনের জন্যই একপ করা হয়েছে। অবিশ্বাসী যিত্রের কাকেও নিহত করলে হত্যাকারী মুসলমানের ক্ষতিপূরণ দেয়া ছাড়া উপায় নেই। সঙ্গি, মৈত্রী ও শান্তি-চুক্তির প্রতি মুসলমানের যাতে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে এবং একপ করাকে নিজেদের পরিত্ব দায়িত্ব বলে বিষ্পন্ততার সঙ্গে পালন করে সেই শিক্ষা দিবার জন্যই কৃতদাস-মুক্তির আদেশের আগে ক্ষতিপূরণের অর্থ-প্রদানের আদেশ সন্নিবেশিত হয়েছে।

৬৫২। কোন জাতি যখন শান্তির প্রতি মুসলমানদেরকে আহবান করে অথবা মুসলমানদের প্রতি শান্তির মনেভাব প্রদর্শন করে তখন মুসলমানদের উচিত এতে সাড়া দেয়া এবং তাদের সাথে শক্রতা পরিহার করা। তদুপরি মদীনার মুসলমানরা যেহেতু চারিদিকে শক্র ও অবিশ্বাসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, সে জন্য তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী কায়দায় তাদেরকে সালাম করে, যে পর্যন্ত না অনুসন্ধান করে অন্যরূপ প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ সালামকারী ব্যক্তিকে যেন মুসলমানই মনে করা হয়।

৬৫৩। অর্থাৎ অনুসন্ধান না করে যদি সেই অপরিচিত সালামকারী ব্যক্তিকে অমুসলমান বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে বুঝা যাবে তোমরা (মুসলমানরা) ধন-সম্পদের লোতে তাকে হত্যা করতে চাও। একপ ক্ষেত্রে এটাই প্রমাণিত হবে যে তোমরা আল্লাহ'-র সন্তুষ্টি লাভের চাইতে দুনিয়ার ধন-সম্পদকে অধিক ভালবাস।

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيَثَاقٌ فَرِيهٌ  
مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمَنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَعْدُ فَصِيَامٌ  
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ رَتْبَةً مِنَ اللَّهِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا حَكِيمًا

وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا  
فَجَزَاؤهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ  
غَضِيبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ  
عَذَابًا عَظِيمًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ  
فِي سَيِّلِ اللَّهِ قَتَبَيْنُوا وَلَا تَقُولُوا  
لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَشَتَّ  
مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا زَفَرَنَدَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةٌ  
كَذِيلَكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلٍ فَمَنْ أَنْ  
عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ گَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا

৯৬। রোগাক্রান্ত না হয়েও (বাড়ীতে) বসে থাকা মুমিন এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রামকারী (মুমিন) কখনো সমান নয়। ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রামকারীদেরকে আল্লাহ (বাড়ীতে) বসে থাকা লোকদের ওপর এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। আর তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ কল্যাণেরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ সংগ্রামকারীদেরকে এক মহা পুরস্কার<sup>৬৫৪</sup> দিয়ে বাড়ীতে বসে থাকা লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

৯৭। (এ শ্রেষ্ঠত্ব হলো) তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও কৃপালাভ। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৯৮। <sup>৩</sup>নিজেদের প্রতি যুলুমকারী অবস্থায় ফিরিশ্তারা যাদের মৃত্যু দেয় (তাদের) তারা (অর্থাৎ ফিরিশ্তারা) বলবে, ‘তোমরা কোন্ (ভাবনায়) ছিলে?’ তারা বলবে, ‘আমাদেরকে দেশে হীনবল করে দেয়া হয়েছিল’। তারা (অর্থাৎ ফিরিশ্তারা) বলবে, ‘আল্লাহর পৃথিবী কি তোমাদের হিজরত করার মত যথেষ্ট প্রশংস্ত ছিল না?’<sup>৬৫৫</sup> অতএব এদেরই ঠাঁই হবে জাহানাম। আর তা খুবই মন্দ গন্তব্যস্থল।

৯৯। <sup>৪</sup>তবে অসহায় পুরুষ, নারী এবং শিশুদের মাঝে যারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারেনি এবং কোন পথও খুঁজে পায় নি তাদের কথা ভিন্ন<sup>৬৫৬</sup>।

দেখুন : ক. ৯৪১৯, ২০; ৫৭১১; খ. ১৬৪২৯; গ. ৪৪৭৬।

৬৫৪। এ আয়াত মুসলমানদের দুটি শ্রেণীর কথা বলছে : (১) যারা সত্যিকারভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ইসলামের শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করে, কিন্তু ইসলামকে রক্ষার জন্য যে সব যুদ্ধ-বিহু ও জিহাদ হয় এতে অংশ গ্রহণ করে না কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজেও আত্মনিয়োগ করে না। এ আয়াতে তাদেরকে বসে থাকা লোক (অলস-অকর্ম) বলা হয়েছে, (২) যারা ইসলামী জীবনধারা অনুযায়ী জীবন যাপন করা ছাড়াও নিজের জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে ইসলামকে রক্ষা ও প্রচার করার দায়িত্ববলী পালন করে থাকেন তাদেরকে বলা হয় ‘মুজাহিদ’ (সদা-সচেষ্ট) দল। এ কর্ম-তৎপর মুজাহিদ শ্রেণী ছাড়াও তৃতীয় আর এক শ্রেণীর বিশ্বাসী রয়েছেন, যাঁরা শক্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুজাহিদদের সাথে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও তাদেরই মত পুরস্কার পাবেন। তারা মুজাহিদদের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম, কিন্তু তাদের বিশেষ অবস্থার কারণে—রোগ, দারিদ্র, বার্দ্ধক্যের কারণে ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ করতে অক্ষম।

৬৫৫। দুর্বল ও অকর্মণ্য ঈমানকে ইসলাম পছন্দ করে না। কোনও মুমিনের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা যদি তার ধর্ম-কর্মের পরিপন্থী হয় তাহলে তাকে অনুকূল স্থানে সরে যেতে হবে। অন্যথায় তার ঈমান সরল ও সত্য বলে বিবেচিত হবে না।

৬৫৬। যে সকল মুমিন প্রকৃতই সার্মথ্যহীন, যারা প্রতিকূল ও পরিপন্থী অবস্থান থেকে সরে যাওয়ার যোগ্যতা না থাকার কারণে সেখানেই থাকতে বাধ্য হয় তাদের কথা ভিন্ন। তাদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত শ্রেণী থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

لَا يَشْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
غَيْرُ أُولَئِي الصَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي  
سَيِّئِ الْأَعْمَالِ بِإِيمَانِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضْلَ  
اللَّهِ الْمُجْهَدِينَ بِإِيمَانِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ  
عَلَى الْقَوْمِينَ دَرَجَةٌ وَمُلْكًا وَعَدَ اللَّهُ  
الْحُسْنَى وَفَضْلَ اللَّهِ الْمُجْهَدِينَ عَلَى  
الْقَعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا<sup>①</sup>

دَرَجَتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ  
عَلَى اللَّهِ غَفُورًا رَّحِيمًا<sup>②</sup>

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَاهِرِيَّ  
أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا  
مُسْتَصْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا لَمْ  
كُنْنَا أَرْضُ اللَّهِ وَاسْعَةً فَتَهَاجِرُوا  
فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ  
سَاءَتْ مَصِيرًا<sup>③</sup>

إِلَّا الْمُسْتَصْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ  
النِّسَاءِ وَالْوَلَادَاتِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ  
حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا<sup>④</sup>

১০০। এদেরকেই আল্লাহ্ সম্ভবত<sup>৬৫৭</sup> মার্জনা করে দিবেন।  
আর আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী (ও) পরম ক্ষমাশীল।

১৪  
[৪]  
১১

- \* ১০১। আর যে আল্লাহ্ পথে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে  
বহু নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য<sup>৬৫৮</sup> পাবে। আর যে-ই আল্লাহ্  
ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে নিজ ঘরবাড়ী ছেড়ে মুহাজির হয়ে  
বের হয়, এরপর তার মৃত্যু ঘটে তাহলে (জেনে নিও) অবশ্যই  
তাকে প্রতিদান দেবার দায়িত্ব আল্লাহ্। আর আল্লাহ্ অতি  
ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১০২। আর তোমরা যখন দেশে (অভিযানের উদ্দেশ্যে) সফর  
কর তখন অঙ্গীকারকারীরা তোমাদেরকে বিপদে<sup>৬৫৯</sup> ফেলবে  
বলে তোমরা আশঙ্কা করলে তোমাদের <sup>ক</sup>নামায কসর (অর্থাৎ  
সংক্ষেপ) করায় তোমাদের কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়  
কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শক্ত।

দেখুন : ক. ২৪২৪০।

৬৫৭। ‘আসা’ (সম্ভবত) শব্দটি আল্লাহ্ সিদ্ধান্তের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করে না, বরং এ শব্দটি সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসী ব্যক্তিদেরকে আশা ও  
তরয়ের মধ্যে দোদুল্যমান রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যাতে তারা প্রার্থনা ও সৎকর্মে কোন শৈথিল্য না দেখায়। বাক্যটি উদ্বিষ্ট ব্যক্তিদের  
মনে মিথ্যা নিরাপত্তা ও আত্মপ্রাপ্তি সৃষ্টি না করে আশার সঞ্চার করে।

\*[‘ফী সাবিলিল্লাহ্’ অর্থ হলো আল্লাহ্ পথে এবং আল্লাহ্ উদ্দেশ্যে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন  
করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬৫৮। ইসলাম বিশ্বাসীদেরকে কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস-বিধ্বংসী, প্রতিকুল শক্ত পরিবেশে থাকতে অনুমতি দেয় না। সম্পূর্ণভাবে অপারগ  
না হলে তাদেরকে সে পরিবেশের স্থান থেকে সরে পড়তে হবে। এতে ওজর-আপত্তি থাটিবে না।

৬৫৯। তরয়ের সময়ে নামায আদায় করা সম্বন্ধে কুরআনে তিন স্থানে পৃথকভাবে বলা হয়েছে। যথা : (১) ২৪২৪০ আয়াত অনুযায়ী অতি-  
বিপদ ও অতি-ভীতির কারণে যে সময়ে নামায আদায় করা সম্ভব নয়, (২) বর্তমান আয়াত (৪৪১০২), সাধারণ ভীতির অবস্থায় নামায  
সংক্ষিপ্ত করা যখন প্রয়োজন বিবেচিত হয় এবং (৩) পরবর্তী আয়াতে (৪৪১০৩) ভীতির অবস্থায় জামাতে সংক্ষিপ্ত নামায আদায় করা  
সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ‘নামায সংক্ষেপ করা’ বলতে কী বুঝায়? বর্তমান আলোচ্য আয়াতে ব্যক্তিগত নামাযের ক্ষেত্রে ‘রাকাআত’ করানো  
বুঝায় না। কেননা ভ্রমণরত অবস্থায় চার রাকাআতের স্থলে প্রথম থেকেই নামায ‘দু’ রাকাআত নির্দিষ্ট ছিল। এখানে শক্তির আক্রমণের  
ভয় থাকার কারণেই কোন ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি করে নির্দিষ্ট নামায আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ভ্রমণরত ব্যক্তির নামায আদায়  
প্রথম থেকে দুই ‘রাকাআত’ সীমিত। তবে বিপদের সময় একাকী নামায পড়ার অবস্থায় এ দু’ রাকাআতই দ্রুত গতিতে আদায় করা  
বিধেয় (কাসীর)। এ অভিমত সমর্থন করেন মুজাহিদ, যাহাক এবং বুখারী ‘সালাতুল খওফ’ অধ্যায়। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন,  
প্রথমে নামায দু’ ‘রাকাআত’ ছিল, গৃহেই হোক আর অবগেই হোক। পরে স্থানীয় অধিবাসীদের জন্যে তা বৃদ্ধি করে চার রাকাআত করা  
হলো। কিন্তু ভ্রমণবস্থার জন্য দু’ ‘রাকা’ আতই রয়ে গেল (বুখারী, সালাত অধ্যায়)। হ্যরত উমর (রাঃ) বলেছেন, ‘ভ্রমণের অবস্থায় নামায  
দু’ ‘রাকাআত, দু’ টিদের প্রতিটিতেও নামায দু’ ‘রাকাআত, শুক্রবারের নামাযও দু’ ‘রাকাআত। এ দু’ ‘রাকাআত নামাযই স্বয়ং-সম্পূর্ণ,  
কমিয়ে দু’ ‘রাকাআত করা হয়নি। এটা আমরা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) থেকে জেনেছি’ (মুসনাদ, নিসাই এবং মাজাহ)। খালিদ বিন সাইদ  
একবার ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কুরআনে কোথায় পথিকের নামাযের কথা আছে? সেখানে তো কেবল ভীতির অবস্থায় নামায  
আদায় করা সম্বন্ধে বক্তব্য আছে।’ ইবনে উমর উত্তরে বললেন, ‘আমরা নবী করীম (সাঃ)কে যেভাবে যা করতে দেখেছি তা-ই করেছি  
অর্থাৎ ভ্রমণরত অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) এর সাথে দু’ ‘রাকা’ আতই পড়েছি (জরীর, ৫৮, ১৪৪; নিসাই, ‘সালাত’ অধ্যায়)।

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَ  
كَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورًا ①

وَمَن يَهْمَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ  
فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً  
وَمَن يَحْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى  
اللَّهِ وَرَسُولِهِ شُهْمَ مِذْرُكَهُ الْمَوْتُ  
فَقَدْ وَقَمَ أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ  
عَفُورًا رَّحِيمًا ②

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَتَصْرُفُوا مِنْ  
الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ أَن يَفْتَنَنْكُمُ الظِّبَابُ  
كَفَرُوا وَإِنَّ الْكُفَّارِ لَكُنُوا لَكُمْ  
عَذَابًا مُّبِينًا ③

১০৩। আর তুমিও যখন তাদের মাঝে থেকে তাদের (অর্থাৎ সংগ্রামকারীদের) নামায পড়াও তখন তাদের একদল যেন তোমার সাথে (নামাযের উদ্দেশ্যে) দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অন্ত সাথে রাখে। এরপর তারা যখন সিজদা সম্পন্ন করে তখন তারা যেন (নিরাপত্তার জন্য) তোমাদের পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ায়। আর অন্যেরা যারা এখনও নামায পড়েনি তারা যেন এগিয়ে আসে এবং তোমার সাথে<sup>৬৫০</sup> নামায আদায় করে। আর তারা যেন তাদের নিরাপত্তার উপকরণ ও অন্তর্শন্ত্র সাথে রাখে<sup>৬৫১</sup>। যারা অস্বীকার করেছে তারা চায় তোমরা যেন তোমাদের অন্তর্শন্ত্র ও উপকরণ সম্পর্কে অসতর্ক হয়ে পড় এবং তারা যেন অতর্কিতে তোমাদের ওপর বাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর বৃষ্টির কারণে তোমাদের অসুবিধা থাকলে অথবা তোমরা যদি অসুস্থ থাক সেক্ষেত্রে তোমাদের অন্তর্শন্ত্র নামিয়ে রাখায় তোমাদের কোন পাপ হবে না। তবে তোমরা তোমাদের (সার্বক্ষণিক) নিরাপত্তা বিধান (অবশ্যই) করবে। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নিশ্চয় এক লাঞ্ছনিক আয়াব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

\* ১০৪। এরপর তোমরা যখন নামায শেষ কর তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও কাঁও হয়ে শোয়া অবস্থায়<sup>৬৫২</sup> ক' তোমরা আল্লাহ'কে স্মরণ করো। আর 'তোমরা যখন নিশ্চিতভাবে নিরাপদ হয়ে যাও তখন তোমরা যথাযথভাবে নামায কায়েম করো। নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায (আদায় করা) মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

১০৫। আর (শক্র) দলের পিছু ধাওয়া করতে 'তোমরা শিথিলতা দেখিও না। তোমাদের কষ্ট হলে (জেনে রাখ) তোমাদের যেমন কষ্ট হয় তাদেরও তেমন কষ্ট হয়। আর তোমরা আল্লাহ'র কাছ থেকে সেই আশা রাখ, যে আশা তারা রাখে না। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন ৪ ক. ৩৪১৯২ ;খ. ২৪২৪০ ;গ. ৩৪১৪৭।

৬৬০। পূর্ববর্তী আয়াতে ভয় ও বিপদের অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে নামায পড়ার বিষয়ে বলা হয়েছে। এ আয়াতে উপরোক্ত ভয়ের অবস্থায় মুসলমানেরা দলবদ্ধভাবে থাকলে কীভাবে জামাতে নামায আদায় করবে তা-ই বিষদভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে একাপ বিপদ-সঙ্কল পরিস্থিতিতে অবস্থাভোদে একাদশ পদ্ধতিতে জামাতে নামায পড়া হয়েছে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে (মুহীত)।

৬৬১। এ আয়াত 'আস্লেহা' (অন্তর্শন্ত্র) এবং 'হিয়র' (পূর্ব-সর্তর্কতা) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছে। তুলনামূলকভাবে নিরাপদ অবস্থায় অন্ত-শন্ত্র নামিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই সর্তর্কতা অবলম্বনকে অবহেলা করা যাবে না (৪৪৭২ দেখুন)।

৬৬২। যেহেতু যুদ্ধের সময়ে নির্দিষ্ট নামায তাড়াতাড়ি পড়া হয় কিংবা রাকা'আত কমিয়ে পড়া হয় সেহেতু মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, কর্মত পূরণের জন্য তাদের নামায শেষ করে আল্লাহ'কে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাকা উচিত এবং তারা যেন অনানুষ্ঠানিকভাবে দোয়ায় রত থাকে। এতে অনানুষ্ঠানিক নামায তাড়াতাড়ি পড়ার কিংবা কম রাকাআতে পড়াজনিত ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে। এ আয়াতের শিক্ষা এটাই।

وَإِذَا كُنْتَ رِفِيْعَهُمْ فَأَقْمَتَ لَهُمْ  
الصَّلُوَةَ فَلْتَقْمُطْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ  
وَلْيَأْخُذْ وَآسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا  
فَلَيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۝ وَلَتَأْتِ  
طَائِفَةً أُخْرَى لَمْ يُصْلُوْفَلَيَصْلُوْ  
مَعَكَ وَلْيَأْخُذْ وَآسْلِحَتَهُمْ ۝ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
لَوْ تَغْفِلُونَ عَنْ آسْلِحَتِكُمْ ۝ وَ  
أَمْتَعَتِكُمْ فَيَمْيِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً  
وَأَجَدَّةً ۝ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ  
بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطْرًا ۝ وَكُنْتُمْ مَرْضَى  
إِنْ تَضَعُوا آسْلِحَتَكُمْ ۝ وَخُذُوا  
حَذَرَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ أَعْذَلُ لِلْكُفَّارِ  
عَذَابًا بِمُهِمَّيْنَا<sup>⑩</sup>

فَإِذَا أَقْضَيْتُمُ الصَّلُوَةَ فَإِذَا كُرِّوْا إِنَّ  
قِيَمَّا مَا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ  
فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوَةَ ۝ إِنْ  
الصَّلُوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا  
مَوْقُوتًا<sup>١٠</sup>

وَلَا تَهْمُنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۝ إِنْ تَكُونُوا  
تَائِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا  
تَائِمُونَ ۝ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا  
يَرْجُونَ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا  
حَكِيمًا<sup>١١</sup>

\* ১০৬। আমরা নিশ্চয় সত্যসহ তোমার প্রতি এ কিতাব অবর্তীর্ণ করেছি যেন তুমি মানুষের মাঝে এর আলোকে সেভাবে মীমাংসা কর যেভাবে আল্লাহ্ তোমাকে বুবিয়েছেন। আর বিশ্বাসঘাতকদের সমর্থনে তুমি ওকালতী করো না<sup>৬৩৩</sup>।

১০৭। আর আল্লাহ্ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর<sup>৬৩৪</sup>। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১০৮। আর যারা নিজেদের<sup>৬৩৫</sup> প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তুমি তাদের পক্ষ নিয়ে বিতর্ক করো না। চরম বিশ্বাসঘাতক মহাপাপীকে নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

১০৯। তারা মানুষের কাছ থেকে তো নিজেদের গোপন করে, কিন্তু তারা আল্লাহ্ কাছ থেকে গোপন থাকতে পারে না। আর তিনি তখনো তাদের সাথে থাকেন যখন তারা এমন গোপন পরামর্শ করে রাত কাটায় যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা করে আল্লাহ্ তা ঘিরে রেখেছেন।

১১০। দেখ! তোমরা<sup>৬৩৬</sup> ইহজীবনে তাদের পক্ষ হয়ে বিতর্ক করছ। কিন্তু কিয়ামত দিবসে তাদের পক্ষ নিয়ে আল্লাহ্ সাথে কে বিতর্ক করবে অথবা কে হবে তাদের অভিভাবক?

১১১। আর যে-ই কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের ওপর অবিচার করে বসে, গ. এরপর আল্লাহ্ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী হিসাবে (দেখতে) পাবে।

১১২। আর যে-ই পাপ অর্জন করে, সে তা কেবল তার নিজের বিরুদ্ধেই করে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন : ক. ৫৪৯; খ. ৪৪২; গ. ৪৬৫; ঘ. ২, ২৪২৮৭।

৬৬৩। এ আহ্বান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য।

৬৬৪। ‘ইস্তিগ্ফার’ সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবি-কাঠি। এর অর্থ কেবল মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনাই নয়। বরং এর ফলে এমন সব কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়, যদ্বারা দুর্বলতা ও পাপ ঢাকা পড়ে।

৬৬৫। ‘আন্ফুসাহম’ অর্থ তাদের ভাইয়েরাও হতে পারে (২৪৫, ৮৬; ৪৬৭)। এ আহ্বান সকলের প্রতিই, যেমন পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর আহ্বানও সাধারণভাবে সকলের জন্যই।

৬৬৬। এ আয়াতের ‘আন্তুম’ (তোমরা) শব্দটি দেখিয়ে দিচ্ছে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর আহ্বান মহানবী (সা:) এর প্রতি নয় বরং সকল মুসলমানের প্রতি। মহানবী (সা:) সংবন্ধে এ কথা কখনো প্রযোজ্য হতে পারে না যে তিনি অসৎ লোকের পক্ষে তর্ক বা বাগড়া করবেন। কুরআন তাঁকে আহ্বান করে কথা বলে। কারণ মুমিনদের জন্য আদেশ-নিষেধাবলীর ঐশ্বী-বাবী তাঁর কাছে অবর্তীর্ণ হয়।

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ  
لِتَعْلَمَ مَا بَيْنَ أَرْبَابِ  
الْأَنْفُسِ وَلَا تَكُونَ لِغَائِبٍ  
خَصِيمًا<sup>(১)</sup>

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
غَفُورًا  
رَّحِيمًا<sup>(২)</sup>

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ  
أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ  
خَوَّانًا أَثِيمًا<sup>(৩)</sup>

يَسْتَخْفِفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا  
يَسْتَخْفِفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعْهُمْ إِذ  
يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضِي مِنَ الْقُولِ وَ  
كَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا<sup>(৪)</sup>

هَآنْتُمْ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا لَهُمْ عِنْهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَاشَ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ  
عِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ  
عَلَيْهِمْ وَ كَيْلًا<sup>(৫)</sup>

وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَ يَظْلِمْ نَفْسَهُ  
شُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَعْلَمُ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا<sup>(৬)</sup>

وَ مَنْ يَكْسِبْ لِاثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْ  
عَلَى نَفْسِهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا  
حَكِيمًا<sup>(৭)</sup>

১১৩। আর যে-ই কোন দোষ বা পাপ<sup>৬৬৭</sup> করে (এবং) <sup>ক</sup>তা আবার কোন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর চাপায় নিশ্চয় সে মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের (বোৰা) বহন করে।

১৬  
[৮]  
১৩

★ ১১৪। আর তোমার প্রতি আল্লাহ'র অনুগ্রহ<sup>৬৬৮</sup> এবং তাঁর কৃপা না থাকলে তাদের <sup>ক</sup>এক দল তোমাকে বিপথগামী<sup>৬৬৯</sup> করার দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছিল। (কিন্তু তিনি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিলেন)। আসলে তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেও বিপথগামী করতে পারে না। আর তারা তোমার কোন অনিষ্টও করতে পারবে না। আর আল্লাহ'র তোমার প্রতি কিতাব ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি <sup>ক</sup>যা জানতে না তিনি তা তোমাকে শিখিয়েছেন। আর তোমার প্রতি আল্লাহ'র এক মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

১৪  
জুন  
৩০

★ ১১৫। তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে<sup>৬৭০</sup> কোন কল্যাণ নেই। তবে যে ব্যক্তি দান খয়রাতের বা সৎকাজের অথবা <sup>ক</sup>মানুষের মাঝে সংশোধনের নির্দেশ দেয় তার কথা ভিন্ন। আর যে আল্লাহ'র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে নিশ্চয় আমরা তাকে এক মহা পুরস্কার দিব।

১৭  
[৩]  
১৮

১১৬। আর যে ব্যক্তি তার কাছে হেদায়াত পূর্ণভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও এ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে এবং মু'মিনদের পথ ছাড়া <sup>ক</sup>অন্য পথের অনুসরণ করে আমরা তাকে সেদিকেই যেতে দিব যেদিকে সে যেতে চেয়েছে। আর আমরা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর তা বড়ই মন্দ ঠাই।

দেখুন : ক. ২৪৮২৪; ৩৩৪৫৯; খ. ১৭৪৭৪; গ. ৪২৪৫২; ৯৬৪৬; ঘ. ২৪২২; ঙ. ৭৪৪।

৬৬৭। 'খতিয়াহ' (দোষ) এবং 'ইস্ম' (পাপ) দুটি শব্দ এ আয়াতে পাশা-পাশি ব্যবহৃত হয়েছে। এদের মাঝে পার্থক্য হলো 'খতিয়াহ' ইচ্ছাকৃতও হতে পারে, অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে এবং তা দোষী ব্যক্তির নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় শব্দ 'ইস্ম' ইচ্ছাকৃত পাপকে বুঝায় এবং এর পরিধি অন্যান্যকে বেষ্টন করে। তদুপরি প্রথম শব্দটি আল্লাহ'র প্রতি কর্তব্যে অবহেলা বুঝায়, কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটি আল্লাহ' ও মানুষের প্রতি অপরাধ করাকে বুঝায়। এ কারণেই দ্বিতীয়টির শাস্তি প্রথমটির শাস্তি থেকে গুরুতর। ২৪৮২ এবং ২৪১৭৪ দেখুন। অপরাধ কিংবা পাপ করা দ্বিগুণ শাস্তিযোগ্য হয়— যখন দোষী ব্যক্তি নিজের পাপকে নিরপরাধীর কাঁধে চাপাতে চায়। সে জন্যই কেবল 'বুহতান' (মিথ্যা অপবাদ) বলা হয়নি, বরং 'ইস্মমুবীন' (সুস্পষ্ট পাপ) ও বলা হয়েছে।

৬৬৮। 'ফ্যল' (অনুগ্রহ) এবং 'রহমত' (কৃপা) উভয় শব্দই সাধারণ তাৎপর্য রাখে, তথাপি 'ফ্যল' শব্দটি সময়ে সময়ে 'ইহলৌকিক মঙ্গলের জন্য' এবং 'রহমত' শব্দটি 'আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য' ব্যবহৃত হয়ে থাকে (২৪৬৫)। অতএব বুঝা যায়, নবী করীম (সা:) ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ' তাআলার প্রত্যক্ষ হেফায়তে ছিলেন।

৬৬৯। মুনাফিকরা মহানবী (সা:)কে কষ্ট দেবার জন্য বহু পন্থাই অবলম্বন করেছিল। এমন কি জীবন-মরণ সমস্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতেও তারা তাঁকে ভুল পরামর্শ দিয়ে ভাস্তু সিদ্ধান্তে পৌছাবার অপকৌশল অবলম্বন করেছিল। কিন্তু তাদের মড়যন্ত্র বিফল হয়েছে। কারণ আল্লাহ' তাআলা তাঁকে সঠিক পন্থা অবলম্বনের দিকে পরিচালিত করতেন এবং এভাবেই তাঁকে ইসলামের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে দিতেন।

৬৭০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَ مَن يَحْسِب خَطِيئَةً أَوْ لَثَمَّا ثُمَّ  
يَزْرُم بِهِ بَرِّيَّا فَقَدْ اخْتَمَ  
بُهْمَتَا تَأْلِمًا وَ لَثَمَّا مُبِينًا<sup>১১৪</sup>

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ  
لَهُمْت طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضْلَلُوكَ  
وَ مَا يُضْلَلُونَ إِلَّا آنفُسُهُمْ وَ مَا  
يَضْرُو نَكَبَ شَيْءٌ وَ آنَزَ اللَّهُ  
عَلَيْكَ الْكِتَبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَمَكَ مَا  
لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ  
عَظِيمًا<sup>১১৫</sup>

لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مَن تَجْوِهُمْ لَا مَنْ أَمَرَ  
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ لِصَاحْبِ  
النَّاسِ وَ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ  
مَرْضَايَاتِ اللَّهِ فَسُوفَ تُؤْتَيْهُ أَجْرًا  
عَظِيمًا<sup>১১৬</sup>

وَ مَن يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مَنْ بَعْدَ  
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَّبِعُ  
الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَ نُصْلِيهِ  
جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا<sup>১১৭</sup>

১১৭। নিচয় আল্লাহ<sup>ك</sup> তাঁর শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। আর এছাড়া যত (পাপ) আছে তা তিনি যার জন্য চান ক্ষমা করে দেন। আর যে আল্লাহর সাথে (কোন কিছুকে) শরীক করে সে অবশ্যই গভীর পথভ্রষ্টতায় হারিয়ে যায়।

১১৮। তারা তাঁকে বাদ দিয়ে কল্পিত দেবীদেরকেই ডাকে<sup>৬৭১</sup> অথচ (প্রকৃতপক্ষে) তারা সেই বিদ্রোহী শয়তানকেই ডাকে,

১১৯। যাকে আল্লাহ<sup>ك</sup> অভিসম্পাত করেছেন। আর সে বলেছিল, ‘আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার (দলে) নিয়ে নিব।

১২০। আর অবশ্যই আমি তাদের পথভ্রষ্ট করবো, অবশ্যই তাদের প্রলোভন দিব এবং অবশ্যই তাদের নির্দেশ দিব, যার ফলে তারা উটের (ও অন্যান্য গবাদি পশুর) কান কাটবে<sup>৬৭২</sup>। আর আমি অবশ্যই তাদের আদেশ দিব এবং তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন<sup>৬৭৩</sup> ঘটাবে।’ আর যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে বন্ধুরপে গ্রহণ করেছে সে নিচয় সুষ্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।\*

১২১। যে সে তাদের প্রতিশ্রুতি ও নানা আশা দিয়ে থাকে। আর তাদেরকে দেয়া শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকা বৈ কিছু নয়।

১২২। এদেরই ঠাঁই হবে জাহানাম। আর এরা তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ খুঁজে পাবে না।

দেখুন : ক. ৪:৪৯; খ. ৪:১৩; গ. ১৪:২৩; ১৭:৬৫; ঘ. ১৪:২৩; ঙ. ১৪:২২।

৬৭০। ‘নাজওয়া’ অর্থ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে গোপন আলাপ, অন্যকে গোপন কথা জানানো, গোপন সলা-প্রামৰ্শ সম্মেলন অনুষ্ঠান। তবে শব্দটি গোপনীয়তার গভীতে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সকল প্রকার সম্মেলনের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়াদি আলোচনার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা মিলিত হয় (লিসান ও মুহাইত)।

৬৭১। ‘ইনাস’ শব্দটি দ্বারা জীবিত ও মৃত সকল মিথ্যা উপাস্যকেই বুঝায়। এ আয়াতে কৃত্রিম ও মিথ্যা উপাস্যদের চরম দুর্বলতা ও অসহায়তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৬৭২। এসব মিথ্যা উপাস্যের প্রতি আনুগত্যের নির্দর্শনরূপে আরবরা উৎসর্গিত পশুর কান কেটে দিত, যাতে সেগুলোকে অন্যান্য পশু থেকে পৃথকভাবে চেনা যায়। এ অস্তুত প্রথা কোন কোন দেশে এখনো প্রচলিত আছে।

৬৭৩। ★(এ আয়াতে একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এক যুগে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আবিস্কৃত হবে অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে। বর্তমানে ঠিক এ কাজটি করা হচ্ছে। এ কাজ যেহেতু শয়তানী প্ররোচনায় হবে তাই তাদেরকে প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপত্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এদের শাস্তি জাহানাম হবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন আবিক্ষার সম্মেলনে কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণী থাকা সত্ত্বেও এটাই একমাত্র ব্যতিক্রমী ভবিষ্যদ্বাণী যার বিষয়ে কড়া সর্তকর্বাণী রয়েছে। অতএব জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আল্লাহর সৃষ্টির সংরক্ষণের সীমা পর্যন্তই বৈধ। আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে এ বিদ্যা প্রয়োগ করা হলে অনেক বড় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এ যুগে বিজ্ঞানীদেরও এক বড় দল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَ  
يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن  
يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَّى عَبْدَ<sup>⑩</sup>

إِنَّ يَدَعْ عَوْنَ وَمَن دُونَهُ لَا إِنْ شَاءَ وَرَانَ  
يَدَعْ عَوْنَ لَا شَيْطَانًا مَرِيدًا<sup>⑪</sup>

لَعْنَةُ اللَّهِ مَوْ قَالَ لَا تَنْفِذُنَّ مِنْ<sup>⑫</sup>  
عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا<sup>⑬</sup>

وَلَا يُضْلِلَنَّهُمْ وَلَا مَتَّيَّنَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ  
فَلَيَمْبَتِكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ  
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَتَّخِذُ  
الشَّيْطَانَ وَلِيَأَمِنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ  
خُسْرَانًا مَمِينًا<sup>⑯</sup>

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ  
الشَّيْطَنُ لَا غَرُورًا<sup>⑰</sup>

أُولَئِكَ مَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَحِدُونَ  
عَنْهَا مَجِি�صًا<sup>⑱</sup>

১২৩। কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে এমনসব জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ হলো আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রূতি। আর আল্লাহর (কথার) চেয়ে কার কথা অধিক সত্য হতে পারে?

১২৪। তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী (সিদ্ধান্ত) হবে না এবং আহলে কিতাবের ইচ্ছানুযায়ীও হবে না। (বরং) যে মন্দ কাজ করবে তাকে এর প্রতিফল দেয়া হবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের জন্য কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

১২৫। আর পুরুষ হোক বা নারী<sup>৬৭৪</sup>, যে-ই মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুর বীচির ছিদ্র পরিমাণও অবিচার করা হবে না।

১২৬। আর ধর্মের ক্ষেত্রে তার চেয়ে উভয় আর কে, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইব্রাহীমকে বিশেষ বন্ধুরূপে<sup>৬৭৫</sup> গ্রহণ করেছিলেন।

১২৭। আর আকাশসমৃহে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহরই। আর আল্লাহ সবকিছু ঘিরে রেখেছেন।

১২৮। আর (একাধিক) নারীর (সাথে বিয়ের) বিষয়ে তারা তোমার কাছে নির্দেশ<sup>৬৭৬</sup> জানতে চায়। তুমি বল, আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন এবং যে (আদেশ) তোমাদেরকে (এ) কিতাবের<sup>৬৭৭</sup> (অন্যত্র) পড়ে শুনানো হয়েছে তা হলো সেসব এতীম নারী সম্পর্কে, যাদেরকে তোমরা তাদের প্রাপ্য

দেখুন : ক. ২৪২৬; খ. ৪৪৪৬; ৩০১১৮, ৬৬; গ. ৪০৪৪১; ঘ. ২৪১৩২; ঙ. ২৪২৮৫; ৪৪৩২; ১০৪৫৬; ১৬৪৫৩; ২৪৪৬৫; চ. ৪১৪৫৫; ৮৫৪২১; ছ. ৪৪৪।

৬৭৪। নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী পুরুষের পাওয়ার ব্যাপারেও পুরুষ ও নারীদেরকে সম-স্তরে রাখা হয়েছে। সমান সমান সৎকাজের জন্য উভয়ই সমান সমান পুরুষের পাবে।

৬৭৫। এ আয়াতে ইসলামের সঠিক মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং নিজের সকল শক্তি, ক্ষমতা ও কর্মশক্তি আল্লাহর সেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত করার নাম ইসলাম। ইব্রাহীম (আঃ) এ দিক দিয়ে মুসলমানদের জন্য এক মহান আদর্শ, যাকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

৬৭৬। পরবর্তী তিনটি আয়াতে প্রার্থিত নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬৭৭। “এবং যে (আদেশ) তোমাদেরকে (এ) কিতাবের (অন্যত্র) পড়ে শুনানো হয়েছে” বাক্যাংশটি এ সূরারই চতুর্থ আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মুসলমানদের সেইসব এতীম মেয়েদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছিল, যাদের অধিকার সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَلِيلِهِمْ فِيهَا أَبَدٌ وَغَدَاءٌ  
حَقًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا<sup>৬৭৮</sup>

لَيْسَ إِيمَانُكُمْ وَلَا أَمَانِيْ أَهْلِ  
الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَىْ بِهِ وَ  
لَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا  
نَصِيرًا<sup>৬৭৯</sup>

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ  
أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا<sup>৬৮০</sup>

وَمَنْ أَحْسَنْ دِيَنًا مَمْنَ أَسْلَمَ  
وَجْهَهُ إِلَيْهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ  
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهَ رَبَّهِمْ  
خَلِيلًا<sup>৬৮১</sup>

وَإِنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ  
كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا<sup>৬৮২</sup>

وَيَسْتَفْتُنَّكَ فِي النِّسَاءِ، قُلِ اللَّهُ  
يُفْتَيِكُمْ فِيهِنَّ، وَمَا يُشَلِّي عَلَيْنِكُمْ فِي  
الْكِتَابِ فِي يَتَمَّ النِّسَاءِ الَّتِي كَ

অধিকার না দিয়েই বিয়ে করতে চাও। একইভাবে শিশু-কিশোরদের মাঝে যারা দুর্বল (ও অসহায়) <sup>৬৭৭-ক</sup> তাদের সম্পর্কেও (আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন) এবং (তাগিদ করেছেন) তোমরা যেন এতীমদের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতায় সুস্থিতিষ্ঠিত থাক। আর তোমরা যে পুণ্যকাজই কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত।

১২৯। আর <sup>ক</sup>একজন নারী যদি তার স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার ও অবহেলার আশংকা করে তাহলে তারা নিজেদের মাঝে সন্তোষজনক মীমাংসা করে নিলে তাদের কোন পাপ <sup>৬৭৮</sup> হবে না। আর আপস নিষ্পত্তি করাই উত্তম। আর মানুষের (প্রকৃতিতে) কার্য্য নিহিত রাখা হয়েছে <sup>৬৭৯</sup>। আর তোমরা যদি অনুগ্রহ কর এবং তাক্তওয়া অবলম্বন কর তাহলে (জেনে রাখ) তোমরা যা করছ সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত।

\* ১৩০। আর তোমাদের সর্বোত্তম সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তোমরা <sup>খ</sup>স্ত্রীদের মাঝে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা <sup>৬৮০</sup> করতে পারবে না। অতএব তোমরা (কোন একজনের প্রতি) সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে যেয়ো না যার ফলে <sup>গ</sup>অন্যজন অবহেলিত ও উপক্ষিত হয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে যায়। আর তোমরা যদি নিজেদের শুধরে নাও এবং তাক্তওয়া অবলম্বন কর তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

দেখুন : ক. ৪১৩৫; খ. ৪৪৪; গ. ২৪২৩২।

করা তাদের জন্য সম্ভব নয়। দ্বিতীয় খলীফা হয়রত উমর (রাঃ) ধনী, সুন্দরী, এতীম বালিকাদেরকে তাদের অভিভাবকদের সাথে বিবাহ দিতেন না। তিনি তাদের জন্য আরো উত্তম ও ভাল পাত্রের সন্ধান করার জন্য অভিভাবকদেরকে তাগিদ দিতেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে, নারীদের বিষয়ে কিছু উপদেশ কুরআনে পূর্বেই দেয়া হয়েছে এবং আরো কিছু উপদেশ এখন দেয়া হচ্ছে।

৬৭৭-ক। ‘বিল্দান’, ‘ওয়ালাদ’ শব্দের বহু বচন। ‘ওয়ালাদ’ অর্থ সন্তান। ‘বিল্দান’ দ্বারা এখানে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের কথা বলা হয়েছে।

৬৭৮। ‘তারা নিজেদের মাঝে সন্তোষজনক মীমাংসা করে নিলে তাদের কোন দোষ হবে না’ বাক্যটি কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রকাশতন্ত্রী, যাতে সদুপদেশও আছে এবং তর্তুসনাও আছে। বাক্যটির তাত্পর্য হলো বিবদমান পক্ষগুলো কি মনে করে যে তারা পরম্পর সঙ্গি করলে এবং বিবাদ মিটিয়ে ফেললে তাদের পাপ হবে? এরূপ করা পাপতো নয়ই বরং প্রশংসনীয় বিষয়।

৬৭৯। এ বাক্যটিতে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের একটি বিশেষ কারণের কথা বলা হয়েছে, যা প্রায়ই বিবাদ ঘটায়। স্ত্রীর বেশি বেশি পাবার লোভ বা আশা এবং স্বামীর কৃপণতা বা স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষার প্রতি অনীহা প্রদর্শনই সেই কারণ।

৬৮০। একজন মানুষের মাঝে তার স্ত্রীদের পক্ষে সর্বতোভাবে সমতা ও ভারসাম্য রক্ষা করে চলা মানসিকভাবে সম্ভবপর নয়। ভালবাসা হাদয়ের এমনই একটি ব্যাপার যার ওপর মানুষের নিজেরই আধিপত্য থাটে না। এমতাবস্থায় একজনের পক্ষে তার সকল স্ত্রীর মাঝে এর

تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ  
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفَيْنَ  
مِنَ الْوَلَادِ إِذَا نَقْوَمُوا لِلْيَتَامَى  
يَا لِقُسْطِطٍ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا <sup>(১)</sup>

وَإِنْ أَنْرَأَهُنَّ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًاً وَأَوْ  
إِعْرَاضًاً قَلَاجِنَاءَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا  
بَيْتَنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ حَيْزٌ وَ  
أُخْرِصَرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّجَرَةَ وَإِنْ  
تُحِسِّنُوا وَتَتَقْنُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ حَيْرًا <sup>(২)</sup>

وَلَئِنْ تَشْتَطِئُوا أَنْ تَغْدُلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ  
وَلَوْحَرَ صَنْمُ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوهَا  
وَتَتَقْنُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا <sup>(৩)</sup>

১৩১। আর তারা উভয়ে সম্পর্কচেদ করলে আল্লাহ্  
প্রত্যেককে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে সাবলম্বী<sup>৬৮১</sup> করে দিবেন। আর  
আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

১৩২। আর আকাশসমূহে <sup>كَ</sup>যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে  
সব আল্লাহ্রই। আর তোমাদের পূর্বে <sup>كَ</sup>যাদের কিতাব দেয়া  
হয়েছিল আমরা অবশ্যই তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও এ  
তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা আল্লাহ্ তাকওয়া  
অবলম্বন কর। কিন্তু তোমরা যদি অস্তীকার কর তাহলে (স্মরণ  
রেখো) আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা আছে নিশ্চয় সব  
আল্লাহ্রই। আর আল্লাহ্ মহা ঐশ্বর্যশালী (ও) পরম  
প্রশংসাময়।

১৩৩। আর আকাশসমূহে <sup>كَ</sup>যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে  
সব আল্লাহ্রই। আর কার্যনির্বাহক হিসেবে আল্লাহ্ ইথেষ্ট।

১৩৪। হে মানবজাতি! তিনি চাইলে তোমাদের নিশ্চিহ্ন করতে  
পারেন এবং (তোমাদের স্থলে) অন্যদের নিয়ে আসতে  
পারেন। আর আল্লাহ্ একাজে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৩৫। <sup>كَ</sup>যে ইহকালের পুরক্ষার চায় (সে জেনে রাখুক)  
১৯ আল্লাহ্ কাছে ইহকালের এবং পরকালেরও পুরক্ষার রয়েছে।  
১৬ আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদ্রষ্টা।

\* ১৩৬। হে যারা ঈমান এনেছ! <sup>كَ</sup>তোমরা আল্লাহ্ সন্তুষ্টি লাভের  
উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও,  
এমনকি সেই (সাক্ষ্য) তোমাদের<sup>৬৮২</sup> নিজেদের বা পিতামাতার  
এবং নিকটাত্ত্বায়দের বিরুদ্ধে গেলেও। (যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া  
হচ্ছে) সে ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক আল্লাহ্ ই উভয়ের  
সর্বোত্তম অভিভাবক। অতএব তোমরা যাতে ন্যায়বিচার<sup>৬৮২-ক</sup> করতে

দেখুন : ক. ৪৪১২৭ ; খ. ৪২৪১৪ ; গ. ৪৪১২৭ ; ঘ. ২৪২০১, ২০২; ৪২৪২১ ; ঙ. ৫৪৯।

সমবন্টন সম্ভব নয়। তবে এটা নিশ্চয় সত্য, অন্যান্য সকল ব্যাপারেই যেমন খাওয়া, পরা ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের সকলের সাথে সমতা  
ও ন্যায়-ভিত্তিক আচরণ করা স্বামীর পক্ষে সম্ভব এবং তা তাকে করতেই হবে। এটাই এ আয়ত সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এর ব্যাখ্যা।

৬৮১। স্বামীর তরফ থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাবার পরেও তারা যদি কোন মতেই শাস্তিপূর্ণভাবে একত্রে  
বসবাস করতে সক্ষম না হয় এবং তাদের তালাক (বিবাহ-বিচ্ছেদ) ঘটে যায় তাহলে আল্লাহ্ বলছেন, তিনিই তাদের জন্য উত্তম পাত্র ও  
পাত্রী জুটিয়ে দিবেন। তবে ইসলামের মতে আল্লাহ্ কাছে সকল (বৈধ) কাজের মাঝে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য কাজ হলো তালাক (দাউদ, তালাক  
অধ্যায়)।

৬৮২ ও ৮৬২-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِي اللَّهُ كُلُّ مَنْ  
سَعَيْتُمْ وَهَذَا اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا<sup>(১)</sup>

وَإِنْ شِئْتُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ  
لَقَدْ وَصَّيَّنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ وَإِنَّا كُمْ أَنَّ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ  
تَكْفُرُوا فَإِنَّا نَعْلَمْ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا<sup>(২)</sup>

وَإِنْ شِئْتُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ  
كُفِّرْ بِإِنْ شِئْتُمْ وَكَيْلًا<sup>(৩)</sup>

إِنْ يَشَاءْ يَذْهِبْ كُمْ أَيْمَانَ النَّاسِ وَيَأْتِ  
يَاخْرِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا<sup>(৪)</sup>

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ  
ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ  
سَوْءِيْعًا بَصِيرًا<sup>(৫)</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا  
قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شَهَدَ إِنْ شِئْتُمْ وَلَوْ عَلَّ  
أَنْفُسُكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبَيْنَ إِنْ رَأَيْتُمْ

(সক্ষম) হও (সে জন্য) তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বল অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে যাও তাহলে (মনে রেখো) তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চয় পুরোপুরি অবহিত।

১৩৭। হে যারা ঈমান এনেছ<sup>৬৮০</sup>! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তিনি তাঁর রসূলের প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং<sup>৯</sup> সে কিতাবেও যা তিনি এর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন (ঈমান আন)। আর<sup>৯</sup> আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশ্তাদেরকে, কিতাবসমূহকে, তাঁর রসূলদেরকে এবং শেষ দিবসকে যে অস্বীকার করে সে<sup>৯</sup> নিশ্চয় গভীর পথভৃষ্টতায় হারিয়ে গেছে।

১৩৮।<sup>৯</sup> যারা ঈমান আনে, এরপর অস্বীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে, আবার অস্বীকার করে, এরপর কুফরীতে আরো বেড়ে যায়<sup>৬৮৪</sup> আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না এবং (সঠিক) পথেও তাদের পরিচালিত করবেন না।

১৩৯।<sup>৯</sup> মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আয়াব,

১৪০। (অর্থাৎ)<sup>৯</sup> যারা মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা কি এদের কাছে সম্মানের প্রত্যাশী? তাহলে (তারা জেনে রাখুক) সব<sup>৯</sup> সম্মান নিশ্চয় আল্লাহরই হাতে।

দেখুন : ক. ২১৫, ১৩৭; ৪১১৬৩; ৫১৬০; খ. ৪১১৫১; গ. ৪১১৭; ঘ. ৩১১১; ৬৩৪৪; ঙ. ১১৩; চ. ৩১২৯, ১১৯; ৪১১৪৫; ছ. ১০৪৬৬; ৩৫৩১।

৬৮২। আরবীতে ‘তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে’ বলতে বুঝায় তোমাদের নিজেদের লোকজন, আর্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে। তা সত্ত্বেও নির্দেশটির ওপর সবিশেষ জোর দিবার জন্য পিতা-মাতা, আর্মীয়-স্বজন শব্দগুলোও যোগ করা হয়েছে।

৬৮২-ক। এ শব্দগুলোর অর্থ এও হতে পারে, পাছে তোমরা যদি পদস্থালিত হও।

৬৮৩। হে লোকেরা! তোমরা যারা নিজেদেরকে মু'মিন বল, তোমরা নিজেদের আচার-আচরণ ও কর্ম দ্বারা তোমাদের ঈমানের সরলতা ও দৃঢ়তা প্রমাণ কর।

৬৮৪। মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের জন্য ইসলাম মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখেছে-আয়াতটি এ ভিত্তিহীন অপবাদকে দ্যুর্ঘটনভাবে খণ্ডন করছে।

بِكُنْ عَنِّيًّا وَفَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَى بِهِمَا  
فَلَا تَتَبَعِّدُوا إِلَيْهِمْ أَنْ تَغْرِيَنَّهُمْ وَإِنْ  
تَلْوَاهُ أَذْتُغْرِضُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يُمَا  
تَعْمَلُونَ خَيْرًا<sup>১১১</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَمْ يَأْتُوكُمْ  
رَسُولِهِ وَالْكِتَابُ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى  
رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ مِنْ  
قَبْلِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلِئِكَتِهِ  
كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَقَدْ  
ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا<sup>১১২</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا شَمَّ كَفَرُوا شَمَّ  
آمَنُوا شَمَّ كَفَرُوا شَمَّ أَذَادُوا كَفَرَ اللَّهَ  
يَكْنُونَ اللَّهَ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَغْفِرَ لَهُمْ  
سَبِيلًا<sup>১১৩</sup>

بَشِّرِ الْمُنْفِقِينَ يَا أَنَّ لَهُمْ عَذَابًا  
أَلِيمًا<sup>১১৪</sup>

إِلَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْكُفَّارَ بَيْنَ أَوْلَيَاءِ  
مِنْ دُوِّيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَيَّتَغْوِيَ  
عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ يَلِلُ  
جَمِيعًا<sup>১১৫</sup>

১৪১। আর তিনি তোমাদের জন্য এ কিতাবে<sup>৬৮০</sup> অবশ্যই এ বিধান অবতীর্ণ করে দিয়েছেন যে তোমরা যখন আল্লাহর আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করতে এবং এর প্রতি বিদ্রূপ করতে শুন তখন তোমরা তাদের (অর্থাৎ বিদ্রূপকারীদের) সাথে বসো না, এমনকি তারা অন্য কথায় মগ্ন হয়ে গেলেও (বসবে) না।  
ক' অন্যথা তোমরা অবশ্যই তাদের মতই হয়ে যাবে<sup>৬৮১</sup>। নিচয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফির সবাইকে জাহানামে একত্র করে ছাড়বেন,

১৪২। (অর্থাৎ) তাদেরকে \*যারা তোমাদের (ধর্মসের) অপেক্ষা করছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কোন বিজয় লাভ হলে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' আর কাফিররা (বিজয়ের) কোন অংশ পেলে তারা (তাদের) বলে, 'আমরা কি (আগে) তোমাদের ওপর বিজয়ী হয়েও মু'মিনদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করিনি?' সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মাঝে কিয়ামত দিবসে মীমাংসা করবেন। আর আল্লাহ মু'মিনদের ওপর কাফিরদেরকে কখনো আধিপত্য দিবেন না।

২০  
[৭]  
১৭

\* ১৪৩। \*মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়। কিন্তু তিনি তাদেরকে তাদের নিজেদের ধোঁকায়<sup>৬৮২</sup> ফেলে দিবেন। আর তারা \*যখন নামায়ের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায় তারা আলস্যভরে দাঁড়ায়। তারা লোক দেখানো কাজ করে। আর তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।

১৪৪। তারা উভয় অবস্থার মাঝে দোদুল্যমান<sup>৬৮৩</sup>। তারা এসব (মু'মিনের) সাথে নয় এবং সেসব (কাফিরের) সাথেও নয়। আর আল্লাহ যাকে পথভৃষ্ট সাব্যস্ত করেন তুমি তার জন্য কখনো হেদায়াতের কোন পথ (খুঁজে) পাবে না।

দেখুন ৪ ক. ৬৪৬৯; খ. ৯৯৯৮; ৫৭৪১৫; গ. ২৪১০; ঘ. ৯৯৫৪।

৬৮৫। 'তিনি তোমাদের জন্য এ কিতাবে অবশ্যই এ বিধান অবতীর্ণ করে দিয়েছেন' বাক্যটি ৬৪৬৯ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা এ আয়াতের পূর্বে মকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে মকায় অবতীর্ণ ৬৪৬৯ আয়াতটি আলোচ্য আয়াতের পরে কুরআনে স্থান পেয়েছে। এতে বুঝা যায়, কুরআনের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার সময়-ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়নি, বরং বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে সাজানো হয়েছে।

৬৮৬। এ আয়াতের নির্দেশটি ত্রিবিধ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ (১) ধর্মীয় বিষয়াদির গুরুত্ব ও গাঞ্জীর্যের উপর জোর দেয়া যাতে ব্যাপারটিকে কোনক্রমেই লম্ব করে দেখা না হয়, (২) কাফিরদের ক্ষতিকর ও হীন সংসর্গের প্রভাব থেকে মু'মিনদেরকে রক্ষা করা, (৩) মুসলমানদের হন্দয় ধর্মীয় ব্যাপারে পবিত্র চেতনা ও মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা।

৬৮৭। মুনাফিকরা আল্লাহকে তো কখনই ধোঁকা দিতে পারে না। তবে তারা মহানবী (সাঃ)কে ধোঁকা দিতে চায়। যেহেতু তিনি আল্লাহরই নিয়োজিত ব্যক্তি, কাজেই যত ষড়যন্ত্রই তারা নবী করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে করে এর সবগুলোই আল্লাহর উদ্দেশ্যকে বানচাল করার জন্য করে থাকে। তাই তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রবর্থনামূলক কার্যাবলীর জন্য আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাদেরকে শাস্তি দিবেন। ২৪১৬ দেখুন।

৬৮৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ اذَا  
سَمِعْتُمْ أَيْتَ اللَّهُ يُكْفِرُ بِهَا وَ  
يُشْتَهِرَّ بِهَا فَلَا تَقْعُدُ وَأَمْعَهُمْ حَتَّى  
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ لَإِنَّكُمْ إِذَا  
مَثَلُهُمْ رَبَّانِيَ اللَّهُ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَ  
الْكُفَّارُ يَنْ في جَهَنَّمَ جَوْنِيَعاً<sup>(১)</sup>

إِلَّا ذِيئَنَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ  
فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۝ وَ  
إِنْ كَانَ لِلنَّكَفِرِيْنَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ  
نَشَخُوهُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ ۝ قَنْ  
الْمُؤْمِنِيْنَ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ  
الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّكَفِرِيْنَ  
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سِيِّلًا<sup>(২)</sup>

إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ  
خَادِعٌ عَهْمَرٌ وَإِذَا قَاتَمُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَاتَمُوا  
كُسَانِيَ هُمْ رَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَدْكُرُونَ  
اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا<sup>(৩)</sup>

مَذَبَّذَيْنَ بَيْنَ ذِلِّكَ لَدَلِلِ هُوَ لَاءٌ  
لَاءٌ هُوَ لَاءٌ وَمَنْ يُضْلِلَ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ  
لَهُ سِيِّلًا<sup>(৪)</sup>

১৪৫। হে যারা ঈমান এনেছ! <sup>ক</sup>তোমরা মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ'র সমীপে সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণ তুলে দিতে চাও?

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَتَخَذُوا  
الْكُفَّارِ إِنَّمَا يَأْتِيَهُمْ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا بِثُوَّ عَلَيْكُمْ  
سُلْطَانًا مُّبِينًا<sup>(৭)</sup>

১৪৬। নিশ্চয় মুনাফিকরা আগন্তুর সবচেয়ে গভীর স্তরে<sup>৮৯</sup> অবস্থান করবে। আর তুমি তাদের জন্য কখনো কোন সাহায্যকারী (খুঁজে) পাবে না।

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَشَفَلِ مِنَ  
النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا<sup>(৯)</sup>

১৪৭। <sup>ক</sup>কিন্তু যারা তওবা করেছে, সংশোধন করেছে, আল্লাহ'কে <sup>গ</sup>আঁকড়ে ধরেছে এবং নিজেদের ধর্মকে আল্লাহ'র জন্য নিষ্ঠার সাথে অবলম্বন করেছে-এরাই মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত। আর অচিরেই আল্লাহ' মু'মিনদেরকে এক মহা পুরস্কার দিবেন।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصَمُوا  
بِإِيمَانِهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ بِثُوَّ فَأُولَئِكَ  
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسُوفَ يُؤْتَى اللَّهُ  
الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا<sup>(১০)</sup>

১৪৮। তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও এবং ঈমান আন তাহলে আল্লাহ' তোমাদের কেন আযাব দিবেন? আর আল্লাহ' <sup>ঘ</sup>অতি গুণহাতী<sup>১১০</sup> (ও) সর্বজ্ঞ।

مَا يَفْعُلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ  
أَمْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا<sup>(১১)</sup>

<sup>ক্ষমা</sup> ১৪৯। প্রকাশ্যে মন্দ কথা<sup>১১১</sup> বলা আল্লাহ' পছন্দ করেন না। তবে যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তার কথা ভিন্ন। আর আল্লাহ' সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَرُ بِالسُّوءِ مِنْ  
الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ  
سَمِيعًا عَلَيْمًا<sup>(১২)</sup>

১৫০। তোমরা যদি কোন পুণ্যকর্ম প্রকাশ কর বা তা গোপন কর অথবা কোন দোষ মার্জনা কর তাহলে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ' বড়ই মার্জনাকারী (ও) সর্বশক্তিমান।

إِنْ شُبِّدُوا خَيْرًا أَوْ سُحْقُوهُ أَوْ تَعْفُوْ  
عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا<sup>(১৩)</sup>

দেখুন : ক. ৩৪২৯; ১১৯; ৪৪১৪০; খ. ২৪১৬১; গ. ৩৪১০২; ঘ. ২৪১৫৯।

৬৮৮। শব্দগুলোর অর্থ হলো, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝে দোদুল্যমান বা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মাঝাখানে দোলায়মান।

৬৮৯। কুরআন মুনাফিকদেরকে অতি ঘৃণার সাথে নিন্দা করেছে। ফলে কারো এ যুক্তি দেখাবার উপায় নেই যে কুরআন তরবারীর জোরে ধর্ম-প্রচার করতে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করে। কেননা তলোয়ারের জোরে কোন ব্যক্তিকে মুসলমান করলে সে মুসলমান না হয়ে বরং মুনাফিকই হবে।

৬৯০। আল্লাহ' তাআলার 'শাকের' হওয়ার অর্থ ক্ষমাকারী, সন্তোষ প্রকাশকারী, প্রশংসকারী ও গুণহাতী হওয়া এবং সংকর্মের পুরস্কারদাতা হওয়া বুবায় (লেইন)।

৬৯১। ইসলাম জনসমক্ষে অন্যের নিন্দা করা বা অন্যকে গালাগালি করা নিষেধ করে। তবে অত্যাচারিত ব্যক্তি আক্রান্ত অবস্থায় চীৎকার করে সকলের দ্রষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, যেন অন্যেরা তাড়াতাড়ি সাহায্য করতে পারে। সে বিচারালয়ে বিচার-প্রার্থীও হতে পারে। কিন্তু সে কোন অবস্থায় দুর্নাম বা কৃৎসা করে বেড়াতে পারে না।

১৫১। নিচয় খারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদেরকে অঙ্গীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় এবং বলে, ‘আমরা কোন কোন (রসূলকে) মানি এবং কোন কোন (রসূলকে) মানি না’ এবং যারা এর মাঝামাঝি কোন একটা পথ অবলম্বন করতে চায়<sup>৬৯২</sup>,

১৫২। এরাই প্রকৃত কাফির। আর কাফিরদের জন্য আমরা এক লাঞ্ছনাজনক আয়াব প্রস্তুত করে রেখেছি।

\* ১৫৩। আর খারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাদের কারো মাঝে পার্থক্য করেনি, এদেরকেই ১১ তিনি অবশ্যই এদের পুরস্কার দিবেন। আর আল্লাহ অতি ১ ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

\* ১৫৪। আহলে কিতাব তোমার কাছে আকাশ থেকে তাদের প্রতি (প্রকাশ্যে) এক কিতাব অবতীর্ণ করার দাবী জানায়। নিচয় তারা মুসার কাছে এর থেকেও বড় দাবী তুলেছিল। তারা বলেছিল, ‘আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ দেখাও’<sup>৬৯৩</sup>। অতএব তাদের সীমালংঘনের দরুণ বজ্রপাত তাদের আঘাত হেনেছিল। আবার তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা বাচ্চুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছিল। আমরা এটাও মার্জনা করেছিলাম। আর আমরা মুসাকে অকাট্য (ও) সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণ দিয়েছিলাম।

১৫৫। আর আমরা তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করার সময় তুর পর্বতকে তাদের ওপর উঁচু করেছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম, ‘তোমরা (আল্লাহর প্রতি) পূর্ণ আনুগত্যের সাথে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর’। আর আমরা তাদের বলেছিলাম, ‘তোমরা সাবাতের<sup>৬৯৪</sup> বিষয়ে সীমালংঘন করো

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاِنْشَوَ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفْرِقُوا بَيْنَ اِنْشَوَ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِمَا تَعْصِي وَنَكْفُرُ بِمَا تَعْصِي وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا<sup>১৩</sup>

أُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابًا مُهِينًا<sup>১৪</sup>

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاِنْشَوَ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتَيْهِمْ أَجُوزَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا رَّحِيمًا<sup>১৫</sup>

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَبِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَبًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا إِنَّ اللَّهَ جَهَرَةً فَأَخَذَ تِهْمَ الصِّعْقَةَ بِظُلْوَاهِمْ ثُمَّ اتَّخَذَ دُرْعَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَأَعْنَى ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَنًا مُبِينًا<sup>১৬</sup>

وَرَفَعَنَا فَوْ قَهْمَ الطُّورَ بِمِيشَاصِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَغْدُوا فِي السَّبَّتِ

দেখুন ৪ ক. ৪৯১৩৭; খ. ২৯১৩৭; ২৯২৮৬; ৩৯৮৫; গ. ২৯১০৯; ঘ. ২৯৫৬; ঙ. ২৯৫২, ৯৩; ৭৯১৪৯, ১৫৩; চ. ২৯৬৪, ৯৪; ছ. ২৯৫৯; ৭৯১৬২; জ. ২৯৬৬; ৪৯৮৮; ৭৯১৬৪; ১৬৯১২৫।

৬৯২। এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে কিন্তু তাঁর রসূলগণকে মানে না অথবা রসূলগণের মধ্যে কাউকে মানে এবং কাউকে মানে না অথবা একই রসূলের কোন দাবীকে মানে কোন দাবীকে মানে না। তারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মধ্য-পথে থাকতে চায়। তারা বিশ্বাসী নয়। প্রকৃত বিশ্বাস সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ চায়। আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের দাবীগুলোর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপনের নাম ঈমান বা বিশ্বাস।

৬৯৩। ৯৬ টাকা দেখুন।

৬৯৪। ৪৯৪৮ দেখুন।

না।' আর আমরা তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

১৫৬। অতএব তাদের 'অঙ্গীকার ভঙ্গের দরূণ, আল্লাহর নির্দশনাবলীকে তাদের অস্বীকার করার ও তাদের অন্যায়ভাবে 'নবীদের কঠোর বিরোধিতা করার দরূণ এবং 'আমাদের হৃদয় পর্দায় আবৃত'-তাদের এ কথা বলার কারণে বরং তাদের অস্বীকারের কারণে 'আল্লাহ' এতে (অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে) মোহর<sup>৬৯৫</sup> মেরে দিয়েছেন। অতএব তারা ঈমান আনে না বললেই চলে।

১৫৭। আর তাদের অস্বীকারের কারণে এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে তাদের ভয়ানক অপবাদ<sup>৬৯৬</sup> দেয়ার কারণেও (মোহর মেরে দিয়েছেন)।

\* ১৫৮। আর 'আল্লাহর রসূল মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহকে নিশ্চয় আমরা হত্যা করেছি'-তাদের এ দাবীর কারণেও (মোহর মেরে দিয়েছেন)। অথচ তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি এবং তাকে দ্রুশবিদ্ধ<sup>৬৯৭</sup> করেও মারতে পারেনি। কিন্তু তাদের কাছে তাকে (মৃতের) অনুরূপই<sup>৬৯৮</sup> করা হয়েছিল। আর এ বিষয়ে যারা মতভেদ করেছে তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহে পড়ে আছে।

দেখুন : ক. ৫১:১৪; খ. ৩০:১৮২; গ. ২৯:৮৯; ঘ. ২৯:৮৯; ১৬:১০৯; ৮৩:১৫ ; ঙ. ১০:৩৭; ৫৩:২৯।

৬৯৫। ২৭ টীকা দেখুন।

৬৯৬। ইহুদীরা মরিয়মকে অবিবাহিতা অবস্থায় যৌনাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে (প্যাথার কর্তৃক প্রণীত যীশুর ইহুদী-জীবন)। মরিয়মের বিরুদ্ধে ইহুদীরা 'কুৎসা-রটনা' করে। মরিয়মের 'বিরুদ্ধে তাদের ভয়ানক অপবাদ দেয়া' শব্দগুলো উল্লেখ করে কুরআন মরিয়মের সতীত্ব বর্ণনা করেছে এবং স্পষ্ট বলে দিয়েছে, ঈসার (আঃ) এর জন্য পিত্তমাধ্যম ছাড়াই হয়েছিল। কারণ যদি ঈসার (আঃ) পিতাই থাকতো তাহলে মরিয়মের বিরুদ্ধে ইহুদীদের কুৎসা বটনার কোন সুযোগই থাকতো না। আর অন্য কোনও ধরনের কুৎসাও মরিয়মের বিরুদ্ধে ছিল না। ঈসা (আঃ) এর নবুওয়াত এর দাবীর প্রেক্ষিতে মরিয়মকে বিন্দুপ করা হয়েছিল বটে, কিন্তু কুরআন এ কুৎসাকে গুরুত্ব দেয়ানি এবং স্বীকারও করেন। কুরআনের অন্যত্র ইহুদীদের এ জগন্য অপবাদকে খন্দন করে বলা হয়েছে, 'ঈসার (আঃ) এর মাতা ধার্মিকা, সতী রমণী ছিলেন (৩:৪৩, ৫:৭৬)।

৬৯৭। ★ [ইহুদীদের হাতে যে ঈসা (আঃ) মারা যাননি-আলোচ্য আয়াতের মূল কথা এটাই। আয়াতের শুরুতেই পাঠককে ইহুদীদের দাসিকতাপূর্ণ এ দাবীর কথা স্বরণ করানো হয়েছে যে তারা নাকি ঈসা (আঃ) কে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল। ইহুদীদের এ দাবীকে কুরআন শরীরী দ্যুর্ঘাতীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই আয়াতের শেষে উপসংহার টানা হয়েছে, যাই ঘটে থাকুক তারা তাঁকে হত্যা করতে নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হয়েছিল। এতে বুরা যায়, দ্রুশবিদ্ধ করা ঘটনাকে এক্ষেত্রে অস্বীকার করা হচ্ছে না-বরং দ্রুশে বিন্দু করে ঈসা (আঃ)কে হত্যা করার বিষয়টি অস্বীকার করা হচ্ছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (বাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬৯৮। ★ [এ আয়াতে 'ওয়ালাকিন শুবিহা লাভুম' এর মাঝে 'শুবিহা' শব্দটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এর পূর্বে ব্যবহৃত বাক্যটি আলোচ্য শব্দটিতে ঈসা (আঃ) ছাড়া অন্য কারো প্রতি আরোপ করার সুযোগ দেয় না। বড়জোর, 'শুবিহা' শব্দটি সাধারণভাবে পুরো ঘটনার প্রতি ইস্পিত করে থাকতে পারে। ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী 'শুবিহা' (অর্থ: তাকে সন্দৰ্শ বা অনুরূপ করা হলো) শব্দটিতে যে 'উপ-সর্বনাম' রয়েছে তা একমাত্র ঈসা (আঃ) ছাড়া আর কারো প্রতি আরোপিত হতেই পারে না। এর অর্থ হলো, ঈসা (আঃ)ই ছিলেন যাঁকে তাদের চেতে অনুরূপ বা সন্দৰ্শ করা হয়েছিল। অতএব ঈসা (আঃ)কে যখন দ্রুশে ঢালো হলো তখন এক পর্যায়ে তাকে মৃত্যবৎ মনে হয়েছিল। সুস্পষ্টভাবে এখানে দ্রুশবিদ্ধ হওয়া বা এতে মৃত্যবৎ হওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। যা অস্বীকার করা হচ্ছে তা হলো, তাঁর দ্রুশে বিন্দু হয়ে মৃত্যবরণ। প্রকৃতই সেখানে কি ঘটেছিল সেই বিষয়ে তখন এক বড় দ্বিতীয়-দ্বন্দ্ব বিবাজ করছিল। অতএব আয়াতটিও তদনুযায়ী নিজের মাঝে একই ভাব নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে। আয়াতটিতে বর্ণিত বিষয়ের বাইরে যা-ই বলা হয়ে থাকে তা অনুমানভিত্তিক কথা নাত্র। এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।]

أَخْذَنَا مِنْهُمْ مِمَّا قَاتَلَنَا فَعَلَيْهِمْ

فِيمَا نَقْضُهُمْ وَقَاتَلَاهُمْ وَكُفِّرُهُمْ  
يَا يَارَبِّ الْلَّهُ وَقَاتَلُوهُمْ لَا تَنْيَا  
حَقِّهِ وَقَوْلِهِمْ قُلُّوْبُ بَنَاعَلْفُهُ بَلْ طَبَعَ  
اللَّهُ عَلَيْهِمَا كُفِّرُهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ لَا  
قَلِيلًا

وَكُفِّرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَزِيمَةِ  
بِهِتَانًا عَظِيمًا

وَقَوْلِهِمْ رَأَيْنَا قَاتَلَنَا مَسِينَةَ عِيسَى  
ابْنَ مَزِيمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَاتَلُوهُ وَ  
مَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُتَّةَ لَهُمْ وَإِنَّ  
الَّذِينَ احْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ  
مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ لَا إِرْبَاعَ الظِّنِّ وَ

কেবল অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া এ বিষয়ে তাদের কোন  
জ্ঞান নেই। আর তারা তাকে হত্যাই করতে পারেনি<sup>৬৯৯</sup>।

مَقْتَلُهُ يَقِينًا

দেখুন : ক. ১০:৩৭, ৫৩:২৯

‘শুবিহা’ শব্দটি পুরো ঘটনার প্রতি আরোপিত হয়েছে বলে ধরে নিলেও কী ঘটেছিল সেই বিষয়ে বিবদমান দু’টি দলের পরম্পর বিরোধী দাবী এতে খড়ন করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৬৯৯।★ [বিবদমান দু’দলের কেউ নিজ দাবীর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, ঈসা (আ: এর) ত্রুশবিদ্ব হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ও তাঁর পুনরুত্থান হয়েছে-খন্ডানদের এ বিশ্বাসের পেছনে কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। তা ছিল কেবল অনুমানভিত্তিক একটি কথা। একইভাবে ইহুদীদের পক্ষ থেকে ত্রুশবিদ্ব করে ঈসা (আ:)কে হত্যা করার দাবীটিও একই ধরনের অনুমানপ্রস্তুত। তাই ইহুদীদের পক্ষ থেকে স্থানীয় শাসক পীলাতের কাছে ঈসা (আ:)এর দেহটি তাদের কাছে হস্তান্তর করার আবেদন জাননো হয়েছিল। কেননা তারা কথিত মৃত্যুর গোটা ঘটনাটিকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। তারা আশক্ষা করছিল, ঈসা (আ:) বেঁচে থাকলে তিনি জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে দাবী করবেন, তিনি মৃতদের মাঝ থেকে পুনৰুত্থিত হয়ে ফিরে এসেছেন (মথি ২৭:৬৩-৬৪)।]

আলোচ্য আয়াতটির শেষাংশে এই সন্দেহের প্রতিই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে: “আর এ বিষয়ে যারা মতভেদ করেছে তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহে পড়ে আছে। কেবল অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের এ বিষয়ে কেন জ্ঞান নেই।” (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

‘মা কাতালুহ ইয়াকিনান’ বাক্যটির অর্থ : (১) তারা তাকে নিশ্চয় হত্যা করতে পারেনি। (২) তারা তাঁর (ঈসা আ: এর) মৃত্যুর অনুমানকে নিশ্চয়তার পর্যায়ে পৌছাতে পারেনি। অর্থাৎ ঈসা (আ:) এর ত্রুশে মৃত্যু সম্বন্ধীয় তাদের ধারণা সন্দেহাতীতভাবে তাদের মনে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেনি। এ ক্ষেত্রে ‘কাতালুহ’ এর ‘হ’ ‘যান’ (অনুমান) শব্দের সর্বানামরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবরা বলে, ‘কাতালাশ শাইয়া খুবরান’ অর্থাৎ সে বিষয়টি সম্পর্কে এত জ্ঞান লাভ করেছিল যে সেই বিষয়ে তার সন্দেহের লেশ মাত্র রইলো না (লেইন, লিসান এবং মুফরাদাত)। ঈসা (আ:) যে ত্রুশে মৃত্যু বরণ না করে পরে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করেছিলেন তা কুরআন থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। বাইবেলের নিম্নবর্ণিত কথাগুলো থেকেও কুরআনের বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়।

(ক) ঈসা (আঃ) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ ছিলেন। তাছাড়া পুণ্যজীবনের অবসান ত্রুশের ওপরে কখনই হতে পারে না। কারণ বাইবেল অনুযায়ী যে ব্যক্তি ত্রুশবিদ্ব অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে সে আল্লাহর অভিশাপগ্রস্ত (দিতীয়-২১:৪২৩), (খ) তিনি অতিশয় কাতর হন্দয়ে রাতভর দোয়া করেছিলেন, ‘আমার নিকট হতে এ পান পাত্র দূর কর’ (মার্ক-১৪:৩৬; মথি-২৬:৩৯; লুক-২২:৪২) এবং তাঁর এ দোয়া গৃহীত হয়েছিল (হবঃ-৫:৭), (গ) তিনি পূর্বেই ভবিষ্যত্বান্বী করেছিলেন, ইউনুস নবী (আঃ) যেমন মাহের পেটে জীবিতাবস্থায় ছিলেন এবং জীবিত অবস্থায়ই পেট থেকে বের হয়ে এসেছিলেন (মথি ১২:৪০), তেমনি তিনি ও তিন দিন খোদিত করব থেকে জীবিত অবস্থায়ই বের হয়ে আসবেন, (ঘ) তিনি এও ভবিষ্যত্বান্বী করেছিলেন, ইস্রাইলের দশটি হারানো গোত্রেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য তাঁকে বাইরে যেতে হবে (যোহন-১০:১৬)। ঈসা (আঃ) এর সময়ের ইহুদীরা বিশ্বাস করতো, ঈস্রাইলের হারানো গোত্রগুলো বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে (যোহন-৭:৩৪, ৩৫) (ঙ) ঈসা (আঃ) মাত্র তিনি ঘন্টার মত ত্রুশ-বিদ্ব অবস্থায় ছিলেন (যোহন-১৯:১৪) এবং তাঁর মত স্বাভাবিক শারীরিক গঠনের ব্যক্তি এত অল্প সময়ে ত্রুশে মরতে পারেন না, (চ) ত্রুশ-বিদ্ব অবস্থায় তার পার্শ্বদেশে ধারালো অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করা হয় এবং রক্ত ও পানি সেই আহত-স্তুল থেকে ফিল্মি দিয়ে বের হয়ে আসে। এটা তাঁর জীবিত থাকার পরিচায়ক (যোহন-১৯:৩৪), (ছ) ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর ব্যাপারে ইহুদীরা নিজেরাই নিশ্চিত ছিল না। কারণ তারা পীলাতকে তাঁর কবরে পাহারাদার রাখার অনুরোধ জানিয়েছিল। তারা এ বলে অনুরোধ করেছিল, ‘তাঁর শিশ্যরা রাত্রে আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লাইয়া যাইতে পারে এবং তৎপর জনগণের কাছে বলিতে পারে, ‘তিনি মৃতের মধ্য হইতে, জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন’’ (মথি-২:৭৬৪), (জ) সুসমাচারগুলোর একটিতেও এমন কোন চাকুস-সাক্ষীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ নেই যে ঈসা (আঃ) নিরপরাধ। তাই পীলাত, ‘এসেনি’ ফেরকার সম্মানিত ব্যক্তি আরিমেথিয়ার যোসেফের সাথে যুক্তি-পরামর্শ করে ঈসা (আঃ) কে বাঁচাবার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। কারণ নবুওয়াত লাভের পূর্ব পর্যন্ত ঈসা (আঃ) ‘এসেনি’ ফেরকারই সদস্য ছিলেন। ঈসা (আঃ) এর বিচার হয়েছিল শুক্রবারে। পীলাত বিচার-কার্য ইচ্ছাপূর্বক দীর্ঘায়িত করেছিলেন। তিনি জানতেন, ত্রুশের শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে শুক্রবার দিবাগত সন্ধ্যায়ই ত্রুশ থেকে নামিয়ে ফেলতে হবে। তাই তিনি যখন ঈসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে ত্রুশের শাস্তি ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন তখন সূর্যাস্ত হতে মাত্র তিনি ঘন্টা বাকী ছিল। তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে সাধারণ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই এমন অল্প সময়ে ত্রুশে মৃত্যুবরণ করে না। পীলাত কিছু অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে। ঈসা (আঃ) কে যখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নামানো হলো (সম্ভবত সিরকার প্রভাবে অভেতন হিসেবে) তখন আরিমেথিয়ার যোসেফের অনুরোধে পীলাত সাথে সাথে ঈসা (আঃ) এর দেহ তাকে সমর্পণ করলেন। ঈসা (আঃ) এর সাথে দু’জন অপরাধীকেও ত্রুশ-বিদ্ব করা হয়েছিল এবং তাদের হাড় ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঈসা (আঃ) এর হাড় ভাঙ্গা হয়নি। যোসেফ পাহাড়ের টিলার গাত্রে খোদিত প্রশংস্ত কোঠায় তাঁর দেহটি রেখেছিলেন। তাঁর দেহের কোনোরূপ ডাক্তারী পরীক্ষা হয়নি, জীবিত কি মৃত তাও পরীক্ষা করা হয়নি, এমন কি এ ব্যাপারে তাঁর অস্তিম সময়ের কারো সাক্ষ্য প্রমাণও নেয়া হয়নি (মিস্টিকেল লাইফ অব জিসাস, প্রণেতা এইচ, স্পেশার লিউইস), (ঝ) একটি ভেষজ মলম (এটি পরে ‘মরহমে ঈসা’ বা ঈসার মলম নামে পরিচিত হয়) তৈরী করে তাঁর ক্ষতস্থানগুলোতে প্রলেপ দেয়া হয় এবং আরিমেথিয়ার যোসেফ ও নিকোডিমাস তাঁর শুশ্রাবা ও সেবা-যতু করতে থাকেন। নিকোডিমাস ‘এসেনি ভাত্মমণ্ডলী’র একজন অতি সম্মানী ও উচ্চ জ্ঞানী

১৫৯। <sup>ك</sup>বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে<sup>۱۰۰</sup> উন্নীত করেছেন।  
আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

\* ১৬০। আর আহলে কিতাবের মাঝে এমন (কোন গোত্র বা দল) নেই যারা তার (অর্থাৎ ঈসার) মৃত্যুর<sup>۱۰۱</sup> আগে তার প্রতি ঈমান আনবে না। আর <sup>ك</sup>সে (অর্থাৎ ঈসা) কিয়ামত দিবসে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

দেখুন : ক. ২৪২৫৪; ৩৪৫৬; ৭৪১৭৭; ৫৮১১২।

ব্যক্তি ছিলেন, (এও) ঈসা (আঃ) এর ক্ষতগুলো মোটামুটি সেরে উঠলে তিনি কবরটি ত্যাগ করেন এবং রাতের বেলায় পর পর কয়েকজন শিখের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের সাথে খাদ্য গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি পদব্রজে জেরুয়ালেম থেকে গেলিলী চলে যান (লুক-২৪:৫০), (ট) আমেরিকায় প্রথমে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ‘দি ক্রিসিফিকেশন বাই’ এন আই-উইটেনেস’ নামক একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ক্রুশের ঘটনার সাত বৎসর পর জেরুয়ালেমের ‘এসেনি’ ভ্রাত-মন্দিলীর একজন সদস্য আলেক্জান্দ্রিয়ার অপর এসেনি ভ্রাতা সদস্যকে এ বিষয়ে একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রটির পুরাতন ল্যাটিন ভাষার কপির ইংরেজী অনুবাদ করে উক্ত পুস্তকটিতে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকটি এ অভিমতের জোরালো সমর্থন যোগাচ্ছে যে ঈসা (আঃ) ক্রুশ থেকে অবতরণের পর জীবিত ছিলেন। পুস্তকখানা ক্রুশে-লটকানোর পর্ব-ঘটনাবলীর বিবরণ, ক্রুশ-বুলানোর দৃশ্যাবলী এবং পরবর্তী ঘটনাসমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছে (তফসীরের ‘বৃহত্তর ইংরেজি বা উর্দু সংক্রান্ত দেখুন’)। ঈসা (আঃ) এর তথাকথিত ক্রুশবিদ্বন্দ্ব-মৃত্যু সম্বন্ধে ইহুদীদের মাঝে দু’টি পৃথক মতামত রয়েছে। একদল বলে, তাঁকে প্রথমে মারা হয়েছিল এবং পরে তাঁর মৃতদেহ ক্রুশে লটকানো হয়েছিল। অন্যেরা বলে, ক্রুশে দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত মতটি প্রেরিত-৫৪৩০-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেখানে লেখা আছে, “যাহা তোমরা বধ করিয়াছিলে এবং গাছে বুলাইয়া দিলে।” কুরআন এ দু’টি অভিমতকেই খণ্ডন করে বলছে, তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি, এমন কি ক্রুশে দিয়েও হত্যা করতে পারেনি। প্রথমে কুরআন বলছে, তারা বহু রকমের চেষ্টা করে কোন প্রকারেই তাঁকে হত্যা করতে পারেনি, অতঃপর বলছে শেষ পর্যন্ত তারা ঘড়ীযন্ত্র করে তাঁকে ক্রুশে ঝুলিয়েছিল, কিন্তু তাতেও তাঁকে মারতে পারলো না। কুরআন ঈসা (আঃ)কে ক্রুশে দেয়ার কথা অঙ্গীকার করেনি, বরং ক্রুশের ওপরেই ঈসা (আঃ) মারা গেছেন, এ কথাটি অঙ্গীকার করে।

৭০০। ★“বার রাফা আল্লাহ ইলায়হি.....” অধিকাংশ গৌড়া আলেম এই আয়াত থেকে অনুমান করেন, ‘বাল’ (বরং) শব্দটি ক্রুশে বিদ্ব করার ঘটনার দিকে ইসিত করছে। অর্থাৎ তাঁকে ক্রুশে বিদ্ব করে মৃত্যু দেয়ার পরিবর্তে আল্লাহ সশরীরে আকাশে তুলে নিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। অতএব তাকে ক্রুশবিদ্ব করার প্রচেষ্টার পূর্বে তিনি যে দেহের অধিকারী ছিলেন সেই রক্তমাংসের দেহ নিয়েই তিনি বর্তমানে মহা আকাশের কোথাও জীবিত আছেন। এই ব্যাখ্যাটি অনেক জটিল প্রশ্নের জন্ম দেয়। (ক) ঈসা (আঃ) যদি আদৌ ক্রুশবিদ্ব না হয়ে থাকেন তবে সেটা ক্রুশীয় ঘটনাটির ব্যাপারে ইহুদী ও খ্রিস্টামত ও রোমানদের মাঝে প্রচলিত সব বিশ্বাস কি নিষ্ক এক কল্পকাহিনী?

(খ) এ আয়াতের কোন স্থলে কোথায় ঈসা (আঃ)কে সশরীরে আকাশে তুলে নেয়ার দাবী করা হয়েছে? অথচ এই আয়াতের মোদ্দা কথা হলো আল্লাহ তাঁকে নিজের দিকে উন্নীত করেছেন।

প্রথম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে গৌড়া আলেমরা এমন এক আজগুবি দৃশ্যপট রচনা করেছেন যাতে ক্রুশীয় ঘটনাকে অঙ্গীকার করা হয়নি ঠিকই কিন্তু দাবী করা হয়েছে, যে ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ব করা হয়েছিল তিনি ঈসা ভিন্ন অন্য এক ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তিকেই আল্লাহর আদেশে ফিরিশ্তারা নাকি ঈসা-সদৃশ করে দিয়েছিল। অতএব যে ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ব করা হয়েছিল সব সন্দেহ ও অনুমান ছিল সেই ব্যক্তিকে ঘিরে। বলা বাহ্যিক, প্রশ্নের অপনোদন না করে বরং এই কাল্পনিক ব্যাখ্যা আরো অনেক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। এছাড়া এ ধরনের অলীক দাবীর ভিত্তি কোন ধর্ম গ্রন্থে বা মহানবী (সাঃ) এর কোন হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই গল্প দ্বিদ্বন্দ্ব ও সন্দেহের কেবল বৃদ্ধিসাধনই করে থাকে। আলোচ্য আয়াতটির এ ধরনের অভিনব ব্যাখ্যা যেন মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাদদের কাছেই ধরা পড়েছিল, অথচ মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এ সম্বন্ধে একেবারেই অনবহিত ছিলেন (মাআয়াল্লাহ)।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, এ দাবীর দুর্বলতা স্বয়ং কুরআন শরীফের কথা থেকেই প্রতীয়মান হয়। ‘রাফা’ শব্দের অর্থ হলো ‘উন্নীত হওয়া’। মহান আল্লাহ যখন কোন ব্যক্তিকে উন্নীত করেন তখন এর অর্থ সব সময় আঙ্গীক মর্যাদার উন্নতি হয়ে থাকে-দৈহিক উন্নতি কখনো বুঝানো হয় না। প্রকৃতপক্ষে আংশিক উন্নতি ছাড়া এ আয়াতের দ্বিতীয় কোন অর্থ করা সম্ভবই নয়।

আলোচ্য আয়াতটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে, আল্লাহ হ্যরত ঈসা (আঃ)কে তাঁর নিজের দিকে উন্নীত করেছেন। নিঃসন্দেহে আকাশে নির্ধারিত এমন কোন বিশেষ স্থানের উল্লেখ এ আয়াতে নেই যেখানে হ্যরত ঈসা (আঃ)কে তুলে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। যেখানে থেকে ঈসা (আঃ)কে তোলা হয়েছে খোদা নিজেই সেখানে বিরাজমান ছিলেন। আকাশে বা পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে সেই সর্বাধিপতি আল্লাহ বিরাজমান নন। অতএব যখন কাউকে আল্লাহর দিকে তুলে নেয়া হয়েছে বলে কোন কথা বলা হয়, এতে দৈহিক উত্তোলন বুঝানো অসম্ভব ও অকল্পনীয়। আহমদীয়া মতবাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, এই আয়াতে ব্যবহৃত ‘বাল’ (অর্থ বরং) শব্দটি ‘ঈসার’ অভিশপ্ত মৃত্যু’র বিষয়ে ইহুদীদের কল্পিত দাবীকে খড়ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহ্যিক, লা’নত বা অভিশাপের বিপরীত হলো

**بِلَّرْفَعَةُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا**  
(৪)

**وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَيْهِ مِنْتَهٍ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا**  
(১৬)

১৬১। সুতরাং যারা ইহুদী হয়েছে তাদের সীমালংঘনের দরুণ এবং বহু লোককে আল্লাহর পথে তাদের বাধা দেয়ার দরুণ আমরা তাদের জন্য সেইসব পবিত্র বস্তু<sup>১০২</sup> ক'হারাম করেছি যা তাদের জন্য (পূর্বে) হালাল করা হয়েছিল ।

১৬২। আর তাদেরকে বারণ করা সত্ত্বেও <sup>১</sup>তাদের সুদ গ্রহণের কারণে এবং <sup>২</sup>তাদের অবৈধতাবে লোকদের ধনসম্পদ গ্রাস করার কারণেও (আমরা তাদের এ শাস্তি দিয়েছি) । আর তাদের মাঝে যারা অস্তীকারকারী ছিল তাদের জন্য আমরা এক যন্ত্রণাদায়ক আয়াব প্রস্তুত করে রেখেছি<sup>১০৩</sup> ।

فِيظُلِّمٌ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا  
عَلَيْهِمْ طَبِيبَتِ أَجْلَثَ لَهُمْ وَبَصَدَّهُمْ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا<sup>④</sup>

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَ  
أَكْلِمُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ يَا لَبَابًا طِيلًا وَ  
أَغْتَذَنَا لِلْكُفَّارِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا  
آتَيْنَاهُمْ<sup>⑤</sup>

দেখুন : ক. ৫১১১৮; খ. ৬১১৪৭; ২:২৭৬, ২৭৭; ৩:১৩১; ৩০:৪ গ. ৯:৩৪

‘আল্লাহর নৈকট্য’। [(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৭০১। ★ [এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নানা মত রয়েছে। কোন কোন আলেম মনে করেন এতে ত্রুশীয় ঘটনার পরের সুদুর ভবিষ্যতের কথা বলা হয়েছে। আর এতে বলা হয়েছে, বিনা ব্যতিক্রমে সব ইহুদী একদিন ঈসা (আঃ) এর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর সত্য নবী হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করবে। এ আয়াতের উল্লেখিত অলৌকিক ঘটনাটি ঈসা (আঃ) এর জীবদ্ধাতেই ঘটবে বলে তারা দাবী করে। তারা নিজেদের এ ব্যাখ্যার ভিত্তি ‘কৃবলা মাওতিহী’ অর্থাৎ ‘তাঁর মৃত্যুর পূর্বে’ কথাগুলোর ওপর রাখে। ইহুদীরা তাঁকে এখনো গ্রহণ করেনি বিধায় এ সব আলেমের মতে ঈসা (আঃ) নিশ্চয়ই এখনও বেঁচে আছেন।]

আরেকটি প্রচলিত মতবাদ হলো, ‘কৃবলা মাওতিহী’ কথাটি ঈসা (আঃ) এর সমসাময়িক প্রত্যেক ইহুদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, প্রত্যেক ইহুদী ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর আগে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। এটা এমন এক দাবী যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই যাচাই করতে পারেন। দুর্বাগ্যবশত এ ব্যাখ্যাটি হ্যবহু গ্রহণ করলে অনেকগুলো সমস্যা ও অসুবিধা দেখা দেয়। এ সমস্যার প্রেক্ষিতে আমরা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন সমাধান প্রস্তাব করছি।

আলোচ্য আয়াতটিকে এভাবে অনুবাদ করা যায়, “আহলে কিতাবের মাঝে এমন একজনও থাকবে না যে নিজের মৃত্যুর আগে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না।” কৃত অনুবাদে ‘এমন একজনও’ শব্দটি একই আয়াতে আক্ষরিকভাবে উল্লেখ করা না হলেও শব্দটি অস্তিনিহিত রয়েছে। যদি এ শব্দটির প্রকাশ্যে উল্লেখ থাকতো তাহলে আয়াতটির নিম্নলিখিত অর্থ দাঁড়াতো: ‘ওয়া ইন আহাদুমিন আহলিল কিতাবে’ এক্ষেত্রে ‘আহাদুন’ শব্দটিকে এ আয়াতে নিহিত রয়েছে বলে ধরা হয়। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে ‘আহাদুন’ শব্দটির পরিবর্তে ‘ফারিকুন’ শব্দটিকে ‘উহ’ বা ‘নিহিত’ গণ্য করার প্রস্তাব করছি। সেক্ষেত্রে এর অনুবাদ হবে: ‘আহলে কিতাবের মাঝে এমন (কোন গোত্র বা দল) নেই যারা তাঁর (অর্থাৎ ঈসার) মৃত্যুর আগে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না।’

আবশ্যিকীভাবে এর অর্থ দাঁড়াছে, হ্যরত ঈসা (আঃ) বনী ইসরাইলের হারানো গোত্রগুলোর উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন। আর এই হিজরতের মাধ্যমেই তিনি তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেছিলেন। আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন স্বয়ং ঈসা (আঃ) এর একটি বক্তব্যেও পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন: ‘আমি ইসরাইলকুলের হারানো মেষ ছাড়া অন্য কাহারো প্রতি প্রেরিত হই নাই (মথি ১৫:২৪)’। [(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৭০২। এ আয়াত এমন কোন ইহুদাগতিক বস্তুর কথা বলছে না, যা ভোগ করা ইহুদীদের জন্য পূর্বে অনুমোদিত ছিল পরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা মূসা (আঃ) এর পরে তাদের মাঝে কোন শরীয়তবাহী নবী আসেননি, যিনি তওরাতের অনুমোদিত বস্তু তাদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন। এটা এ কথা বলছে যে তারা আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বী-অনুগ্রহরাজি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। ঈসা (আঃ) ইহুদীদের এ আধ্যাত্মিকভাবে বঞ্চিত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে বলেছিলেন, আমি এ জন্য এসেছি যেন আমি তোমাদের জন্য হালাল করি এমন কিছু বস্তুকে যা পূর্বে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল (৩৪৫)। – অর্থাৎ তোমাদের অপকর্মের দোষে যে সব ঐশ্বী অনুগ্রহরাজি থেকে তোমরা বঞ্চিত হয়েছ, সেগুলোর কিছু কিছু তোমাদের মাঝে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আমি এসেছি।

৭০৩। ইহুদীদেরকে নিমেধ করা হয়েছিল তারা যেন টাকা লগ্নি করে অন্য ইহুদীদের কাছ থেকে সুদ গ্রহণ না করে। তবে অ-ইহুদীর কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করার অনুমতি ছিল (যাত্রা-২২৪২৫, লেবীয় ২৫:৩৬-৩৭; দ্বিতীয় ২৩:১৯-২০)। কিন্তু তারা এ আইন ভঙ্গ করে ইহুদীদের কাছ থেকেও সুদ গ্রহণ করতে থাকে (নহূম-৫:৭)। পরে তারা নেহেমিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিল, তারা এ পাপাচার পরিত্যাগ করবে (নহূম-৫:১২)। কিন্তু আবার তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলো। তাই যিহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাণী (যিহিস্কেল-১৮:১৩) অনুযায়ী ইহুদীরা জাতিসন্তা

[১০]  
২২  
২

১৬৩। কিন্তু <sup>ك</sup>এসব (ইহুদীদের) মাঝে গভীর জ্ঞানী<sup>١٠٨</sup> ও প্রকৃত <sup>ك</sup>মু'মিনরা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এতে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও ঈমান রাখে। আর তারা নামায প্রতিষ্ঠাকারী<sup>١٠٩</sup>, যাকাত আদায়কারী এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী। আমরা অবশ্যই এদেরকে এক মহা পুরস্কার দান করবো।

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ  
الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ  
وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقْرِئِينَ  
الصَّلُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ الرَّحْمَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ  
يَا إِلَهِ وَالْيَوْمَ الْأَخِيرُ دُولَتِكَ  
سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا<sup>١١٠</sup>

১৬৪। <sup>ك</sup>নিচয় আমরা তোমার প্রতি সেভাবে ওহী করেছি যেভাবে আমরা নৃহ ও তার পরবর্তী নবীদের প্রতি ওহী করেছিলাম। আর আমরা ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং (তার) বংশধরদের প্রতি এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন এবং সুলায়মানের প্রতিও ওহী করেছিলাম। আর <sup>ك</sup>দাউদকে আমরা যবূর<sup>١٠٣</sup> দিয়েছিলাম।

إِنَّا أَذْهَبْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا لِي  
بُوْحٍ وَالثَّيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا  
إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِشْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ  
يَحْقُوبَ وَالْأَشْبَاطَ وَعِيسَى وَآيُوبَ وَ  
يُوْسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأَتَيْنَا<sup>١١١</sup>  
دَاؤَدَ زَبُورًا<sup>١١٢</sup>

১৬৫। আর এমন <sup>ك</sup>অনেক রসূল আছে যাদের বৃত্তান্ত তোমার কাছে আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আর এমন অনেক রসূলও আছে যাদের বৃত্তান্ত তোমার কাছে আমরা বর্ণনা করিন<sup>১০৭</sup>। আর আল্লাহ মূসার সাথে অনেক কথা বলেছিলেন<sup>১০৭-ক</sup>।

وَرُسُلٌ أَقْصَاصِنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ  
قَبْلٍ وَرُسُلٌ لَمْ نَقْصُصْنَهُمْ عَلَيْكَ  
وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَسْكِينًا<sup>١١٣</sup>

দেখুন : ক. ৩৪৮ ; খ. ২৪৫, ১৩৭; ৩৪২০০; ৪৪১৩৭; ৫৪৬০; গ. ২৪১৩৭; ৩৪৮৫; ৬৪ ৮৫-৮৮; ঘ. ১৭৪৫৬; ঙ. ৪০:৭৯।

হারিয়ে ফেললো এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শক্রদের হাতে লাঢ়িত ও অত্যাচারিত হওয়ার ফলে বিছিন্ন অবস্থায় ছড়িয়ে পড়লো।

৭০৪। এটা সেই সব জ্ঞানী-গুণী ইহুদীদেরকে বুঝিয়েছে যারা ইসলাম ধর্ম প্রহণ করেছে। ‘মু’মিনরা’ শব্দটিও এ জন্যই যোগ করা হয়েছে যাতে সে সকল ইহুদীকেই এ আয়াতের লক্ষ্য বলে মনে করা হয় যারা মুসলমান হয়ে গেছে।

৭০৫। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ‘মকিমুনা’-এর স্থলে ‘মুকিমীনা’ ব্যবহার করা রীতি-সিদ্ধ। বিশেষ জোর দিবার উদ্দেশ্যে এক্ষণ করা হয় (কাশ্শাফ, ১ম, ৩৩৬)।

৭০৬। এ আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে কয়েক জন নবীর নাম উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো ইসলামের নবী (সা:) এর আগমন ও তাদেরই মত স্বাভাবিকভাবে হয়েছে। দাউদ (আ:) এর প্রতি অবতীর্ণ ব্যাখ্যাকারী ‘যবূর’ এবং পরবর্তী আয়াতে মূসা (আ:) এর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়তবাহী কিতাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সেজন্য মহানবী (সা:) এর প্রতি অবতীর্ণ ‘কুরআন’ ও প্রজ্ঞা এবং শরীয়ত এ উভয় দিকেই পরিপূর্ণ।

৭০৭। কুরআন মাত্র ২৪ জন নবীর নাম উল্লেখ করেছে, অথচ নবী করীম (সা:) এর এক হাদীস অনুযায়ী ১ লক্ষ ২৪ হাজার পঁয়গ়ম্বর পৃথিবীতে এসেছেন (যুসনাদ, ৫ম, ২৬৬)। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, এমন কোন জাতি নেই, যাদের নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি (৩৫:২৫)।

৭০৭-ক। অনুবাদে যা লিখা হয়েছে তা ছাড়াও এ বাক্যটির অন্য এক অর্থ হলো : মূসার সাথে আল্লাহ বিশেষভাবে বা সরাসরি কথা বলেছিলেন।

★ [আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী একটি শব্দের ধাতু যখন পুনরাবৃত্ত হয়, যেভাবে ‘তাকলীমান’ এর মাধ্যমে এ আয়াতে করা হয়েছে তখন তা তীব্রতা অথবা পুনরাবৃত্তি অথবা উচ্চমান বুঝাতে অথবা দ্যুর্ধৰ্তা দূর করার উদ্দেশ্যে করা হয়। এসব বৈশিষ্ট্যই একই সাথে প্রযোজ্য কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য।]

১৬৬। (এরা) ক সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী<sup>৭০৮</sup> রসূলরপে (প্রেরিত হয়ে) ছিলেন যেন এ রসূলদের আসার পর মানুষের জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন সুযোগ না থাকে<sup>৭০৯</sup>। আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

دُّسْلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِّرِينَ لَيَلَّا  
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ  
الرُّسُلِ، وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا<sup>৭১০</sup>

১৬৭। কিন্তু \*আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তা তাঁর (নিশ্চিত) জ্ঞানের<sup>৭১০</sup> ভিত্তিতেই অবতীর্ণ করেছেন এবং ফিরিশ্তারাও (এ) সাক্ষ্যই দিচ্ছে। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

لَكِنَّ اللَّهُ يَشَهِّدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ  
أَنْزَلَهُ يَعْلَمُهُ، وَ الْمَلَائِكَةُ  
يَشَهِّدُونَ، وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا<sup>৭১১</sup>

১৬৮। \*যারা অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর পথে (লোকদের) বাধা দিয়েছে তারা অবশ্যই চরম পথভৃষ্টতায় হারিয়ে গেছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ أَصْبَرُوا عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا أَضْلَلَابَعِينَ<sup>৭১২</sup>

১৬৯। \*যারা অস্বীকার করেছে এবং যুলুম করেছে নিশ্চয় আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا إِنَّمَا  
اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لَا يَغْفِرُ لَهُمْ  
طَرِيقًا<sup>৭১৩</sup>

১৭০। একমাত্র জাহানামের পথ ছাড়। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে। \*আর এক্ষেপ করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ فِيهَا  
آبَدًا، وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا<sup>৭১৪</sup>

দেখুন : ক. ২৪২১৪; ৬৪৯; ১৭৪১০৬; ১৮৪৫৭; খ. ৩৪১৯; ১১:১৫ গ. ৪৪১৩৮; ঘ. ৪৪১৩৮; ঙ. ৩৩:৩১; ৬৪:৮।

৭০৮। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী শব্দ দু'টি নবীগণের দু'টি অপরিহার্য কর্তব্য ব্যক্ত করেছে। তাঁদের অনুসারীদেরকে আল্লাহর নির্দেশে তাঁরা এ সুসংবাদ দান করেন যে তারা ইহজগতেও উন্নতি লাভ করবে এবং পরকালেও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তিতে থাকবে। যারা নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করে, নবীগণ তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে প্রত্যাখানকারীরা এমন দুঃখ-যন্ত্রণা ও আপদ-বিপদের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে যা থেকে তারা কোনমতেই রেহাই পাবে না।

৭০৯। আল্লাহ মানুষের কাছে এ জন্য নবী পাঠ্যান যাতে শান্তি পাওয়ার সময় সে এ আপনি উত্থাপন করতে না পারে যে তার দোষ-ক্রটি ও পাপকর্ম দেখিয়ে দিবার জন্য এবং এগুলো থেকে বিরত না হলে গুরুতর শান্তি পেতে হবে বলে সতর্ক করার জন্য কেউই তার কাছে আসেনি (২০:১৩৫)।

৭১০। কুরআনে আল্লাহ তাআলা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও চিরসত্যের এমন এক অফুরন্ত ভাস্তর রেখে দিয়েছেন, যা নিজেই সাক্ষ্য বহন করে যে এ কুরআন নিশ্চয় আল্লাহর বাণী। কুরআনের বহুমুখী জ্ঞান-গরিমা ও আশ্চর্য গুণাবলী তর্কাতীতভাবে চিন্তাশীলদের কাছে প্রমাণ করে, এটা ঐশ্বী, লৌকিক নয়।

১৭১। হে মানবজাতি! নিশ্য এ রসূল তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্যসহ এসেছে। সুতরাং তোমরা ঈমান আন। (এটাই) তোমাদের জন্য উত্তম। এরপরও তোমরা অস্বীকার করলে (জেনে রাখ) নিশ্য আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা রয়েছে সব আল্লাহরই। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ  
بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَأَمْتُوا أَخْيَرَ الْكُمْ  
وَإِنْ تُكْفِرُوا فَإِنَّ رِبَّكُمْ يَعْلَمُ مَا فِي  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ  
عَلَيْهِمَا حَكِيمًا<sup>(১৪)</sup>

১৭২। হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলো না। নিশ্য মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম কেবল আল্লাহর এক রসূল ও তাঁর কলেমা<sup>১১</sup>, যা তিনি মরিয়মের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন এবং (তা ছিল) তাঁর পক্ষ থেকে এক কুরহ<sup>১২</sup>। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আন। আর তোমরা কুরলো না, (খোদা) ‘তিন’। তোমরা (এরপ কথা বলা থেকে) বিরত হও। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। নিশ্য আল্লাহই এক-অদ্বিতীয়। তিনি এ থেকে গুণবিত্র যে তাঁর কোন পুত্র থাকবে। আকাশসমূহে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে সবই তাঁর। আর কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

২৩  
[১]  
৩

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُبُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا  
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا  
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولٌ  
إِنَّمَا وَكَلِمَتَهُ<sup>۱۳</sup> أَلْقَاهَا إِلَيْهِ مَرْيَمَ وَرُؤْسَهُ  
وَقَنْهُرَ فَأَمْنُوا بِيَاهِلِهِ وَرُسُلِهِ<sup>۱۴</sup> وَلَا  
تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ<sup>۱۵</sup> إِنَّهُمْ أَخْيَرُ الْكُمْ  
إِنَّمَا إِنَّمَا اللَّهُ رَالَهُ وَأَحَدٌ<sup>۱۶</sup> سُبْحَنَهُ أَنَّ  
يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ<sup>۱۷</sup>  
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِيَاهِلِهِ<sup>۱۸</sup> كَيْلًا<sup>۱۹</sup>

১৭৩। <sup>১</sup>মসীহ আল্লাহর এক নগণ্য দাস (হিসেবে পরিগণিত) হতে কখনো অপছন্দ করে না। নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তারাও (এটিকে অপছন্দ করে) না। আর যারা তাঁর ইবাদত করাকে হেয় মনে করে এবং অহংকার করে তিনি অবশ্যই তাদের সবাইকে নিজের দিকে একত্র করে নিয়ে আসবেন।

لَنْ يَشْتَكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ  
عَبْدًا إِلَيْهِ وَلَا مَلِكًا مُّقْرَبُونَ  
وَمَنْ يَشْتَكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ  
يَشْتَكِفْ فَسِيَخْشُرُهُمْ رَالِيهِ  
جَمِيعًا<sup>(১৪)</sup>

দেখুন ৪ ক. ৫৮:২৩; খ. ৫৮:৭৪; গ. ২১:১৭; ১০:৬৯; ঘ. ১৭:১১২; ১৮:৫; ১১:৪৪, ৫; ঙ. ৫৪:১৭, ১১৮।

৭১১। ৪১৪ টাকা দেখুন।

৭১২। ‘কুরহ’ অর্থ আস্তা, যে শ্বাস মানুষের শরীরকে জীবন্ত রাখে এবং যা বের হয়ে গেলে মৃত্যু ঘটে। এর আরো অর্থ হলো ঐশ্বী-বালী বা প্রেরণা, কুরআন; ফিরিশ্তা, সুখ ও আনন্দ, করণ্ণা (লেইন)। ‘কুরহ’ ও ‘কলেমা’ শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, ঈসা (আঃ) আধ্যাত্মিক মর্যাদার দিক থেকে অন্য নবীগণের তুলনায় কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। এ ধরনের প্রকাশ-ভঙ্গ অন্যান্য নবীগণ ও পুণ্যআগগনের (যথা মরিয়মের) জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। (১৫:৩০, ৩২:১০; ৫৮:২৩)। এ শব্দগুলো ঈসা (আঃ) ও মরিয়মের স্বপক্ষে ইহুদীদের ঘৃণ্য অপবাদগুলো খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আধ্যাত্মিক মার্গের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান দানের উদ্দেশ্যে নয়।

১৭৪। এরপর যারা স্টমান আনে এবং সৎকাজ করে অবশ্যই  
ক্ষতিনি তাদের পুরস্কার তাদেরকে পুরোপুরি দিবেন। আর তিনি  
নিজ অনুগ্রহে তাদের আরো বেশি দিবেন। আর যারা  
(ইবাদতকে) তুচ্ছ মনে করেছে এবং অহংকার করেছে তিনি  
অবশ্যই তাদেরকে এক যত্নগণায়ক আয়াব দিবেন। আর  
ক্ষতারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কোন বস্তু এবং কোন  
সাহায্যকারীও পাবে না।

১৭৫। হে মানবজাতি! তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে  
অবশ্যই তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রাণ<sup>১১০</sup> এসেছে। আর আমরা  
তোমাদের প্রতি এক উজ্জ্বল <sup>১১৪</sup> জ্যোতি<sup>১১৪</sup> অবতীর্ণ করেছি।

১৭৬। সুতরাং যারা আল্লাহ'র প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাকে  
ঢাঁকড়ে ধরেছে তিনি অবশ্যই তাদেরকে নিজের কৃপা ও  
অনুগ্রহের আওতাভুক্ত করবেন এবং তিনি তাদেরকে নিজের  
দিকে আসার সরলসুন্দর পথে পরিচালিত করবেন।

১৭৭। তারা তোমার কাছে 'কালালাহ' সংস্কো সিদ্ধান্ত চাচ্ছে।  
তুমি বল, ৫. 'আল্লাহ' তোমাদেরকে কালালাহ<sup>১৫</sup> সংস্কো সিদ্ধান্ত  
দিচ্ছেন। এমন কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় যার কোন  
সন্তানসন্তি নেই কিন্তু তার এক বোন আছে সেক্ষেত্রে (তার)  
রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক এ (বোনের)। আর এ (বোনের)  
সন্তান সন্ততি যদি না থাকে তাহলে সে (অর্থাৎ তার ভাই এর)  
একক উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি তারা (বোনেরা) দু'জন  
হয় তাহলে উভয়ের জন্য সে (ভাই) যা রেখে যাবে তা থেকে  
দুই-তৃতীয়াংশ হবে এবং যদি তারা (অর্থাৎ উত্তরাধিকারীরা)  
ভাই-বোন হয়- পুরুষ ও মহিলা, তাহলে একজন চ.পুরুষের  
জন্য হবে দু'জন মহিলার অংশের সমান। ৬. 'আল্লাহ' (এ বিষয়)  
তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা  
পথব্রষ্ট না হও। আর আল্লাহ সকল বিশয়ে প্রোগৱি অবগত।

38

[C]

8

ଦେଉଣ୍ଠ କ. ୩୫୮; ୧୬୯୭; ୩୧୧୧; ଥ. ୪୪୬; ୩୭୧୮, ୬୬; ଗ. ୧୧୫୮; ୬୪୫୫; ସ. ୩୧୦୨; ୪୧୪୭; ଉ. ୪୧୩, ଚ. ୪୧୨; ଛ. ୪୧୭।

৭১৩। ‘সুস্পষ্ট প্রমাণ’ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে যাতে মহান ও স্পষ্ট নির্দর্শন এবং প্রমাণাদি রয়েছে, অথবা নবী করীম (সাঃ) কে বুঝানো হয়েছে, যিনি নিজের জীবনে কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তুভায়িত করে প্রমাণ করেছেন যে এ শিক্ষাগুলো মানব জাতির জন্য মঙ্গলময় ও আশীর্বাদপ্রদ ।

৭১৪ | ‘উজ্জল (পরিষ্কার) জ্যোতি’ দ্বারা ও হ্যৱত রসলে কৱীম (সাঃ) অথবা কৱানানকে বৰিয়েছে।

୭୧୫ । ୪୫୧୩ ଆଯାତେ ଏକ ଧରନେର ‘କାଳାଲାହ୍’ର କଥା ବଲା ହୟେଛେ, ଯେ ପିତା-ମାତାହୀନ ସ ସନ୍ତାନ-ବିହୀନ ଅବସ୍ଥାୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଏବଂ କେବଳ ମାତାର ଗର୍ଭଜାତ ଭାଇସେନ ରେଖେ ଯାଇ, ପିତାର ଓରସଜାତ କେଉଁ ଥାକେ ନା । ଆଲୋଚ୍ୟ ଆଯାତେ ଅପର ଏକ ଧରନେର ‘କାଳାଲାହ୍’ର କଥା ବଲା ହୟେଛେ, ସନ୍ତାନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପିତାର ତରଫ ଥେକେ ବା ପିତା-ମାତାର ତରଫ ଥେକେ ଭାଇ-ବେନ ରେଖେ ଯାଇ । ଏ ଆଲୋଚ୍ୟ ଆଯାତଟିକେ ୪୫୧୩ ଆଯାତେର ସାଥେ ତୁଳନା କରିଲେ ଦେଖା ଯାଇ ଯେ ସ୍ଵାଭାବିକ କାରଣେଇ ପ୍ରଥମେକ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ-ବେନେରା ଶୈଶ୍ଵରିକ ଭାଇ-ବେନ ଥେକେ ଉତ୍ସର୍ଧିକାର ହିସାବେ କମ ଅଂଶ ପାରେ ।

فَآمَّا الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
فَيُوَفَّىٰهُم مَا جُرْأَهُمْ وَيَنْزَلُهُمْ مِّنْ  
فَضْلِهِ ۖ وَآمَّا الَّذِينَ اشْتَكَفُوا وَ  
اشْتَكَبُرُوا فَيَعْذَبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا  
وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا  
وَلَا تَصِيرُّا <sup>(٤٥)</sup>

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بِرْزَهَانٌ  
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا لَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا<sup>(١٥)</sup>

فَإِنَّمَا الَّذِينَ أَمْتُوا يَأْتُهُو وَاعْتَصَمُوا بِهِ  
فَسَيَمْدُ خَلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ  
وَيَهُو نِعْمَةٌ إِلَيْهِ صِرَاطًا  
مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٤﴾

يَسْتَفْتُونَكَ، قُلِ الَّهُمَّ يُفْتِنُكُمْ فِي  
الْكَلَّةِ، إِنِّي أَمْرُوا هَذِهِ لَيْسَ لَهُ  
وَلَدًا وَلَهُ أَخْتَ قَلْهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ  
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ  
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّتُّشُ  
مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً  
رِجَالًا وَنِسَاءً فِي لِلَّدَّ كَرِيمًا مِثْلُ حَظِّ  
كُلِّ شَيْءٍ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ  
تَضْلُلُوا وَاللَّهُ يُكَلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ<sup>١٤٤</sup>